আহরণ

BANGLAPDF.NET

Banglapdf.net Exclusive!

টমসন এণ্ড হিউস কোম্পানির পরিচালনা সমিতির জরুরী সভা বসেছে কলকাতায়। সদস্যরা খুব উত্তেজিত। পশ্চিমবঙ্গ এবং আসামে কোম্পানির অনেকগুলো চা-বাগান বেশ সুন্দরভাবে পরিচালিত হচ্ছিল। মাস কয়েক আগে টমসন এণ্ড হিউস লাভবার্ড টি এস্টেট কিনেছে। এই কেনার ব্যাপারে কোম্পানির চেয়ারম্যান-এর সঙ্গে একমত হননি কয়েকজন সদস্য। স্বাধীনতার পরও ওটা একটা স্কটিশ কোম্পানির বাগান ছিল। মালিকানা বদলে একজন মারোয়াড়ীর হাতে গিয়ে বাগানটি প্রায় পরিত্যক্ত-পর্যায়ে এসে গিয়েছিল। চেয়ারম্যান টি. কে. সেন যুক্তি দিয়েছিলেন ওই বাগানের চায়ের পাতা অন্য বাগানের পাতার সঙ্গে মেশালে আন্তর্জাতিক বাজারে টমসন এণ্ড হিউস প্রচুর ব্যবসা করতে পারবে। তাঁরই আগ্রহে প্রচণ্ড অর্থনৈতিক ঝুঁকি নিয়েও কোম্পানি লাভবার্ড কিনতে রাজী হয়েছিল।

আজকের জরুরী সভার অন্যতম বিষয় হল লাভবার্ড। মালিকানা পাওয়ার পর বাগানের কাজ শুরু করার জন্যে টিকোজি চা-বাগানের ম্যানেজার মণীশ সোমকে লাভবার্ডের দায়িত্ব দিয়ে পাঠনো হয়েছিল। মণীশ অত্যন্ত দক্ষ এবং কোম্পানির গর্ব। লাভবার্ডে যাওয়ার সাতদিন আগে মণীশ বিয়ে করেছিল। সেই মণীশকে আর পাওয়া যাচ্ছে না। শ্রমিকরা তাকে ঘিরে ধরে মেরেছিল এই তথ্য জানা গেছে কিন্তু তার কোন হদিশ নেই। মণীশের নতুন বউ বাগান ছেড়ে আসেনি। সে জেদ ধরেছে যতক্ষণ না স্বামীর শরীর দেখছে, তা মৃত হলেও, ততক্ষণ বাগান ছেড়ে আসবে না।

টি. কে. সেনের বিরোধীপক্ষের অন্যতম শ্রীযুক্ত রমেশ ভাটিয়া সভায় বললেন, 'লাভবার্ড টি এস্টেট একটি শ্মশান ছাড়া আর কিছুই নয়। সেখানকার শ্রমিকরা কয়েকবছর মাইনে পায়নি, য়ুনিয়নের নানারকম খেয়ালে তারা পুতুলের মত নাচছে। আগের মালিকের অপদার্থতা তারা ভুলতে পারছে না। কোম্পানি ভাল করেই জানত ওখানে কোন আইনশৃঙ্খলা থাকতে পারে না। সুস্থ কাজের পরিবেশ ফিরিয়ে আনা অসম্ভব। এসব জানা সত্ত্বেও এই বিরাট আর্থিক ক্ষতির বোঝাটা আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়। আমাদের একজন দক্ষ ম্যানেজারকে নির্বাচিত করা হয়েছে ওই হাড়িকাঠে মাথা গলিয়ে দিতে। ওর নববধূর জীবনে যে অভিশাপ নেমে এল তার জন্যে দায়ী কে? জেনেশুনে আমাদের আগুনে হাত রাখতে বলা হয়েছে, কোন সাবধানবাণীতে কর্ণপাত করা হয়নি। অতএব আমি এ ব্যাপারে দায়ী করে কোম্পানির চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অভিযোগ রাখছি।'

রমেশ ভাটিয়া অত্যন্ত প্রশান্ত মুখে আসন গ্রহণ করতেই সদস্যরা গুঞ্জন শুরু করলেন। আজও সদস্যরা দ্বিধাবিভক্ত। তবে বিরোধীরা সঙ্গত কারণে বেশী

Banglapdf.net Exclusive!

উত্তেজিত। অরুণ শর্মা, যাকে টি. কে. সেনের ডামি বলা হয় তাকে টাই-এর নট নিয়ে অস্বস্তিতে নাড়াচাড়া করতে দেখা গেল। সমস্ত সদস্যরা এখন চেয়ারম্যানের মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। টি. কে. সেন এতক্ষণ সামনে রাখা কাগজপত্রে চোখ বোলাচ্ছিলেন। এবার ধীরে সুস্থে সেগুলোকে গুছিয়ে চশমা খুলে চোখ মুছলেন রুমালে। তারপর গম্ভীর গলায় বললেন, 'মাননীয় সদস্যবৃন্দ, আমরা সত্যি সত্যি একটা বিরাট যুদ্ধে নেমে পড়েছি। স্বীকার করছি, আমি আপনাদের এই যুদ্ধে নামাতে উদ্যোগী হয়েছিলাম। কিন্তু কেন? কারণ আমি চেয়েছিলাম কোম্পানি আরও বিস্তারিত হোক। মাননীয় যে সদস্য আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন তিনি একটা তথ্য এই মুহূর্তে বিস্মৃত হয়েছেন যে এই কোম্পানি আমার প্রাণের মত। আমি মনে করি না যে লাভবার্ড চা বাগান কিনে কোম্পানি কোন ভুল করেছে।' কথা থামিয়ে সতর্ক চোখে সদস্যদের দেখে নিলেন টি. কে. সেন। কয়েকজোড়া চোখ তাঁর মুখের ওপর স্থির।

'আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত স্বাধীন দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ডকে শক্ত করা। লাভবার্ডের মত সোনার হাঁস শুকিয়ে মরছে দেখে আমরা হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারি না। লাভবার্ডকে তাই বাঁচাতেই হবে। হ্যাঁ, মণীশ সোমের ঘটনাটি সত্যই দুঃখজনক। অবশ্য এই মুহূর্তে আমরা তাকে মৃত ঘোষণা করতে পারছি না। আমি মনে করি এটা একটা দুর্ঘটনা। যে কোন কাজেই দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এবং তাই বলে কাজ বন্ধ করে দেওয়া বুদ্ধিমানের উচিত নয়। বাধা আছে বলে আমরা হার্ডল রেসে যোগ দেব না? আবার বলছি, দায়িত্ব আমার। কিন্তু আমি মাননীয় সদস্যদের কাছে এই প্রতিশ্রুতি দিতে চাই সমস্যার সমাধান আমি করব। এ ব্যাপারে বিশদ ব্যাখ্যা আমি এক মাস পরে আপনাদের জানাবো। আমার বিরুদ্ধে যে আর্থিক অপচয়ের অভিযোগ তোলা হয়েছে তা কোম্পানির বার্ষিক রিপোর্ট থেকে প্রমাণিত হবে। এ নিয়ে এখনই ভেবে কোন লাভ নেই। মনে রাখবেন, আমাদের নৌকো এখন মাঝ নদীতে, তীরে আনবার জন্যে ধৈর্য ধরতেই হবে।'

এই প্রথম টি. কে. সেন এইরকম নিচু গলায় কথা বললেন। স্থির হল, এক মাস পরে আবার পরিচালনা-সমিতির সভা বসবে। এই সময়ে যা সিদ্ধান্ত চেয়ারম্যান নেবেন তার জন্যে তিনি সভার কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন। সভার শেষে অরুণ শর্মা চেয়ারম্যানের চেম্বারে এল, 'ওফ্, সুপ্লেন্ডিড স্যার, ওয়ান্ডার ফুল, আপনার বক্তৃতা শুনে রমেশ ভাটিয়া আর মুখ খুলতে সাহস পায়নি।'

টি. কে. সেন নিস্পৃহ চোখে তাকালেন, কয়েকটা মাটির পুতুল সামনে না রাখলে মাঝে মাঝে অসুবিধে হয়, শর্মা সেইরকম। শর্মা আপ্লুত-ভাবটা কাটিয়ে বলল, 'কিন্তু আপনি এ সমস্যা কি করে সমাধান করবেন আমি ভেবে পাচ্ছি না।'

টি. কে. সেন এবার শর্মার মুখের দিকে তাকালেন। এই লড়াই-এর ফলের ওপর তাঁর ভাগ্য নির্ভর করছে। যদি তাঁর গোপন খবর ঠিক হয়ে থাকে তাহলে—।

Banglapdf.net Exclusive!

না, এছাড়া কোন উপায় নেই, ঝুঁকিটা তাঁকে নিতেই হবে। যদি ওটা লেগে যায় তাহলে রমেশ ভাটিয়ারা জীবনে আর মুখ খুলতে সাহস পাবে না। সেন শর্মার দিকে তাকালেন। তারপর ইন্টারকমে সেক্রেটারিকে নির্দেশ দিলেন এয়ারপোর্টে খবর নিতে বাগডোগরায় প্লেন নির্দিষ্ট সময়ে ছেড়ে গেছে কিনা। আজকাল ট্রেনের মত প্লেনও ঘণ্টা দুই তিন লেট করে। যদি আজও সে-রকম হয়—। হাসলেন সেন। ইট্'স এ গেম। একটা লাক-ট্রাই করা যাক। সেন বললেন, 'বিয়িং চেয়ারম্যান অব দ্য বোর্ড আমি তোমাকে একটা দায়িত্ব দিতে চাই।'

'অফকোর্স!' শর্মা পুলকিত হন।

তুমি নিশ্চয়ই জানো, মণীশ সোমের ঘটনাটার পর লাভবার্ড চা বাগানের দায়িত্ব নিতে আমাদের অন্য বাগানের ম্যানেজাররা কিছুতেই রাজী হচ্ছে না। অথচ আমরা আজেবাজে লোককেও ওখানে পাঠাতে পারি না, তাই তো?' সেন স্থির দৃষ্টিতে ওর মুখ লক্ষ্য করলেম।

'সিওর। কিন্তু আমি এর মধ্যে কি ভাবে আসছি, মানে—।'

সেন হাসলেন, নো নো। আমি তোমাকে ওই বাগানে যেতে বলছি না। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কোন এফিসিয়েন্ট ম্যানেজার যখন লাভবার্ডে যেতে চাইছে না তখন আমার প্রবলেম আরো বেড়ে গেল।'

শর্মা বলল, 'কোন রিটায়ার্ড ম্যানেজারকে পাওয়া যাবে না?'

সেন বললেন, 'ইয়েস, দেয়ার ইউ আর। কিন্তু বৃদ্ধদের প্রাণের ভয় অনেক বেশী, তাই না? ওই যে ভাটিয়া যখন বলল, হাড়িকাঠ, কোন্ বৃদ্ধ তাতে রাজী হবে?'

এই সময় ইন্টারকমে সেক্রেটারির গলা ভেসে এল, 'বাগডোগরার প্লেন আজ চার ঘণ্টার মত লেট স্যার। তিনটে পনেরতে টেক অফ্।'

সেনের মুখ হাসিতে ভরে উঠল। তারপর শর্মার দিকে তাকিয়ে সেক্রেটারিকে নির্দেশ দিলেন, 'দেড় ঘণ্টা সময় আছে। একটা সিট ব্যবস্থা কর।

'ও কে স্যার।'

সেন এবার চুরুটটা হাতে নিলেন, 'তুমি দেড় ঘণ্টা সময় পাচ্ছ শর্মা। তোমাকে আজকের প্লেনে শিলিগুড়িতে যেতে হবে। ইট্'স্ এ সিক্রেট মিশন। ওখানে তুমি আমাদের কোন লোকের সঙ্গে মিট্ করবে না। তোমার কাজ হবে এই লোকটিকে খুঁজে বের করা। ওই ব্রিফ কেসে সমস্ত কাগজপত্র রেডি করা আছে। ওর ফাইলের একটা ডুপ্লিকেট কপিও ওপরে আছে। প্লেনে যেতে যেতে তুমি পড়ে নিও যাতে কথা বলতে সুবিধে হয়। তোমার ওপর আমার সব কিছু নির্ভর করছে।

'হু ইজ দিস ম্যান স্যার?'

'হি ইজ আওয়ার ম্যান ফর লাভবার্ড!'

Banglapdf.net Exclusive!

সেদিন বিকেলে শিলিগুড়ির সিনক্লেয়ার হোটেলে বসে শর্মা ব্যাপারটাকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না। দমদম থেকে বাগডোগরা আসবার পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময়ে সে ফাইলটা পড়ে নিয়েছে, তাকে যা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে তা জেনেছে। কিন্তু ব্যাপারটা ওর বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না। মণীশের মত দুঁদে ম্যানেজার লাভবার্ডে গিয়ে মিসিং হয়ে গেল আর এ তো তার কাছে কিছুই নয়। যাক, শর্মা ভাবল, এ নিয়ে ভেবে লাভ নেই। ওকে এখন সেনের গুড বুকে থাকতে হবেই, সেন যেমনটি করতে বলেছে তেমনি করে গেলেই হল। ফলের দায় সেনের। কিন্তু এই ফাইন ওয়েদারে সেই চালসার পথে ছুটতে হবে এটুকু ভাবলেই গায়ে জ্বর আসছে। এখন কয়েক পাত্র খেয়ে একটু—। শিলিগুড়িতে আমোদ-প্রমোদের তো কোন অভাবই নেই।

এয়ারপোর্ট থেকেই গাড়ি দুদিনের জন্যে ভাড়া করা ছিল। সন্ধ্যে হওয়ামাত্র শর্মা বেরিয়ে পড়ল শিলিগুড়ি ছেড়ে। কাজ শেষ হলে রাতেই ফিরে আসতে পারবে। অবশ্য যার কাছে যাচ্ছে তাকে যদি পাওয়া যায়। লোকটা একরোখা এবং মোটেই ফালতু কথা বলে না। তিন বছর গোল্ডেন টি চা-বাগানে অ্যাসিস্টেণ্ট ম্যানেজারি করেছিল। ম্যানেজমেণ্টের সঙ্গে গোলমাল হওয়ায় চাকরি ছেড়ে দিয়ে ওই চালসার কাছে পোলট্রি ফার্ম করে বসে আছে। গোল্ডেন টি এস্টেট যে কোম্পানির তারা বেশ জাঁদরেল। ব্রিটিশ আমলের নিয়মকানুন এখনও চালু আছে ওদের বাগান-গুলোতে। সেইরকম একটি নিয়ম হল কোন ম্যানেজার তার নিচের তলার মানুষের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে মিশতে পারবে না, কোন আত্মীয় যদি সামান্য কোন চাকরি করেন তাহলে তাঁর সঙ্গে যোগ রাখা চলবে না। এই লোকটি প্রায় তিন বছর ওই কানুন মেনে নিলেও শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ করেছিল। ফলে চাকরি ছেড়ে দিয়ে তাকে পোলট্রি ফার্ম করতে হয়েছে। অন্য কোন চা-বাগানে অবশ্য লোকটা আর কাজ খুঁজতে যায়নি। শর্মার সন্দেহ হল, সেখানে নিশ্চয় চাকরি পায়নি। কে আর এই রকম বিদ্রোহীকে যেচে ঘরে ডেকে আনে। লোকটার একটি-মাত্র গুণ রিপোর্টে চোখ পড়লো, সে নাকি গোল্ডেন টি-এস্টেটের শ্রমিকদের খুব প্রিয় ছিল। শুধু এটুকুর ওপর নির্ভর করে সেন সাহেব লোকটিকে কেন নির্বাচন করলেন এটাই মাথায় ঢুকছে না শর্মার।

মালবাজার ছাড়াতেই বেশ রাত হয়ে গেল। ড্রাইভারকে গন্তব্যস্থল জানানো ছিল। চালসার কাছে এসে সে খুঁজে পেতে গাড়ি দাঁড় করালো। খুব ক্লান্তি লাগছিল শর্মার। একদিনে প্রচুর পরিশ্রম হয়ে গিয়েছে। সেন সাহেব না বললে

Banglapdf.net Exclusive!

তাকে কখনই এখানে আনতে পারত না কেউ। আফটার অল, আই এম ডিরেক্টর অফ টমসন এণ্ড হিউস। মনে মনে বিড় বিড় করতে করতে শর্মা গাড়ি থেকে নামল। ঘুট ঘুট করছে অন্ধকার। ন্যাশনাল হাইওয়ে দিয়ে অবশ্য ঘনঘন গাড়ি ছুটছে কিন্তু দু পাশে কোন আলো নেই। খুঁজে পেতে শেষ পর্যন্ত পোলট্রি ফার্মটা বের করল শর্মা। এদিকে লোকালয় নেই বলতে গেলে। কয়েক ঘর নেপালী কুঁড়ে তৈরী করে থাকে। আর আছে জঙ্গল যার ভেতরে বিকেলের পর ঢোকার কোন মানে হয় না। এইরকম জায়গায় পোলট্রি ফার্মের কথা ভাবা যায়? জায়গা কম নয় এবং সেটাকে তারের বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। গেট খুলে ভেতরে ঢুকতেই থতমত হয়ে গেল শর্মা। এত রাত্রে আসাটাই ভুল হয়েছে, কাল ভোরে এলে মহাভারত অশুদ্ধ হত না। কোনরকমে আবার গেট বন্ধ করে নিজেকে আড়াল করল সে। কুকুর দুটো তীব্র গতিতে ছুটে এসে চিৎকার করে যাচ্ছে সমানে। অন্ধকারে ওদের যে আবছা শরীর দেখা যাচ্ছে তাতেই রক্ত জমে যাওয়ার যোগাড়। শেষ পর্যন্ত শর্মা চিৎকার করল, 'এনিবডি হিয়ার? কোই হ্যায়?'

কোন সাড়া এল না ভেতর থেকে। কুকুর দুটো একটু থমকে আবার চিৎকার শুরু করল। শুধু অন্ধকারটা যেন সামান্য নড়ে উঠল। শর্মার অস্বস্তি বেড়ে গেল। সে আবার চিৎকার করে ডাকল। তারপরেই চোখে পড়ল দূরে একটা হ্যারিকেনের আলো জ্বলছে। শর্মার গলা শুকিয়ে এল, ছমছম করছে চারধার।

মুখের কাছে আলো তুলে এক বৃদ্ধ মদেসিয়া প্রশ্ন করল, 'কৌন্?'

'চ্যাটার্জী হ্যায়?

'আপ কোন?'

'অরুণ শর্মা, ডিরেক্টর অফ—।' বলতে গিয়ে থেমে গেল অরুণ শর্মা। এই অশিক্ষিত লোকটা মানেই বুঝবে না। তাই শেষ করল, 'কলকাতা সে আয়া।'

'সাবকা তবিয়ত ঠিক নেহি হ্যায়।

'ক্যা হুয়া? বোখার?'

'নেহি! এইসাই—।'

'লেকিন উস্‌সে হাম মিলনে চাহতা হুঁ। তুম ওহি কুত্তাকো সামালো।'

লোকটা যেন নিতান্তই অনিচ্ছায় কুকুর দুটোকে ডাকল। ডাক শুনে তারা বাধ্য হয়ে ফিরে গেল নিজেদের জায়গায়। শর্মা গেট খুলে লোকটার পেছন পেছন হাঁটতে লাগল। দু পাশে মুরগীরা এবার কিচির-মিচির করে উঠল। শর্মার মনে হল পোলট্রি ফার্মটা নেহাৎ ছোট নয়। বড় বড় দুটো গাছের আড়াল সরতেই বাড়িটা চোখে পড়ল। কাঠের একতলা বাড়ি। ছটা বিমের ওপর দুটো ঘর। একটা ঘরের দরজা বন্ধ কিন্তু ভেতরে আলো জ্বলছে। লোকটার হ্যারিকেনের আলোয় শর্মা সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠল। দরজার শেকল ধরে দুবার শব্দ করে লোকটা ডাকল, 'সাব, সাব, এক আদমি আপসে মিল্‌নে আয়া।'

'কৌন্?' একটা জড়ানো গলায় প্রশ্নটা ছুটে এল।

Banglapdf.net Exclusive!

'আই অ্যাম্ ফ্রম ক্যালকাটা।' শর্মা নিজেই জানান দিল।

একটু পরেই দরজা খুলে গেল। ভেতরের হ্যারিকেনের আলো আড়ালে চলে যাওয়ায় লোকটার মুখ দেখা যাচ্ছে না। দরজায় হাত রেখে সে প্রশ্ন করল, 'হু আর ইউ?'

'দিস ইজ শর্মা, অরুণ শর্মা অফ টমসন এন্ড হিউস।'

'টমসন এন্ড হিউস!' জড়ানো গলায় লোকটা উচ্চারণ করল। যেন স্মৃতিতে হাতড়ে নিতে গিয়ে স্পর্শ পেল, 'দ্যাট বিগ টি-কোম্পানি?'

'ইয়েস। আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি।'

'আমার সঙ্গে? কেন? আমি কে?'

'আমরা কি বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলব?' শর্মার বিরক্তি লাগছিল।

'আমি বুঝতে পারছি না আপনি ঠিক জায়গায় এসেছেন কি না।'

'আমি কি শিবাজী চ্যাটার্জীর সঙ্গে কথা বলছি?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

'তাহলে ভেতরে আসতে পারি?'

শর্মা ঘরে ঢুকে নাক কোঁচকালো। এরকম অগোছালো গরীব ঘরে অনেককাল ঢোকা হয়নি। এই লোকটা বিলীয়মান কোম্পানীতে ম্যানেজারি করেছিল? ন্যাড়া টেবিলের উপরে লাল বোতল আর গেলাস পড়েআছে। ওগুলো যে দিশী মদ যাকে এদিকে হাঁড়িয়া বলা হয় তা বুঝতে অসুবিধে হল না। ঘরের এক কোণে তক্তপোষের ওপর চ্যাপ্টা বিছানা। হায়, এই রকম একটা লোকের সঙ্গে তাকে কথা বলতে হবে সেন সাহেবের জন্যে! তবে এই সামান্য সময়ের মধ্যে শর্মা টের পেয়েছিল শিবাজী চ্যাটার্জী নরম কাদার তাল নয়।

'আমার নাম অরুণ শর্মা, টমসন এন্ড হিউসের ডিরেক্টর।' একটা কাঠের চেয়ারে বসে ব্রিফকেসটা কোলের ওপর রেখে শর্মা বলল।

'আমার কাছে কেন এসেছেন? মুরগি এবং ডিম ছাড়া আমি কিছু জানি না।' শিবাজী আবার টেবিলের কাছে ফিরে গিয়ে গেলাসটা হাতে নিল, 'আপনার কি হাঁড়িয়া চলবে?'

'নো থ্যাঙ্কস্।' বোঁটকা গন্ধে গা গুলোচ্ছিল শর্মার!

গেলাসের বাকি মদটি শেষ করে শিবাজী হাতের উল্টোপিঠে মুখ মুছল। তারপর চেয়ারে ধপ করে বসে দুটো পা ছড়িয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করল। চোস্ত পাজামা আর মোটা খদ্দরের পাঞ্জাবি পরা দীর্ঘ দেহ এবং সুদর্শন এই পুরুষটির চেতনা ঠিক আছে কিনা সন্দেহ হল শর্মার। এই রকম মাতাল হয়ে থাকে নাকি সব সময়? সেনসাহেব যদি খবরটা জানতেন তাহলে নিশ্চয়ই ওকে পাঠাতেন না। শর্মা অবাক হচ্ছিল এই লোকটার হদিশ কোলকাতায় বসে সেন সাহেব কেমন করে পেলেন?

'আপনি কি এখন আপনার পোলিট্রি নিয়ে ব্যস্ত?'

Banglapdf.net Exclusive!

'আমি কিছুতেই আর ব্যস্ত নই। এগুলো আছে এবং আমিও আছি।'

'আপনি কি অন্য কোন চাকরি করবেন?'

'নো। আর চাকর হবার বাসনা নেই। আমি চমৎকার আছি।' শিবাজী চোখ খুলছিল না। এমন কি ওর শরীরও নিশ্চল।

'কিন্তু আপনাকে যে আমাদের দরকার!'

এবার চোখ খুলল শিবাজী, 'কি বললেন? আমাকে দরকার? কেন?'

'আপনি কি সব কথা শুনবার মত মন দিতে পারবেন?

'হোয়াট ডু ইউ মিন? আমি মাতাল?'

'না আমি সেকথা বলতে চাইনি, কিন্তু আমার ব্যাপারটা সিরিয়াস। ওয়েল, শুনুন, আমাদের কোম্পানি আপনাকে ম্যানেজার হিসেবে চাইছে।' শর্মা শিবাজীর উত্তেজিত মুখের দিকে তাকিয়ে কোন মতে সামাল দিতে চাইল।

'চাইছে? হঠাৎ আমি তো চাকরি ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছি না! তাছাড়া কেউ চাইলেই যে আমি ছুটে যাব একথা ভাবছেন কি করে?' খিঁচিয়ে উঠল শিবাজী। ওর গলার স্বর এখন আরো জড়িয়ে আসছে।

'শুনুন মিস্টার চ্যাটার্জী। আমরা একটা নতুন চা-বাগান কিনে ভীষণ বিপদে পড়েছি। আপনি আমাদের বাঁচাতে পারেন বলে কোম্পানির চেয়ারম্যান মনে করেন। আপনাকে তাই ম্যানেজারের পোস্ট অফার করা হচ্ছে।'

'হোয়াই? আমার মধ্যে কি গুণ আছে খুঁজে পেয়েছেন?'

'আপনি গোল্ডেন টি-এস্টেটের অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার ছিলেন। সেখানে শ্রমিকদের সঙ্গে আপনার রিলেশন খুব ভাল ছিল।'

'সেইজন্যে আমাকে চাকরি ছেড়ে দিতে হয়েছে। আমাকে ওরা স্লেভ করে রেখেছিল। না মশাই, আর আমার স্লেভ হবার বাসনা নেই চা-বাগানে চাকর হিসেবে ঢোকার কোন ইচ্ছে নেই। ওয়েল, এবার আপনি যেতে পারেন।' হাত নাড়ল শিবাজী। কিন্তু সেটায় জোর না থাকায় আচমকা টেবিলের ওপর আছড়ে পড়ল।

অপমানটা হজম করতে শর্মার কষ্ট হচ্ছিল। অনেক চেষ্টায় সে নিজেকে সংযত করল। এই মাতালটাকে দিয়ে কোন কাজ হবে না, কিন্তু একে রাজী না করাতে পারলে সেনসাহেব-এর ছায়া আর পাওয়া যাবে না। লোকে যে আড়ালে তাকে ডামি বলে সেটাই সেনসাহেবের কাছে প্রমাণিত হবে। অতএব শর্মা আবার মুখ খুলল, 'কিন্তু আপনি একটা কথা বুঝতে চাইছেন না। প্রায় তিন হাজার গরীব মানুষ অভুক্ত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। মাসের পর মাস মাইনে নেই, কাজ নেই এবং য়ুনিয়নের উত্তেজনার শিকার হয়ে এখন জীবন্মৃত। উন্মাদের মত আচরণ করছে তারা। একটা চা-বাগান চিরকালের জন্য নষ্ট হতে চলেছে। আপনি কি এসব বাঁচাতে চান না?' বক্তৃতাটা দিতে পেরে খুশী হল শর্মা। এত সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলতে পারবে নিজেও ভাবেনি।

BANGLAPDF.NET

'মাইনে দেননি কেন আপনারা ?'

'আমরা তখন মালিক ছিলাম না। বাগানটাকে আমরা সদ্য কিনেছি। যিনি মালিক ছিলেন—'

'এসব কথা আমার কাছে বলে কি লাভ। রাত হয়েছে, আপনি—।'

বক্তৃতাটা যে মাঠে মারা যাবে ভাবতে পারেনি শর্মা। কাতর গলায় সে বলল, 'মিঃ চ্যাটার্জী, আপনি ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখুন। চেয়ারম্যান মনে করেন যে আপনি ছাড়া কেউ বাঁচাতে পারবে না!'

'কেন? বাগান কিনেছেন, সেখানে ম্যানেজার পাঠান, স্টাফদের মাইনে দিন, লেবার পেমেন্ট করুন। ব্যাস, মিটে যাবে সব সমস্যা। আমি কে?'

'আমরা তাই চেয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের একজন এক্সপেরিয়েন্সড্ ম্যানেজার বাগানে যাওয়ামাত্র হাওয়া হয়ে গেছে। ভয় পাচ্ছি হি ইজ মার্ডারড্।' শর্মা সংবাদটা দিল।

'কোন্ বাগান?'

'লাভবার্ড।'

নামটা শোনামাত্র যেন চমকে উঠল শিবাজী। শর্মা সেটা লক্ষ্য না করে বলল, 'বাগানটা আমরা কিনেছি। শুনুন মিঃ চ্যাটার্জী, আমাদের কোম্পানি মনে করে ওই বাগানের চায়ের পাতার একটা বিশেষত্ব আছে যেটা ঠিকমত ব্যবহার করলে ইন্টারন্যাশানাল মার্কেট পাওয়া যাবে। কিন্তু আগে মালিক যে প্রব্লেম ক্রিয়েট করে গিয়েছে তা সল্ভ না করতে পারলে আমাদের অর্থ সুনাম সব জলে যাবে।' শর্মা অনুনয়ের ভঙ্গীতে তাকাল।

শিবাজী এবার সোজা হয়ে বসল, জড়ানো গলায় যেন একটা ধার এসেছে মনে হল শর্মার, 'আপনি মিথ্যে কথা বলছেন না?'

'হোয়াই শুড্ আই?'

'হি ইজ দেয়ার!' বিড়বিড় করল শিবাজী।

'কে?' অবাক হল শর্মা।

'কেউ না। কিন্তু তাতে আমার কি! নো, আমি আর চাকরি করব না।'

শর্মা আর ধৈর্য রাখতে পারছিল না। অনেক অনুরোধ করা হয়েছে। এই মাতালটা যদি রাজী না হয় তাহলে সে কি করতে পারে! এখন শিলিগুড়িতে ফিরে গিয়ে সেনসাহেবকে ট্রাংককলে ঘটনাটা বলতে হবে। এরকম মাতালকে চাকরি দিলে লাভবার্ডের বারোটা বাজবে। শর্মা উঠল। তারপর শেষবার চেষ্টা করার ভঙ্গীতে বলল, 'মিঃ চ্যাটার্জী, আপনাকে এর জন্যে ভাল টাকা দেওয়া হবে—।'

টাকা? গেট আউট গেট আউট ফ্রম হিয়ার।' চিৎকার করে উঠল শিবাজী। ওর সমস্ত শরীর কাঁপছিল। উত্তেজনায় লাল বোতলটা মুঠোয় নিল সে।

শর্মা আর দাঁড়াল না। অপমানে ওর সমস্ত শরীর ঝিমঝিম করছে। বারান্দায় লণ্ঠন হাতে লোকটা দাঁড়িয়েছিল। ওকে দেখামাত্রই সে চলতে শুরু করল।

Banglapdf.net Exclusive!

মাটিতে নেমে শর্মার মাথায় চিন্তাটা এল। সেনসাহেব যদি তার কথা শুনে বিগড়ে যান, যদি তাকে অপদার্থ মনে করেন তাহলে সে কি করবে? স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে টমসন এণ্ড হিউসে সেনসাহেবের দিন শেষ। যদি আজ টেলিফোনে সেন সাহেব কোন কড়া কথা বলেন তাহলে তাকে দ্বিতীয় ট্রাংককলটি করতে হবে। মধ্যরাত হলেও রমেশ ভাটিয়া নিশ্চয়ই সেনসাহেবের ব্যর্থ প্রচেষ্টার খবর পেয়ে খুশী হবে। নেক্সট চেয়ারম্যানকে হাত করার এছাড়া কোন রাস্তা নেই।

মধ্যরাতে যখন সিনক্লেয়ার হোটেল থেকে শর্মা টি. কে. সেনের বাড়ির টেলিফোন পেল তখন সে ভীষণ ক্লান্ত। এক হাতে হুইস্কির গ্লাস নিয়ে সে রিসিভারে কান পেতে শুনল ওপাশের টেলিফোনটা বেশ কিছুক্ষণ, বাজার পর চাকর এসে রিসিভার তুলল, 'হ্যালো!'

'সাহাব্‌সে বাত করেগা, শর্মা বোল রহা হুঁ।'

'নমস্তে সাব। সাহাব নেহি হ্যায়।'

'নেহি হ্যায়? ইতনা রাতমে কাঁহা গ্যায়া?'

'অফিসসে লোটা নেহি।'

'ঠিক হ্যায়, বোলনা হাম শিলিগুড়িসে ফোন কিয়া থা।'

'জী সাব্।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে ঠোঁট কামড়ালো শর্মা। শালা বুড়ো নিশ্চয়ই কোথাও ফুর্তি মারছে তাকে এই গর্তে পাঠিয়ে দিয়ে। তারপরেই তার খেয়াল হল টি. কে. সেন তো মদ খান না, মেয়েমানুষের দোষ নেই। তাহলে এত রাত অবধি কোথায় যেতে পারে? হঠাৎ শর্মার খুব অস্বস্তি শুরু হল। দ্বিতীয় টেলিফোনটা করার চিন্তাটা চট করে সে মাথা থেকে সরিয়ে ফেলল। সেনসাহেব হলেন এমন লোক যাকে দাহ না করা পর্যন্ত মৃত ভাবা মুশকিল!

ঠিক সকাল সাতটায় একটা সাদা অ্যাম্বাসাডার ন্যাশনাল হাইওয়ে থেকে নেমে মাঠের ওপর দাঁড়াল। সেন সাহেব এতক্ষণ গাড়ির সিটে হেলান দিয়ে পড়ে ছিলেন, এবার সোজা হয়ে বসলেন। বসে বললেন, 'বাঃ, চমৎকার।'

ড্রাইভার বাংলা বোঝে। গতকাল চারটে থেকে সে টানা গাড়ি চালিয়ে এখন কুকুরের চেয়েও পরিশ্রান্ত। সাহেব যতই চোখ বন্ধ করে ঘুমুবার চেষ্টা করুক এরকম অবস্থায় যে ঘুম হয় না তা সে জানে। ষাট বছর বয়সে গন্তব্যস্থলে এসে যে এত ভাল মুডে কথা বলবেন এটা সে ভাবতে পারেনি।

BANGLAPDF.NET

সেনসাহেব দরজা খুলে নেমে চারপাশে তাকালেন। নেপালি এবং মদেসিয়াদের ঘরগুলো দেখা যাচ্ছে। না, ঠিকনাটা ঠিকই আছে। ছড়ি হাতে নিয়ে তিনি এগিয়ে যেতেই পোলট্রি ফার্মের সাইনবোর্ডটা দেখতে পেলেন। বেশ নিরিবিলিতে ফার্ম করেছে তো ছোকরা। কিন্তু এখান থেকে মাল সাপ্লাই দেয় কি করে? ভ্যান আছে নাকি! গত তিন-চার মাসের কোন খবর তাঁর কাছে নেই।

গেটের সামনে দাঁড়াতেই কুকুর দুটো চিৎকার করল। সেনসাহেব তাদের নিচু গলায় ডাকলেন। ওদের ডাক একটু কমে এল। এই সময় বুড়ো মদেসিয়াকে দেখতে পেলেন লোকটা তাঁকে দেখে এগিয়ে এল, 'জী সাব।'

'চ্যাটার্জী আছে?'

'জী হাঁ।'

'কুকুর দুটো কামড়ায় না তো?'

'নেহি।'

সেনসাহেব ভেতরে ঢুকে জিজ্ঞেস করলেন, 'গতকাল কোলকাতা থেকে একজন সাহেব এসেছিল এখানে?'

'জী সাব। হামারা সাহাব বহুৎ গোসা হুয়া থা। উসকো গেট আউট কর দিয়া।' বুড়ো লাল হাসি হাসল।

সেনসাহেব মৃদু মাথা নাড়লেন। তাঁর কখনো ভুল হয় না। হেসে ফেললেন তিনি। শয়তান না দেবতা কোনটা হচ্ছেন কে জানে! ছড়ি ঘুরিয়ে পোলট্রি দেখতে দেখতে খানিকটা এগোতেই শিবাজীকে দেখতে পেলেন তিনি। লাল গেঞ্জি আর নীল জিন্‌স্ পরে একটা খাঁচা পরিষ্কার করছে। ওঁকে দেখে বেশ অবাক হয়ে কাজ থামাল সে। ততক্ষণে সেনসাহেব পৌঁছে গেছেন। হাত বাড়িয়ে বললেন, 'শিবাজী চ্যাটার্জী?'

প্যান্টে হাত মুছে শিবাজী করমর্দন করল, 'হ্যাঁ। আপনি?'

'বলছি। কোথাও বসতে পারি?'

'কী ব্যাপার বলুন তো! আমি এখন খুব ব্যস্ত।' শিবাজী জরিপ করছিল।

সেনসাহেব সে কথায় কান না দিয়ে চারপাশে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললেন, 'বিউটিফুল জায়গা। অজ্ঞাতবাসে থাকার পক্ষে চমৎকার। মুরগিগুলো কেমন ডিম দিচ্ছে?

শিবাজী বৃদ্ধকে বুঝতে পারছিল না। সে হেসে বলল, 'আপনার উদ্দেশ্যটা বলুন?'

'তাহলে ব্যস্ততা কমেছে? আমরা কি এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলব? সারারাত গাড়িতে বসে এখন আমি ক্লান্ত।'

'সারারাত—! আপনি কোত্থেকে আসছেন?'

'কোলকাতা।'

শিবাজী চমকে উঠল। এবং সকালে ওঠার পর এই প্রথম তার গতরাতের

Banglapdf.net Exclusive!

কথা মনে পড়ল। সেই অবাঙালি লোকটিও কোলকাতা থেকে এসেছিল। টাকার লোভ দেখিয়েছিল শেষটায়। শিবাজী ভ্রু কোঁচকালো। 'কি ব্যাপার বলুন তো, হঠাৎ কোলকাতা থেকে আমার কাছে ঘনঘন লোকজন আসছে!'

'কাল রাত্রে একজন এসেছিল, আর কেউ?'

'না।' শিবাজী নিজেই বারান্দা থেকে দুটো চেয়ার টেনে ঘাসের ওপর রাখল। ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস চমৎকার বইছে। মুরগিদের চিৎকারের সঙ্গে পাখীর ডাক মিশেছে। সেনসাহেব চেয়ারে আরাম করে বসে বললেন, 'যাকে পাঠিয়েছিলাম তার ওপর ভরসা রাখতে পারিনি। এসে দেখছি ঠিকই করেছি।'

শিবাজী বিরক্ত হল, 'ও! কালকের ভদ্রলোক—।'

'আমারই লোক।' সেনসাহেব হাসলেন, 'খুব বিরক্ত করেছে?'

'নিশ্চয়ই। কিন্তু আপনি কে?'

'আমি টি. কে সেন। টমসন এণ্ড হিউসের এক নম্বর বলে সবাই।'

শিবাজী হতভম্ব হয়ে গেল। অতবড় কোম্পানির চেয়ারম্যান সারারাত গাড়িতে বসে এখানে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন? এই বৃদ্ধের নাম সে শুনেছে। খুব ছোট অবস্থা থেকে লড়াই করতে করতে আজ ঈর্ষাযোগ্যপদে পৌঁছেছেন। সে মুখ ফিরিয়ে নিল, 'বলুন, আমি কি করতে পারি।'

'লাভবার্ডের দায়িত্ব আপনাকে নিতে হবে। বোর্ডের সঙ্গে লড়াই করে আমি চা-বাগানটা কিনেছি। প্রথম রাউণ্ডে আমি হেরে গেছি, কারণ আমাদের ম্যানেজারকে পাওয়া যাচ্ছে না। এভাবে চললে আমাকে হয়তো রেজিগ্‌নেশন দিতে হতে পারে। আমি হারতে শিখিনি।' সেনসাহেব খুব গম্ভীর গলায় কথা বলছিলেন যেন নিজের সঙ্গেই নিজের কথা।

'এটা আপনাদের ব্যাপার—। আমি কি করতে পারি।'

'আমি জানি তুমি কি করতে পার। তোমায় তুমি বলছি কারণ আমি তোমার বয়সটাকে অনেক অনেক আগে ছেড়ে এসেছি। লাভবার্ড এখন প্রায় মরুভূমি হয়ে রয়েছে। কিন্তু সেখানে যদি সবুজ পাতা জন্মানো যায় তাহলে একটা বিরাট কাজ হবে। প্রথমত, কয়েক হাজার গরীব মানুষ বাঁচবে, দ্বিতীয়ত, আমাদের দেশ ফরেন এক্সচেঞ্জ আর্ন করবে। আমি চ্যালেঞ্জটা নিয়েছি, তুমি আমাকে সাহায্য কর।'

'কি ভাবে?

'আমি তোমাকে ম্যানেজার হিসেবে অ্যাপয়েণ্ট করছি। তুমি স্বাধীনভাবে প্রব্লেমগুলো ট্যাক্‌ল করো। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে যা দরকার তাই করবে এবং এ ব্যাপারে আমার সমর্থন পাবে।'

'আপনি আমার ইতিহাস জানেন?'

'না জানলে আমি সময় নষ্ট করতে আসতাম না।'

'ধন্যবাদ। কিন্তু আমি আর চাকরি করব না।'

BanglaPDF.net

'তুমি এস্‌কেপিস্ট আমি বিশ্বাস করি না।'

'এস্‌কেপিস্ট!'

'নিশ্চয়ই। যেখানে হাজার হাজার মানুষের উপকার করতে পারো, সেখানে তুমি এই জঙ্গলে বসে মুরগির ময়লা পরিষ্কার করছ।'

'অনেক হয়েছে, আপনি অনেক বলেছেন। গোল্ডেন টি-তে থাকতে আমার মা যেহেতু খুব সামান্য চাকরি করতেন তাই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে দেওয়া হয়নি। আমি একজন সাবঅর্ডিনেট বাবুর বাড়িতে যেতে পারতাম না। ওই ম্যানেজারদের ক্লাবে গিয়ে মদ গেলা ছাড়া আমার কোন সোস্যাল লাইফ ছিল না। চা-কোম্পানি আমাকে টাকা দিয়ে আমার ব্যক্তিগত জীবন কিনে নিয়েছিল। না, আর নয়।' মুখ বিকৃত করল শিবাজী।

হাসলেন সেনসাহেব, 'এসব আমি জানি। কিন্তু তুমি আর একটা কথা বললে না। চাকরি ছেড়ে দিয়ে তুমি মায়ের কাছে ফিরে গিয়ে টিকতে পারোনি কেন? কেন এই বনবাসে চলে এলে?'

শিবাজীর চোয়াল শক্ত হল, 'ওটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

'সেইজন্যেই তোমাকে এসকেপিস্ট বলছি। চ্যাটার্জী, তোমার ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় কোম্পানি কোনরকম হস্তক্ষেপ করবে না। দিনকাল এখন পাল্টে গেছে। আমরা ব্রিটিশ রুলস ফলো করি না। কিন্তু লাভবার্ডকে তোমার ভাই-এর হাত থেকে বাঁচাও। ওর মোকাবিলা করার সুযোগ এটা, আর পালিয়ে থেকো না।'

শিবাজী চমকে উঠল। তারপর চোখে চোখ রাখবার চেষ্টা করল, 'আপনি এত কথা জানলেন কি করে?'

'জানতে হয়। তোমার ভাই আগরওয়ালার লোক।'

'আগরওয়ালা কে?'

'লাভবার্ডের আগের মালিক। লোকটা বাগান ছেড়ে গেলেও ইন্টারেস্ট ছাড়েনি। তোমার ভাই-এর মাধ্যমে ও এখনও রাজত্ব চালাচ্ছে।'

শিবাজীর মাথার ভেতরটা গরম হয়ে উঠল। সে বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার কথাগুলো সত্যি?'

'বিশ্বাসীদের জন্যে।'

'আপনি আমাকে সব স্বাধীনতা দেবেন?'

'অবশ্যই।'

'কিন্তু আমার এই পোলিট্রি—'

'উই উইল টেক কেয়ার অফ ইট। তুমি যদি কখনো চাকরি ছেড়ে ফিরে আসো এখানে তাহলে দেখবে তোমার মুরগিরা সুস্থ আছে।'

সকাল দশটা নাগাদ শর্মার ঘুম ভাঙলো টেলিফোনের শব্দে। অত্যন্ত বিরক্ত

Banglapdf.net Exclusive!

হয়ে সে রিসিভারটা তুলতেই সেনসাহেবের গলা শুনতে পেল, 'গুড মর্ণিং শর্মা, রাত্রে আশা করি ভাল ঘুম হয়েছিল !'

তড়াক করে বিছানায় উঠে বসল শর্মা, 'ইয়েস স্যার। আমি কাল রাত্রে অনেকবার আপনাকে টেলিফোন করেছিলাম স্যার, কেউ বলেনি ?

'তারপর ?'

'লোকটা ভীষণ একরোখা, মাতাল। ওকে দিয়ে কোন কাজ হবে না।'

'আচ্ছা !'

'আমি কি আজকের দুপুরের ফ্লাইটটা ধরব ?'

'নিশ্চয়ই। তবে তার আগে আর একবার ওর কাছে যাও।'

'আবার ! কিন্তু।'

'গিয়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা দিয়ে কাগজপত্র বুঝিয়ে দাও।'

'তার মানে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। লোকটা ওয়ার্থলেস। আমি আজই কোলকাতায় গিয়ে সব কথা বুঝিয়ে বলছি আপনাকে।'

'অত কষ্ট করতে হবে না শর্মা, তুমি পোশাক পরে তোমার পাশের ঘরে চলে এস।' কট্ করে লাইনটা কেটে যেতে শর্মা হতভম্ব হয়ে গেল। কি শুনল সে ? এটা কি ট্রাঙ্কল নয় ? সেনসাহেব কি এই হোটেলে আছেন ? কখন এলেন ! চট-পট বাথরুমে ঢুকল শর্মা। এই প্রথম তার মনে হল, লোকেরা যা বলে থাকে তা সত্যি। সেনসাহেবের কাছে সে ডামি ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু তাকে প্রমাণ করতে হবে, সিঁড়িতে পা রাখতে গেলে একটু ঝুঁকতেই হয়।

আম কাঁঠাল আর দেওদার গাছের সারির মাঝখানের চওড়া মসৃণ ন্যাশনাল হাইওয়ে দিয়ে তীব্র বেগে গাড়িটা চালাচ্ছিল শিবাজী। টমসন এন্ড হিউসের এ্যাকাউন্টে মালবাজার থেকে মাসখানেকের জন্যে ভাড়া নেওয়া হয়েছে। গত তিন মাস ধরে ক্রমাগত মদ্যপান করে প্রথমে গাড়ি চালাতে বেশ অসুবিধে হচ্ছিল। নার্ভগুলো ঠিক নেই। সকাল থেকেই শুধু হাই উঠছে, গা ম্যাজম্যাজ করছে। জোর করে নিজেকে ঠেকিয়ে রেখেছে সে। চাকরি করার কোন ইচ্ছেই ছিল না তার। কিন্তু লাভবার্ড-এর নাম শোনার পর, এত স্বাধীনতা পেয়ে শেষ পর্যন্ত হ্যাঁ বলতেই হল। এখন তার বাঁ পাশের ব্রিফকেসে তার সঙ্গে টমসন এন্ড হিউসের চুক্তির কাগজগুলো আছে। শর্মা লোকটা খুব বুদ্ধিমান কিংবা পদমর্যাদাসম্পন্ন নয়। নাহলে অতবড় কোম্পানির একজন ডিরেক্টর আজ তার সঙ্গে অত বিনয়ের

Banglapdf.net Exclusive!

সঙ্গে কথা বলত না। জীবনের দুটো জ্বালার বদলা নেবার জন্যেই সে লাভবার্ড টি এস্টেটের ম্যানেজার হতে রাজী হয়ে গেল।

ঘড়িতে এখন দুপুর একটা। এই স্পিডে চললে আর ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে লাভবার্ড পৌঁছে যাবে সে। শর্মা বলেছে বাগানে ঢোকার আগে থানায় গিয়ে পুলিস সঙ্গে নিতে। এ সমস্ত ব্যবস্থা নাকি কোম্পানি করে রেখেছে। মণীশ সোমকে সে চেনে না। গোল্ডেন টি আর টিকোজি চা-বাগানের মধ্যে দীর্ঘ দূরত্ব। কিন্তু লোকটা নিশ্চয়ই গোঁয়ার্তুমি করেছিল। মিসেস সোম এখন বাগান আঁকড়ে পড়ে আছেন তাঁর স্বামী ফিরে আসবে এই আশায়। কিন্তু শিবাজী জানে এরকম ক্ষেত্রে সেই আশা কম। তাছাড়া সে আছে ওখানে। যে-কোন ভাবেই শ্রমিকদের কাছে নিজেকে হিরো বানিয়ে রাখতে ওর জুড়ি নেই। শিবাজী মাঝে মাঝে ভাবে, যে এককালে কম্যুনিজাম নিয়ে পড়াশুনা করেছে, নকশাল আন্দোলনে যোগ দিয়ে নিজের ক্যারিয়ারের কথা চিন্তা করেই সে হঠাৎ বদলে গেল কি করে? এইবার ওরা মুখোমুখি হবে প্রথমবার হেরে গিয়েছিল শিবাজী। এবার ছাড়বে না।

বিনাগুড়ি ক্যান্টনমেণ্ট ছাড়িয়ে এগোতেই শিবাজীর মনে হল তার ঘুম পাচ্ছে। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে এইটুকু ড্রাইভ করতেই। সে বুঝতে পারছিল তিন মাস তার জীবন থেকে অনেক কিছু কেড়ে নিয়েছে। বাঁ দিকে একটা পাঞ্জাবী ধাবার সামনে গাড়ি দাঁড় করালো সে। একটু চা খেলে কেমন হয়। একটা ছোঁড়া ছুটে এসেছিল গাড়ির কাছে। জায়গাটা একদম ফাঁকা। শুধু লং রুটের ট্রাকের ড্রাইভাররা যাতায়াতের পথে এখানে খাবার খেতে দাঁড়ায়। এখন অবশ্য কোন ট্রাক নেই। শুধু একটা কালো অ্যাম্বাসাডার দাঁড়িয়ে আছে কিছুটা দূরে। কোন লোকজন সেটায় নেই।

'সাব্, কেয়া চাহিয়ে?'

'কি আছে?'

'সব কুছ।' ছোকরা পাকা মুখে হাসল।

'আচ্ছা!' শিবাজীর মজা লাগল, 'তোর মালিককে ডাক।'

'ও আভি নেহি আয়েগা।'

'কেন?'

'আগরওয়ালা সাব আয়া হ্যায়। উসকো সাথ—।' বলে হাতের মুদ্রায় বুঝিয়ে দিল মদ খাচ্ছে। বুঝিয়ে লাল দাঁত বের করে হাসল।

'তোদের এখানে মদ পাওয়া যায়?'

'জী সাব। ভুটানকা রাম, হুইস্কি, বাণ্ডি—।'

শিবাজী আর পারল না। গম্ভীর গলায় বলল, 'একটা ছোট হুইস্কির বোতল নিয়ে আয়, জলদি।' ছেলেটা হুকুম পাওয়া মাত্র ছুটে নিয়ে এল। সঙ্গে একটা গেলাস আর বিয়ারের বোতলে রাখা জল। সামচির ডিস্টিলিয়ারিতে

Banglapdf.net Exclusive!

তৈরী হুইস্কিটা দাঁত দিয়ে খুলে গেলাসে ঢেলে খানিকটা গলায় নিয়ে মুখ বিকৃত করল সে। তারপর জল মেশালো। আঃ, দ্রব্যটি শরীরে যেতে আচমকা যেন শীতল বাতাস বইলো। পলকেই ম্যাজম্যাজানি ভাবটা উধাও। চারিয়ে চারিয়ে কয়েকটা সিপ নিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, 'গাড়িটা কার?' ছেলেটা দাঁড়িয়ে ছিল চুপচাপ। এবার সচকিত গলায় বলল, 'আগরওয়ালা সাবকা। বহুৎ বড়া আদমি।'

'পুরো নাম কি?'

ছেলেটা একটু ভাবল, তারপর দৌড়ে ভেতরে চলে গেল। আবার ফিরে এসে বলল, 'বাবুরাম আগরওয়াল।'

'কাকে জিজ্ঞাসা করলি?'

'মালিককো।'

ঠিক সেই সময় ভেতর থেকে দুজন লোক বেরিয়ে এল। একজন লম্বা পাঞ্জাবী, বেশ ভাল স্বাস্থ্য। অন্যজন দারুণ মোটা, পঞ্চাশের ওপাশে বয়স, ঘাড়ে গর্দানে মাংস, পরনে সিল্কের পাঞ্জাবি আর ধুতি। ওকে দেখেই হঠাৎ খেয়াল হল শিবাজীর, এই নামটা শর্মার মুখে সে শুনেছে। এত দ্রুত যে লোকটির দেখা পাবে তা সে ভাবেনি। নাম এক হলে অবশ্য মানুষ এক হবে এমন কথা নেই, তবু যাচিয়ে দেখা যাক। অবশ্য তার জন্যে অপেক্ষা করতে হল না। দুজনেই ওর দিকে এগিয়ে এল। আগরওয়ালা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি আমাকে খুঁজছেন?' হাসল শিবাজী, গেলাসটা নামাল না, বলল, 'না। গাড়িটা কার তাই জিজ্ঞাসা করেছিলাম।'

'কেন? ওটা তো এমন কিছু অসাধারণ নয়। আপনার পরিচয় জানতে পারি?'

আগরওয়ালার মুখে একটা অস্বস্তি ফুটে উঠল।

'শিবাজী চ্যাটার্জী। আপনিই ওই গাড়িটার মালিক?'

এবার পাঞ্জাবী ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'ওরকম দশখানা গাড়ি আছে আগরওয়ালার সাহেবের। চা-বাগান ছিল, বিক্রী করে দিয়েছেন।'

হঠাৎ মদ খাওয়ার ইচ্ছেটা মিলিয়ে গেল শিবাজীর। দু পেগ হয়তো পেটে গেছে কিন্তু সে ছোকরাকে ডেকে গেলাস আর জল ফিরিয়ে দিয়ে হুইস্কির বোতলটা রেখে দিল, 'কত দিতে হবে?'

পাঞ্জাবী দামটা বলতেই সে টাকা দিয়ে দিল। তারপর স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে বলল, 'গাড়িটা ধোয়ামোছা করাবেন, বড্ড বেশী ধুলো মেখে রয়েছে। না হলে চাবাগানের মত ওটাও বিক্রী হয়ে যাবে।'

তারপর আর দাঁড়াল না। সোজা বেরিয়ে এল পিচের রাস্তায়। আর তারপরেই আফসোস হল। এ কি কথা বলে এল সে! বিক্রী করলেই যার লাভ হয় সে তো ইচ্ছে করেই বিক্রী করবে। মধ্যবিত্ত সেন্টিমেন্ট দিয়ে এই সব কুমিরদের বিচার করতে যাওয়া মূর্খামি। তবে লোকটাকে দেখে রাখা গেল। রিপোর্ট যদি ঠিক

BANGLAPDF.NET

হয় তাহলে লাভবার্ড ছেড়ে চলে এলেও আগরওয়াল নাকি লেবার য়ুনিয়নকে কিনে রেখেছে। পিছন থেকে সে এখনো কলকাঠি নেড়ে চলেছে। এই লোকটির মুখোমুখি হতে হবে নিশ্চয়ই কখনো। ভালই হল দেখা পেয়ে।

বিকেল চারটের আগেই লাভবার্ড-এর কাছাকাছি এসে গেল শিবাজী। বিকেলের ছায়া এখনও ঘন হয়নি। হুইস্কি পেটে পড়ায় শরীরটা বেশ চাঙ্গা লাগছে। এতক্ষণে তার থানায় যাওয়ার কথা খেয়াল হল। রিপোর্টে বলেছে, শ্রমিকেরা নাকি প্রচণ্ড খেপে আছে, তাদের খেপিয়ে দেওয়া হয়েছে। অতএব সঙ্গে পুলিস নিয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু এখানে এসে মত পাল্টালো শিবাজী। পুলিস সঙ্গে নিয়ে কদিন চা-বাগানের মত জায়গায় থাকা যায়? প্রথম থেকেই শ্রমিকদের শত্রু করে দিয়ে কোন লাভ নেই। যা কিছু বোঝাপড়া একা একাই করতে হবে। থানায় যাবে না সে।

BANGLAPDF.NET

ন্যাশনাল হাইওয়ে থেকে একটা সরু পিচের রাস্তায় ঢুকতেই লাভবার্ড শুরু হল। বাগানের থেকে গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল শিবাজী। কোনদিন এখানে কাজ হয়েছে বলে মনে হয় না। প্রায় জঙ্গল হয়ে রয়েছে বাগানটা। শেড ট্রীও চোখে পড়ছে না। নিঃশব্দে ড্রাইভ করতে লাগল সে। অযত্ন শব্দটাকে চাগাছগুলোর শরীরে কেউ যেন খোদাই করে দিয়েছে। যাতায়াতের সাদা নুড়ি বিছানো পথে ঘাস গজিয়েছে, ইদানীং বোধহয় এটা ব্যবহৃত হয় না। পাখির ডাক এবং ঝিঁঝির একটানা শব্দ ছাড়া আর কোন প্রাণের অস্তিত্ব নেই। নিঃশব্দে গাড়িটাকে বাগানের মধ্যে দিয়ে নিয়ে এল সে। হঠাৎ একটা বাঁক ঘুরতেই ফ্যাক্টরির ছাদ চোখে পড়ল। মাঝে মাঝে আরও ছোট দু-একটা বাড়ি যাদের মাথার চাল খোলা, কারো দরজা জানলা নেই। চট করে পদচিহ্ন গ্রামের বর্ণনা চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

শিবাজী গাড়ি থামিয়ে চারপাশে সতর্ক চোখে দেখে নিল। এত চুপচাপ ভগ্নদশা চারধারে যে ওর অস্বস্তি শুরু হল। শিবাজীর হাত চট করে সামনের খোপে রাখা হুইস্কির বোতলটায় চলে গেল। দ্রুত ছিপি খুলে সে এক ঢোক মুখে পুরতেই কিছুটা সহজ হল। এখনও তার কাঁচা মদ গিললে গলা জ্বলে। কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে সামান্য ধাতস্থ হয়ে সে দরজা খুলে নিচে নামল। না, একটাও লোক নেই, এতবড় ফ্যাক্টরি এলাকা খাঁ খাঁ করছে। লম্বা লম্বা পা ফেলে শিবাজী ফ্যাক্টরির দরজায় পৌঁছে দেখল সেখানে দুটো তালা ঝুলছে। একটা

Banglapdf.net Exclusive!

বিশাল অন্যটা ছোট। ছোটটা নিশ্চয়ই কোম্পানি থেকে দেয়নি। অর্থাৎ সাধারণ শ্রমিকদের পরিচালিত করতে বেশ বুদ্ধি ব্যয় হচ্ছে। হাসপাতাল বলে সামনের বাড়িটাকে চিনতে পারল সে। এখানে একটা টেবিল চেয়ারও অবশিষ্ট নেই। শিবাজী আবার গাড়িতে এসে উঠল।

ফ্যাক্টরি ছাড়িয়ে আসতেই একটা ছোট্ট নদীর শব্দ কানে এল। দুপাশে সিমেন্টের বাঁধ দিয়ে নিচে নদীর শরীর চেপে বেগ বাড়ানো হয়েছে। নদীটা ফ্যাক্টরির গা ছুঁয়ে নিচে নেমে গেছে। সাঁকো ডিঙিয়ে সে আর একটু এগোতেই পাশাপাশি দুটো বাংলো দেখতে পেল। বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয় এ দুটো ম্যানেজারদের বাংলো। একটির গেট হাট করে খোলা, লন পেরিয়ে বাংলোর দরজা আঁট করে বন্ধ। পাশেরটিতে কাউকে দেখা যাচ্ছিল না বটে তবে মনে হয় কেউ এখানে থাকে। এবং তখনই শিবাজীর মনে পড়ে গেল, মিসেস সোম এই বাগানে এখনও স্বামীর প্রতীক্ষায় রয়েছেন। এটা যদি ম্যানেজারের বাংলো হয় তাহলে তাঁর তো এখানেই থাকার কথা। গাড়ি থেকে নেমে ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা করার চিন্তাটাকে সে তৎক্ষণাৎ বাতিল করল। না, এই বাগান সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল না হয়ে ওঁর সঙ্গে কথা বলতে যাওয়া ঠিক নয়। তাছাড়া মহিলা তাকে কিভাবে নেবেন তাও বোঝা যাচ্ছে না। উনি যদি মনে করেন স্বামী জীবিত তাহলে ম্যানেজার হিসেবে ওর আসাটাকে উনি ভাল চোখে নাও দেখতে পারেন। গাড়িটাকে সেখানেই পার্ক করে শিবাজী চাবি দিয়ে পথে নামল। একটু ঘুরে ফিরে চারধার দেখা যাক।

নদীর পাশ দিয়ে একটা মাটির পথ চলে গেছে। দু পাশে দেওদার গাছের ছাউনি। বিকেল পেরিয়ে চলেছে। রোদের শরীরে ছায়া মিশছে। শিবাজী একটি মানুষের খোঁজে হাঁটছিল যার সঙ্গে কথা বলা যায়। রিপোর্টটি কি ভুল? এই চা-বাগানের শ্রমিকরা যদি ক্ষিপ্ত হয়ে থাকে তবে তারা গেল কোথায়? হাঁটতে হাঁটতে সে কুলিলাইনের সামনে এসে দাঁড়াল। আশ্চর্য ব্যাপার, গরু ছাগল মুরগি পর্যন্ত নেই। শ্মশানের মত খাঁ খাঁ করছে চারধার। আর একটু এগোতেই সে বিরাট অশ্বত্থ গাছের দেখা পেল। অজস্র ডালপালা মাটিতে নামিয়ে বুড়ো গাছটা ঝিম্ মেরে রয়েছে। তার কাছে যেতেই সে চমকে উঠল। গাছের নিচে মোটা শেকড়ের ওপর একটা লোক বসে আছে। লোকটাকে মানুষ বলে চিনতে খুব কষ্ট হয়। সমস্ত দেহে মাংস বলতে কিছু নেই, হাড়ের খাঁচার ওপর চামড়া টাঙানো। চোখ দুটো কোটরে ঢুকে কোনরকমে আটকে রয়েছে। লোকটা ওকে দেখে একটা হাত কপালে ঠেকিয়ে বলল, 'সেলাম বড়সাব।' তারপর উঠে মুখ নামিয়ে হাত জোড় করে দাঁড়াল।

লোকটার দিকে তাকিয়ে কষ্ট হল শিবাজীর। এই সময় তার শরীরে আবার অস্বস্তি শুরু হল। আঃ বোতলটাকে ফেলে আসাটা প্রচণ্ড ভুল হয়ে গেছে!

সে জিজ্ঞাসা করল, 'বসো, তোমাকে উঠতে হবে না।'

Banglapdf.net Exclusive!

লোকটা যেন খুব অবাক হল। তার মুখ থেকে অসাড়ে বেরিয়ে এল, 'সাব্।'

'তোমার নাম কি?'

'শুকরা! হাম সাত দিন নেহি খায়া সাব্।' বলে লোকটা ডুকরে কেঁদে উঠল। ওর বুকের খাঁচাটা কাপতে লাগল। শিবাজী লক্ষ্য করল একে যতটা বৃদ্ধ দেখাচ্ছে ততটা বৃদ্ধ এ নয়। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আর সব লোক কোথায়?'

লোকটা কান্না সামলে কথা বলতে পারছিল না। যতবার মুখ খুলছে ততবার শরীর কাঁপিয়ে কান্না আসছে। হঠাৎ শিবাজীর খেয়াল হল এত কান্না সত্ত্বেও লোকটার চোখ থেকে একফোঁটাও জল পড়ছে না। অথচ ওর কান্নাটা অভিনয় নয়, শরীরের সমস্ত জল শুকিয়ে গিয়েছে নাকি। এই সময় শিবাজী সচকিত হল। ওর পেছনে আরও মানুষের পায়ের শব্দ। সে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল আশে-পাশের কুঁড়ে থেকে কঙ্কালসার মানুষের মিছিল বেরিয়ে আসছে। শীর্ণ অর্ধ-উলঙ্গ বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এবং শিশুরা ওর দিকে ভয়ে ভয়ে এগোচ্ছে। ক্রমশ ওরা তাকে ঘিরে দাঁড়াল। তারপর সমস্বরে চিৎকার উঠল, 'ভুখা হ্যায় সাব্, খানে দেও।' শিবাজীর সারা শরীরে কাঁপুনি এল। লোকগুলো কাঠির মত হাত বাড়িয়ে ধরেছে সামনে। সে দ্রুত অশ্বত্থ গাছের মোটা শেকড়ের ওপরে উঠে দাঁড়াল। অন্তত পঞ্চাশজন মানুষ সামনে কিন্তু একটিও কমবয়সী অথবা যুবক-যুবতী নেই। সে হাত তুলে ওদের থামাতে চাইল। চিৎকারটা যেহেতু কান্নায় মেশানো তাই ওদের শান্ত হতে সময় লাগল। এখনও অন্ধকার নামেনি পৃথিবীর শরীরে, কিন্তু মুখ তুলতেই শিবাজীর অস্বস্তি হল। এই শীর্ণ কঙ্কালসার মানুষগুলোর মাথা ডিঙিয়ে নীল আকাশের গায়ে ক্যাটকেটে সাদা চাঁদ লাফ দিয়ে উঠে বসল যেন।

সেদিক থেকে মুখ নামিয়ে শিবাজী চকচকে চোখগুলোর দিকে তাকাল। তার পর হিন্দীতে চিৎকার করে বলল, 'তোমরা অনেক কষ্ট করেছ কিন্তু আমি তোমাদের কথা দিচ্ছি এবার তোমাদের কষ্টের দিন শেষ হয়েছে। আজ থেকে আমি এই চা-বাগানের ম্যানেজারের দায়িত্ব নিয়েছি। আমার কাজ তোমাদের ভালমন্দ দেখা এবং আমিও আশা করব তোমরা আমার পাশে থাকবে। যা হোক, তোমাদের মধ্যে যারা একটু সক্ষম তারা আমার কাছে এসো আমি তোমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করছি।'

সঙ্গে সঙ্গে লোকগুলোর মধ্যে শোরগোল পড়ে গেল। নিজেদের মধ্যে অনেকটা চেঁচামেচি করে চারজন প্রৌঢ় এগিয়ে এল। শিবাজী বলল, 'এখানে চাল-ডালের দোকান কোথায়?'

'বাজারমে সাব।'

শিবাজী পার্স খুলে একটা একশো টাকার নোট বের করে বলল, 'এইটে নিয়ে বাজারে যাও। চাল ডাল কিনে এনে খিচুড়ি তৈরী করে সবাইকে খেতে দাও। তোমাদের সর্দার কে?'

দুজন বৃদ্ধ একসঙ্গে হাত তুলল দূরে দাঁড়িয়ে। শিবাজী জানে, চা-বাগানের

Banglapdf.net Exclusive!

কাজের সময় এক-একটা দলের একজন করে সর্দার থাকে এবং তারা একসঙ্গে কুলি-লাইনে থাকতেও পারে। সে সর্দারদের বলল, 'তোমরা দেখাশুনা করবে যাতে এই লাইনের সবাই খাবার পায়।' তারপর একটু থেমে সতর্ক ভঙ্গীতে সে জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে যারা আছে তাদের মধ্যে কেউ য়ুনিয়নের কাজকর্ম করে?'

সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে শুরু করল কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। শিবাজী আবার বলল, 'আমার সঙ্গে কারো শত্রুতা নেই। তোমরা যদি কেউ য়ুনিয়নের মেম্বার হও তাহলে স্বচ্ছন্দে আমাকে বলতে পারো।'

সামনে দাঁড়ানো চার প্রৌঢ়ের একজন বলল, 'উনলোক ইহাঁ নেহি হ্যায় সাব্।' শিবাজী মাথা নাড়ল। তারপর বলল, 'আমি এখন বাংলোয় ফিরে যাচ্ছি। তোমরা চা-বাগানের সমস্ত লোককে বাংলোর সামনে কাল সকাল ন'টায় আসতে বলবে। খবরটা আজ রাত্রেই যেন সবাই পায়।'

শিবাজী আর দাঁড়াল না। হন হন করে হাঁটতে লাগল যে পথ দিয়ে এখানে এসেছিল। এই মানুষগুলোর শরীর, চাহনি থেকে দূরে সরে যেতে চাইছিল যেন।

ঝুপ করে সন্ধ্যে নামতেই চাঁদের গায়ে আলো জ্বলে উঠল। সেই নির্জন পথে হাঁটতে হাঁটতে শিবাজী বুঝতে পারছিল না সমস্ত চা-বাগানটাতেই এত রকম মানুষেরা ছড়িয়ে রয়েছে কিনা। সাধারণ আট-দশটি এলাকার শ্রমিকরা দলবন্ধ হয়ে থাকে। এলাকাগুলোকে বলে লাইন। একটা লাইনের যদি এই অবস্থা হয় অন্য লাইনে তা থেকে আলাদা হতে পারে না। এই মানুষগুলোকে কাজে ফিরিয়ে আনা মুশকিল হবে। সে নিজে এগিয়ে গিয়ে য়ুনিয়নের সঙ্গে আলোচনায় বসবে না, ওদের জন্যে অপেক্ষা করবে।

ফিনফিনে জ্যোৎস্নায় হাঁটতে হাঁটতে শিবাজীর খেয়াল হল রাতটার কথা। যে খালি বাংলো আসবার সময় সে দেখে এসেছে সেটা বাসযোগ্য আছে কিনা কে জানে! যদি না থাকে তাহলে এখনই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে। লাভবার্ডের আশেপাশে কোন হোটেল নেই, কোন ডাকবাংলো খুঁজে নিতে হবে। আর একটু এগোতেই মনে হল কেউ বা কারা যেন তার পেছনে আসছে। সে মুখ ঘুরিয়ে কাউকে দেখতে পেল না। কিন্তু সন্দেহটা বদ্ধমূল হল আরো কয়েক পা হেঁটে। এবার পেছনে নয়, পাশে। ওদিকটায় বুনো জঙ্গলে ছেয়ে আছে। মানুষ হাঁটলেও দেখা যাবে না। লাভবার্ড যতই শ্মশান হোক নিশ্চয়ই এখানে বন্য জন্তু আসবে না। শিবাজী স্বাভাবিক ভঙ্গীতে চলবার ভান করে আচম্বিতে সরে গিয়ে ডানদিকের জঙ্গলের ডালপালা সরাতেই মেয়েটিকে দেখতে পেল। সাদা শাড়ি পরা মদেসিয়া মেয়ে। ধরা পড়ে বিব্রত চোখে খানিক তাকিয়ে দৌড়ে গেল সামনের দিকে। তারপর জঙ্গল ছেড়ে রাস্তায় উঠে সোজা ছুটতে লাগল। শিবাজী দুটো কারণে আরও বিস্মিত হল। এই মেয়েটি কেন তাকে অনুসরণ করবে? এরা কখনোই ব্যক্তিগত অসৎ উদ্দেশ্যে অপরিচিত পুরুষের পিছু ধাওয়া করে না। দ্বিতীয়ত, মেয়েটির পোশাক, এবং স্বাস্থ্য ওই কুলি-লাইনের মানুষের মত নয়।

Banglapdf.net Exclusive!

এত অভাবের মধ্যে থেকেও ও কি করে ব্যতিক্রম রইল !

একটু অন্যমনস্ক হয়েছিল শিবাজী ; কখন গাড়ির কাছে এসে পৌঁছেছে বুঝতে পারেনি। গাড়িটাকে দেখে মনটা প্রফুল্ল হল। তারপর সে পাশাপাশি দাঁড়ানো দুটো বাংলোর দিকে তাকাল। একটা কাচে আলোর প্রতিফলন, অন্যটা আবছা অন্ধকারে মাখামাখি। সে দ্বিতীয়টির গেট পেরিয়ে ঢুকল। ছ-মাসের মধ্যে এখানে মানুষ বাস করেছে কিনা সন্দেহ। শিবাজী লন পেরিয়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল। বারান্দায় শুকনো পাতা এবং ময়লা ছড়ানো। বাঁ দিকের প্রথম ঘরটা খুলতেই বোঁটকা গন্ধ নাকে এল। শিবাজীর আফসোস হল, টর্চটা সে গাড়িতেই ফেলে এসেছে। ও ঠিক করল এখানেই থাকবে। সঙ্গে কিছু খাবার আছে তাই দিয়ে রাতটা কাটিয়ে দেওয়া যাবে।

গাড়িতে ফিরে এসে জিনিসপত্রগুলো সে বাংলোয় নিয়ে এল। তারপর টর্চ জেবলে ঘরে ঢুকেই চমকে গেল। ওটা কি ? ছোট্ট একটা জন্তু ঘরের কোণায় মরে পড়ে আছে। তার শরীর পচে গেলেও ওটা যে কুকুর তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। শিবাজী ছিটকে বেরিয়ে এল ঘর ছেড়ে। একটা লোমওয়ালা কুকুর চুপচাপ এই ঘরে এসে মরে পড়ে থাকতে পারে না, নিশ্চয়ই কেউ ওটাকে মেরে এখানে ফেলে রেখে গেছে। গন্ধটা থেকে বাঁচবার জন্যেই সে আবার দরজাটা শক্ত করে বন্ধ করে দিল। তারপর পাশের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালো। না, এটায় কোন গন্ধ নেই। শুধু একটা স্প্রিং-এর খাট এবং ছেঁড়া গদি ছাড়া কোন আসবাবও নেই। জিনিসপত্রগুলো ঘরের মধ্যে এনে সে দরজাটা দেখে নিল, হ্যাঁ, ছিটকিনিটা অটুট আছে। প্রথমে জানলা দুটো খুলে দিতেই ঘরের অন্ধকার চলে গেল। সুন্দর জ্যোৎস্না এসে পড়ল ঘরের ভেতরে। সুটকেশ খুলে দুটো মোটা চাদর বের বের করে সে খাটের ওপর পেতে দিল। আর তখনি মনে হলো আজকের জন্যে অনেক হয়েছে, আর নয়। এবার একটু পেটে না দিলেই নয়।

ভূটানের হুইস্কি কাঁচাই খেয়ে নিল সে অনেকটা। গত তিন মাসে আজই অনেকটা সময় মদ ছাড়া গেল। কথাটা ভাবতেই হাসি পেল। টি. কে. সেন কিছু বলেননি, কিন্তু শর্মা তাকে বলেছিল যেন এই সময় ড্রিঙ্কটা না করে। তাকে নাকি এখন মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। এরকম একটা শ্মশানে এসে ড্রিঙ্কস ছাড়া কোন মানুষের মাথা ঠাণ্ডা থাকে কিনা তার জানা নেই। কিন্তু বোতলটা খুব শীগগিরই শেষ হয়ে যাবে। ইদানীং হাঁড়িয়া খাওয়ার অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। তাই সঙ্গে আর কোন স্টক নেই। ব্যাপারটা ভাবতেই অস্বস্তি শুরু হল। এই লোকগুলো ভাত খায় না যখন তখন নিশ্চয়ই হাঁড়িয়াও বানায় না। শিবাজী বোতলের অবশিষ্ট অংশের দিকে তাকিয়ে মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগল যাতে তার চোখে ওটা ফুরোবার আগে ঘুম আসে। কয়েক মাস আগে ঘুম তাকে ছেড়ে গিয়েছিল। এই তরল পদার্থটি তা ফিরিয়ে দিয়েছে। মদ কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করে না। যদি করে তাহলে জীবনটি সঙ্গে নিয়ে যায়, সে বড় স্বস্তির !

Banglapdf.net Exclusive!

কামাকাপড় খোলেনি, পায়ে জুতো, বিছানায় হেলান দিয়ে পড়েছিল শিবাজী। এবার একটু ঘুম লাগছে। হুইস্কির বোতল শেষ। হঠাৎ তার মনে হল দরজায় যেন শব্দ হল। কেউ খুব মৃদু আঘাত করছে। প্রথমে সে ওটাকে মনের ভুল বলে উড়িয়ে দিয়ে আবার চোখ বন্ধ করেছিল। কিন্তু তারপরেই নারীকণ্ঠ শুনতে পেল। খুব চাপা গলায় কেউ ডাকছে, 'সাব্, সাব্।'

নেশাটা অতিদ্রুত পাতলা হয়ে যেতে লাগল শিবাজীর। সে তড়াক করে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে টলে গেল। কোনরকমে খাট ধরে নিজেকে সামলে সে দরজাটা হাতড়ে খুলল। এখন ঘরের মধ্যে জ্যোৎস্না নেই, চাঁদ সরে গেছে কখন। দরজা খুলতেই মেয়েটাকে চোখে পড়ল। সাদা শাড়ি, সাদা ব্লাউজ, মুখ নিচের দিকে নামানো, হাতে কাপড়ে ঢাকা থালা।

শিবাজী জড়ানো গলায় বলল, 'কে তুমি? কি চাই?'

গলা শুনে মেয়েটা যেন একটু ভয় পেল। তারপর কোন রকমে থালাটা এগিয়ে ধরল, 'মেমসাব খানা ভেজা।'

'মেমসাব? কে মেমসাব?'

'ওহি কুঠিমে হ্যায়।'

'কি আছে ওতে?'

'খানা। রোটি আউর সবজি।'

হাত নাড়ল শিবাজী। যেন শূন্যে মাখন কাটল, 'নেহি চাহিয়ে। আমি আজ রাত্রে কিছু খাব না। যাও।' দরজা বন্ধ করে দিতে গিয়ে তার হঠাৎ খেয়াল হল। মেয়েটি তখনও দাঁড়িয়েছিল পাথরের মত। সে কপাটে হাত রেখে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার মেমসাহেব একা থাকেন?'

'হ্যাঁ। হাম আউর মেমসাব। আপ খানা নেহি খায়েগা?'

'বললাম তো না!' চিৎকার করে উঠতে গিয়েও সামলে নিল শিবাজী। গায়ে পড়ে ওদের অতিথি সেবা করতে কে মাথার দিব্যি দিয়েছে। তারপরই সে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি এই বাগানে থাকো?'

'হ্যাঁ'। বলে মেয়েটি আর দাঁড়াল না। বারান্দা দিয়ে এগিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে মিলিয়ে গেল। ঘরে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল শিবাজীর। খামোকা তাকে ডেকে নেশাটার বারোটা বাজিয়ে দিয়ে গেল মেয়েটা। নিশ্চয়ই মিসেস সোম পাঠিয়েছেন ওকে। কিন্তু ভদ্রমহিলা ওর অস্তিত্ব টের পেলেন কি করে? তার মনে পড়ল ওই মেয়েটি তাকে অনুসরণ করেছিল। তার মানে, সে গাড়ি থেকে নেমে যখন কুলি লাইনের দিকে গিয়েছিল, তখনই মিসেস সোম তাকে দেখতে পেয়ে ওই মেয়েটিকে পাঠিয়েছিলেন খোঁজ-খবর নিতে। কুলিদের কাছে কি সে বলেছিল তার পদের কথা? মনে পড়ছে না। বলে থাকলে এই মেয়েটি নিশ্চয়ই সেকথা শুনে এসেছে, ওর মেমসাহেবকে বলেছে। তাই এই খাতির। কোন কারণ নেই, তবু এই মুহূর্তে শিবাজী ওই ভদ্রমহিলার ওপর ক্ষিপ্ত হল। নেশার সময় সে

BANGLAPDF.NET

কোন বাধা সহ্য করতে পারে না। টলতে টলতে টর্চ কুড়িয়ে সে পাশের দরজা খুলল। ওটা নিশ্চয়ই বাথরুম। কিন্তু জায়গাটা মরুভূমির চেয়েও শুকনো। এই সময় বাথরুমের পেছনে খুব দ্রুত পায়ের শব্দ উঠল। আর তারপরেই জমাদার আসার দরজায় দ্রুত করাঘাত হল। আবার কে এল? সে দরজা খুলবে না ঠিক করতেই মেয়েটির চাপা এবং ব্যস্ত গলা শুনতে পেল, 'সাব্, সাব্, জলদি খুলিয়ে।'

একটু অবাক হয়েই দরজাটা অনেক কষ্টে খুলল শিবাজী। মেয়েটি সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে তখনও হাঁপাচ্ছে। ওকে দেখেই বলল, 'জলদি নিকালিয়ে সাব্, উনলোক আতা হ্যায়। জলদি আইয়ে।'

'কারা আসছে?'

'পিছে বাত করিয়ে।' বলে মেয়েটি বাথরুমে ঢুকে পড়ল। তারপর তার ঘরে গিয়ে সুটকেশটা তুলে নিল এক হাতে, অন্য হাতে চাদর। ওর ভাবভঙ্গীতে একটি ভীত হরিণের ছন্দ। মেয়েটি যেন তাকে ঠেলেই সিঁড়ি দিয়ে নিচের মাটিতে নামল। তারপর দৌড়ে বাংলোর পেছনে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। কি ব্যাপার বুঝতে না পেরে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল শিবাজী। কিন্তু হঠাৎই ওর মনে হল মেয়েটা চোর নয় তো! তাকে খাবার দিয়ে নিজেকে ভাল প্রতিপন্ন করে এখন সুটকেশ নিয়ে পালাচ্ছে বোধ হয়। সে টলতে টলতে দৌড়ে পেছনের জঙ্গলে ঢুকে পড়তেই লজ্জা পেল। মেয়েটি তখনও তারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। চোর হলে হাওয়া হয়ে যাওয়ার অনেকক্ষণ সময় পেত।

অনুমান মিথ্যে হওয়ায় সে রাগত গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে?'

মেয়েটি নিঃশব্দে ঠোঁটে আঙুল দিল। তারপর মুখ বাড়িয়ে বাংলোটাকে দেখে নিয়ে বলল, 'চার আদমি আপকো লিয়ে আয়া হ্যায়।'

'আমার জন্যে? কেন?'

মেয়েটি এবার যা বলল তাতে সত্যি অবাক হয়ে গেল শিবাজী। খাবার ফেরত নিয়ে সে যখন গেটের কাছে পৌঁছেছে তখন দুটো লোককে দেখতে পায়। ওরা নিচু গলায় কথা বলছিল, ওদের হুকুম আছে যে সাহেব আসবে তাকেই যেন খতম করে দেওয়া হয়, আর একজন বলল, একটু অপেক্ষা করা যাক। এই সাহেবটার গায়ে বেশ শক্তি আছে মনে হয়। ওদের দুই সঙ্গী এসে গেলে একসঙ্গে ঢুকবে। এমনভাবে করতে হবে যাতে কেউ টের না পায়। একথা শুনে মেয়েটি আর গেট দিয়ে না বেরিয়ে খাবারের থালা লনের ঝোপের মধ্যে রেখে পেছন দিকে চলে এসেছে। সামনের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে সাহস পায়নি যদি ওরা দেখে ফেলে তাই। সাহেবের এই রাত্রে আর বাংলোয় ফিরে যাওয়া উচিত হবে না! এবং ওখানে ওরা সাহেবকে না পেলে নিশ্চয়ই এখানে খুঁজতে আসবে। সেক্ষেত্রে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে চলে যাওয়া মঙ্গল।

শিবাজীর সমস্ত ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল। তাকে কে খুন করতে

Banglapdf.net Exclusive!

চাইবে ? সে যে এসেছে এখানে তাই বা এত দ্রুত রটে গেল কি করে ? কিছুই বুঝতে পারছিল না শিবাজী। নিশ্চয়ই য়ুনিয়ন থেকে এরকম সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। তাহলে ?

সে মুখ বাড়িয়ে দেখতে চেষ্টা করল। বাংলোর পাশ দিয়ে অনেক দূরের গেটের মুখটা দেখা যাচ্ছে। এমন কি তার গাড়িটাও। এই সময়ে তার চোখে চারটে মূর্তি ধরা পড়ল। গেট পেরিয়ে ওরা লনে ঢুকতেই বাংলোর আড়ালে হারিয়ে গেল। তার মানে সমস্ত ব্যাপারটাই সত্যি।

মেয়েটি ততক্ষণে আবার মাটিতে রাখা স্যুটকেশ তুলে নিয়েছে, 'সাব্।' হঠাৎ শিবাজীর মনে হল এই মেয়েটি খামোকাই তার জন্যে নিজেকে বিপদে জড়াচ্ছে। এর চেয়ে কোনমতে যদি সে গাড়িটার কাছে পৌঁছাতে পারত। কিন্তু যেতে হলে ওদের সামনে দিয়েই যেতে হবে। তার পক্ষে কি ওই চারটে লোকের সঙ্গে লড়াই করা সম্ভব ? পেটে যদি হুইস্কি না পড়ত তাহলে একবার চেষ্টা করা যেত। এই প্রথম মদ খাওয়ার জন্যে তার আফসোস হল। মেয়েটি ততক্ষণে আর একটু দূরে সরে দাঁড়িয়েছে। আর কিছু ভেবে পেল না শিবাজী। চুপচাপ ওকে অনুসরণ করল। দৌড়ে যাচ্ছে মেয়েটি গাছপালা এড়িয়ে। তাল রাখতে অসুবিধে হচ্ছিল শিবাজীর। মিনিট দশেক পরে ওরা চা-বাগানের অনেক গভীরে চলে এল। গাছগুলো এখানে প্রায় কাঁধ ছুঁয়েছে। এখানে বসে পড়লে কারো পক্ষে খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। বিরাট এলাকা জুড়ে নতুন গালচের মতন চা-বাগানের ওপর চাঁদ গলে গলে পড়ছে। মেয়েটি একটু পরিষ্কার জায়গা বেছে নিয়ে চাদরটা পেতে তার ওপর স্যুটকেশটা রাখল।

শিবাজী বেশ কৃতজ্ঞ গলায় বলল, 'তুমি এবার যাও। হয়তো ওরা তোমাদের বাংলোয় যেতে পারে।'

মেয়েটি মাথা নাড়ল। তারপর হিন্দীতে বলল, 'এখানে আপনাকে কেউ খুঁজে পাবে না। আপনি সকালের আগে উঠে দাঁড়াবেন না। খুব মশা আছে, কষ্ট হবে, কিন্তু কিছু করার নেই।' বলে নিঃশব্দে চা-গাছের আড়ালে হারিয়ে গেল। এতদূর ছুটে এসে ভীষণ ক্লান্ত লাগল শিবাজীর। এইভাবে চা-গাছের বনে তাকে আত্মগোপন করতে হবে কখনো চিন্তাও করেনি। তবে মেয়েটির জন্যে হয়তো আজ প্রাণ বেঁচে গেল। কেন বাঁচালো মেয়েটি ?

কিছুক্ষণের মধ্যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল শিবাজী। মশা তো বটেই, চা-গাছের শরীর থেকে ঝাঁক ঝাঁক পোকামাকড় বেরিয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। অথচ এখান থেকে বাইরে বের হবার কোন উপায় নেই। এবার শিবাজীর অন্যরকম আফসোস হল। এখন যদি পর্যাপ্ত হাঁড়িয়া কিংবা হুইস্কি থাকতো তাহলে এই পোকামাকড়গুলো সে স্বচ্ছন্দে উপেক্ষা করতে পারত। মদের কথা মনে হতেই ওর শরীর আইঢাই করতে লাগল। এবং শেষ পর্যন্ত সে গুঁড়ি মেরে হেঁটে চা-বাগান থেকে বেরিয়ে এল। স্যুটকেস কিংবা চাদরের কথা এই মুহূর্তে তার খেয়ালে

Banglapdf.net Exclusive!

রইল না।

সুন-সান চারধার। শুধু ঝিঁঝির ডাক ছাড়া কোন শব্দ নেই। শিবাজী প্রায় নিঃশব্দ পায়ে রাস্তায় নামল। কোন মানুষের চিহ্ন নেই কোথাও, ওরা তাহলে তাকে খুঁজতে এদিকে আসেনি। সে জঙ্গল পেরিয়ে আবার বাংলোর কাছে চলে আসতেই স্থির হল। একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে বাংলোর নিচে। চাঁদের আলো কমে যাওয়ায় লোকটির মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। নিজেকে আড়ালে রেখে শিবাজী লোকটিকে লক্ষ্য করল। খুব স্বাস্থ্যবান নয় কিন্তু দুর্বলও মনে হচ্ছে না। ওই অনাহারী মানুষগুলোর সঙ্গে নিশ্চয়ই এ বাস করে না। এরপরেই চাপা গলায় কথা বলতে বলতে তিনজন লোক ফিরে এল। ওদের মধ্যে একজন বেশ উত্তেজিত কারণ সে খুব হাত পা নাড়ছিল। শিবাজী আড়ালে আড়ালে আর একটু কাছে এগোতেই ওদের গলা শুনতে পেল। উত্তেজিত লোকটা বলছিল, 'পুরো এলাকা খুঁজে এলাম কিন্তু কোথাও পেলাম না। মালিক বিশ্বাস করবে এই কথা?'

দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা জিজ্ঞাসা করল, 'মেমসাহেবের বাংলো দেখেছিস?'

'হ্যাঁ! ওখানে ও যায়নি। মেমসাহেবের ঘর ছাড়া সবকটা ঘর দেখেছি।'

'মেমসাহেবের ঘরেও থাকতে পারে।'

'এ শালা এক নম্বরের গাধা। যে মেয়েমানুষ স্বামীর জন্যে বসে আছে সব ছেড়ে সে অন্য পুরুষকে ঘরে ঢোকাবে?'

'কিন্তু যাবে কোথায়? আমরা এখানে আসার আগে ও বাংলোয় ছিল, পেছনের দরজা খোলা। ও কি করে টের পেল যে আমরা আসছি? কেউ নিশ্চয়ই বেইমানি করেছে।'

'ওসব কথা ভেবে কোন লাভ নেই। এখানে দাঁড়িয়ে কি হবে, চল ফিরে যাই, বড্ড ঘুম পাচ্ছে।'

'মালিককে কি বলবি?'

'বলব বাংলোয় ছিল না।'

'কিন্তু গাড়িটা? ওটা তো এখানেই রয়েছে, মালিক বিশ্বাস করবে?'

'আরে মালিক তো দেখতে আসছে না। আমরা যা দেখাবো মালিক তাই দেখবে। তাছাড়া লোকটা যাবে কোথায়? এখানে থাকলে আজ নয় কাল সুযোগ পাবই।'

নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে ওরা গেট থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর একজন একটু ঝুঁকে গাড়ির পেছনের চাকার হাওয়া খুলে দিল। দিয়ে অন্ধকারে হারিয়ে গেল। প্রায় পনের মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল শিবাজী। আজ রাত্রে ওরা আর ফিরে আসবে বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু মালিকটি কে? সে চাইছে না কেউ এখানে ম্যানেজার হয়ে আসুক। তার প্রথম কাজ হবে এই লোকটিকে খুঁজে বের করা। মালিকের সঙ্গে মোকাবিলা না করলে এই চা-বাগানে থাকা যাবে না বোঝা যাচ্ছে।

Banglapdf.net Exclusive!

সতর্ক পায়ে গেটের কাছে এসে দাঁড়াল শিবাজী। এই নির্জন রাতের আকাশে এখন ঘোর লেগেছে। তারাগুলো অনেকটা নিচে নেমে এসেছে। না, ওরা সত্যি চলে গেছে। ঘাড় ঘুরিয়ে লনটা দেখতে গিয়ে ওর চোখ ছোট হয়ে এল। সে দ্রুত একটা গাছের নিচে গিয়ে হাত বাড়িয়ে থালাটা তুলে নিল। ঢাকাটা সরাতে কয়েকটা রুটি আর আলুর তরকারি দেখতে পেল। মেয়েটি তাহলে এখানেই রেখে গিয়েছিল এটাকে! এবং এই খাদ্যদ্রব্যটি দেখামাত্র শিবাজীর প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গেল। অথচ দুটো রুটি খাওয়ার পর তার আর সেই ইচ্ছেটা রইল না। এখন একটু বিশ্রাম দরকার। বাংলোয় ফিরে গিয়ে শুয়ে পড়া যাক, কারণ মনে হয় ওরা আজ আসবে না। কিন্তু শিবাজীর খেয়াল হল স্যুটকেস এবং চাদর চা-বাগানের মধ্যে পড়ে আছে। অতএব বাংলোতে যাওয়া অর্থহীন। অথচ এই রাত্রে খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়েও থাকা যায় না। এই সময় তার নজর গেল গাড়িটার দিকে। পেছনের চাকা বসে গিয়ে গাড়িটা বেঁকে রয়েছে। সে থালা বাটি গাছের তলায় রেখে গাড়িটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর পকেট থেকে চাবি বের করে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে লক করে দিল। চমৎকার! এখানে অন্তত মশা ঢুকবে না। আর ওরা যদি ফিরেও আসে তাহলে হয়তো গাড়ির মধ্যে উঁকি না-ও দিতে পারে। আর বেশী ভাবতে পারছিল না সে। পেছনের লম্বা সিটে শরীরটাকে এলিয়ে দিতেই চোখ বন্ধ হয়ে এল। অনেক অনেক দিন বাদে মদের প্রতিক্রিয়া ছাড়া শুধু ক্লান্তি তার চোখে ঘুম এনে দিল। তখন সেই শ্মশান হতে চলা চা-বাগানের ওপর ঢলে পড়া চাঁদ আর আলো ছড়াতে পারছিল না। পৃথিবীর শরীর থেকে একটা গভীর অন্ধকার চুঁইয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল চারধারে। ঠিক সেই সময় পাশের বাংলোর জানলা খুলে গেল। নির্ঘুম রাত কাটানো একটা রমণীর মুখ জানলায়, নীরক্ত গাছের মত স্থির।

রোদ কড়া হবার পর ঘুম ভাঙল শিবাজীর। ভাঙতেই সেই লোকগুলোর কথা মনে পড়ে যাওয়ায় তড়াক করে উঠে বসল সে। হাত ঘড়িতে এখন সবে সাতটা কিন্তু মনে হচ্ছে প্রচুর বেলা হয়ে গেছে। চারধারে মানুষের অস্তিত্ব নেই। গাড়ি থেকে নেমে সে বাংলোয় ঢুকল। চারধারে ময়লা এবং অগোছালো অবস্থা। অন্যমনস্ক হয়ে সে বাংলোয় উঠে এসে ঘরের দরজায় দাঁড়াতেই চমকে উঠল। পরিষ্কার করে বিছানা পাতা, স্যুটকেসটা একটা টেবিলের ওপরে সযত্নে রাখা। ঘরে ঢুকে বাথরুমের দিকে তাকাতেই বিস্ময় আরো বেড়ে গেল। সেখানে দুটো

Banglapdf.net Exclusive!

বড় বালতিতে জল এবং মগ রেখে দেওয়া হয়েছে। এত পরিচর্যা কে করল? সঙ্গে সঙ্গে শিবাজীর মনে মেয়েটির মুখ ভেসে এল। আশ্চর্য! এত সহৃদয়তা মেয়েটি দেখাচ্ছে কেন?

কাল থেকে জলের স্পর্শ পায়নি সে। দরজা বন্ধ করে বাথরুমে ঢুকে গেল। আঃ জলের ছোঁয়া কি আরামদায়ক, অনেকদিনের পুরনো ভালবাসার মতন। নিজেকে সতেজ করে শোওয়ার ঘরে ফিরে এল শিবাজী। এখন এক কাপ চা পেলে হতো। আর সেই সময় তার চোখে খালি হুইস্কির বোতলটা পড়ল। দ্রুত এগিয়ে সে ওটাকে তুলে নিয়ে পরীক্ষা করল, একদম তলায় সামান্য তলানি পড়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে শরীরের প্রতি কোষ উন্মুখ হয়ে উঠল, সে বোতলটা নিয়ে বাথরুমে ঢুকে তাতে কিছুটা জল ঢেলে নাড়াতে লাগল। বোতলের গায়ে জড়িয়ে থাকা অ্যালকোহল যেন জলের সঙ্গে মিশে যায়, একটুও বাদ না পড়ে। এই সময় দরজায় কেউ নক করল।

শিবাজীর হাত আচমকা স্থির হয়ে গেল। কে এসেছে? সেই লোকগুলো নয়তো! শিবাজী বোতলটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল। তারপর সতর্ক চোখে ঘরটায় চোখ বোলাল। না, আত্মরক্ষা করার মত কোন অস্ত্র নেই। আবার শব্দ হতেই সে চেঁচিয়ে উঠল, 'কে?'

'চা!'

নরম নারীকণ্ঠে শব্দটা উচ্চারিত হতেই শিবাজীর উত্তেজনা শিথিল হয়ে গেল। সে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলতেই মেয়েটিকে দেখতে পেল। আজ সকালে অন্য শাড়ী পরেছে মেয়েটি, হাতের ট্রেতে চায়ের পট, কাপ এবং প্লেটে কয়েকটা বিস্কুট। নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখতে রাখতে বোতলটাকে দেখল মেয়েটা। শিবাজী সেটা লক্ষ্য করেই জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাকে এসব কে করতে বলেছে?'

মেয়েটি জবাব না দিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়াল। শিবাজী আবার জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার মেমসাহেব জানেন?'

মেয়েটি ঘাড় নেড়ে 'হ্যাঁ' বলল।

'কিন্তু এতে তোমার বিপদ হতে পারে। ওরা জানলে—, ওরা গতকালই সন্দেহ করেছিল কেউ আমাকে খবর দিয়েছে। তোমার এসব না করাই ভাল।'

মেয়েটি নিচু গলায় বলল, 'জানি।'

'জানো যখন করছ কেন? তোমার মেমসাহেবকে এই কথাটা বলে দিও।'

মেয়েটি সেই ভঙ্গীতে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি এখানে থাকবেন না?'

'কেন থাকব না? এই বাগানকে না বাঁচিয়ে আমি ফিরব না।'

শিবাজী দেখল মেয়েটির মুখ কথাটা শোনামাত্র উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দুটো চোখ হাসিতে মাখামাখি, বলল, 'চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, খেয়ে নিন।' বলে দ্রুত-পায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

Banglapdf.net Exclusive!

চা খেয়ে শিবাজীর মনে হল এবার ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা করা উচিত। ওঁর আতিথ্য সে নিচ্ছে অথচ—। পাজামা পাঞ্জাবি পরে সে বাংলো থেকে বেরিয়ে এল। ন'টা বাজতে এখনো বেশ দেরি আছে। কাল সন্ধেবেলায় সে বলে এসেছে ওদের এখানে আসতে, কিন্তু আসবে কিনা ঈশ্বর জানেন। কিন্তু খবরটা যদি ছড়ায় যে সে ওদের রাত্রে খাইয়েছে তাহলে তো না আসার কোন কারণ নেই। দেখা যাক। বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে শিবাজী ঠিক করল আজ প্রথমে এই চাকা-দুটোকে সারাতে হবে। এটাকে যে করেই হোক সচল রাখতে হবে। নেহাৎ ক্ষতি করার জন্যেই ওরা এটার হাওয়া খুলে চলে গেল। পাশের বাংলোর গেটের দিকে পা বাড়াতেই শিবাজী থমকে দাঁড়াল। ওরা আসছে। লাইন দিয়ে রুগ্ন অশক্ত মানুষেরা ওর বাংলোর দিকে এগিয়ে আসছে। বেশ ভয়ে ভয়ে এবং সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে পা ফেলছে ওরা। ন'টার অনেক আগেই এসে পড়েছে ওরা, কি ব্যাপার? বোধ হয় ঘড়ির ব্যবহার নেই কিংবা ঘড়ি রাখার বিলাসিতা এই মুহূর্তে করতে পারছে না। শিবাজী আবার নিজের বাংলোর সামনে ফিরে এল। লোকগুলো তাকে দেখতে পেয়ে প্রথমে থমকে দাঁড়াল। তারপর একে একে এগিয়ে এসে সামনের মাঠে উবু হয়ে বসল। শিবাজী লক্ষ্য করছিল আজ শুধু বৃদ্ধ কিংবা শিশুই নয়, অল্পবয়সী এবং শক্ত লোকেরাও এদের মধ্যে আছে। শুধু একদিক নয় বিভিন্ন দিক থেকে শ্রমিকদের মিছিল শুরু হল। ঠিক অর্গানাইজড্ মিছিল নয় তবু একটা শৃঙ্খলা ছিল ওদের মধ্যে। ক্রমশ মানুষের সংখ্যা বাড়তে লাগল। এত মানুষ একসঙ্গে বসেছে কিন্তু কেউ কোন কথা বলছে না। সামান্য গুঞ্জনও নেই। শিবাজীর খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। এটা কি করে সম্ভব? প্রত্যেকের চোখ তার দিকে স্থির।

এক সময় ওদের আসা বন্ধ হল। শিবাজীর সামনে বসা লোকগুলোর মধ্যে গত সন্ধ্যার কিছু মুখ দেখতে পেল। যে লোক দুটো নিজেদের সর্দার বলেছিল তাদের কাছে ডাকল সে। লোক দুটো নড়বড়ে পায়ে উঠে আসতেই সে বলল, 'সবাই খবর পেয়েছে?'

ওরা একসঙ্গে মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

শিবাজী বলল, 'এখানে আর যে সমস্ত সর্দার আছে, তাদের এগিয়ে আসতে বলো।'

লোক দুটো চিৎকার করে সেকথা বলতেই মুখে মুখে জনতার মধ্যে সেটা ছড়িয়ে গেল। মিনিট পনের লাগল সঙ্গীদের এগিয়ে আসতে। শিবাজী লক্ষ্য করল এরা প্রত্যেকেই প্রায় অশক্ত এবং প্রৌঢ়। এত মানুষের কাছে বক্তব্য রাখতে গেলে একটা মাইক থাকলে ভাল হতো। শিবাজী একটু হতাশ ভাবে চারপাশে তাকিয়ে গাড়ির বনেটের ওপর উঠে দাঁড়াল। এখন প্রায় প্রতিটি মানুষকে সে দেখতে পাচ্ছে। অনেকটা উঁচু পর্দায় গলা তুলে সে কথা শুরু করল, 'আজ আমি তোমাদের সঙ্গে পরিচিত হবো বলে এখানে আসতে বলেছিলাম। এই চা-বাগান

BanglaPDF.NET

Banglapdf.net Exclusive!

তোমাদের চা-বাগান। তোমাদের বাবা-ঠাকুর্দারা এই বাগানের গাছগুলোকে লাগিয়েছিল, এরা তোমাদের খাবার দিয়েছে, এরা বেঁচে থাকলেই তোমরা বেঁচে থাকবে। আমি ম্যানেজার হিসেবে মাত্র গতকাল এসেছি। আমি কথা দিচ্ছি, আমি তোমাদের পাশে থাকব।

আমি জানি কয়েক মাস হল তোমরা মাইনে পাচ্ছ না, তোমাদের পেটে খাবার নেই। তোমরা আন্দোলন করেছিলে কয়েকটা দাবী নিয়ে কারণ তোমাদের মালিকরা তোমাদের সুখসুবিধে দেখছিল না। কিন্তু যে হাঁস ডিম দেয় তার পেট কাটলে হাজার হাজার ডিম পাওয়া যায় না বরং হাঁসটাই মরে যায়। তোমাদের য়ুনিয়নের কোন দোষ আমি দিচ্ছি না কিন্তু তাদের এই কথাটা বোঝা উচিত ছিল। যাহোক, এখন মালিক বদল হয়েছে। দেশের খুব বড় কোম্পানি এই বাগান কিনেছে। তারা চায় যে এই বাগানের ভাল কাজ হোক, তাতে এই দেশের উপকার হবে। তারা মনে করে তোমাদের ঠকিয়ে তোমাদের কষ্ট দিয়ে সেই কাজ হবে না। আমি তোমাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য দেখব আর তোমরা আবার মন দিয়ে কাজ শুরু করবে।

এই বাগানের যা অবস্থা তাতে কাজ শুরু করতে এখনও কিছুদিন দেরি হবে। এই সময়ে কোম্পানি তোমাদের খাওয়া-দাওয়ার দায়িত্ব নিচ্ছে। প্রতিটি লাইনের সর্দারদের টাকা দেওয়া হবে যাতে একসঙ্গে রান্না হতে পারে।

শিবাজী দম নেবার জন্যে থামতেই একটা খুশীর গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ল জনতার মধ্যে। এই প্রথম ওরা নিজেদের মানুষ বলে প্রমাণ করল।

'আমি য়ুনিয়নের নেতাদের সঙ্গে আলাপ করতে সবসময় রাজী আছি। আমি তোমাদের বন্ধু হয়ে এসেছি, শত্রু ভাববার কোন কারণ নেই। আমার বিরুদ্ধে কেউ যদি তোমাদের উত্তেজিত করার চেষ্টা করে তাহলে এই কথা মনে রেখ। আমি জোরের সঙ্গে বলছি, তোমাদের কষ্টের দিন শেষ হয়ে গিয়েছে। তোমরা যে যা কাজ করতে সেই কাজে আবার ফিরে এস।' কথা বলতে বলতে শিবাজী লক্ষ্য করল একটা জিপ আর ভ্যান ছুটে আসছে। ওগুলো চোখে পড়ামাত্র কুলিদের মধ্যে একটা সন্ত্রস্তভাব দেখা দিল। কাছাকাছি আসতেই শিবাজী বুঝল ওগুলো পুলিসের গাড়ি। একটু দূরে গাড়িগুলো থেমে যেতেই পিলপিল করে কয়েকজন রাইফেলধারী নেমে এল। আর তখনই ঘটে গেল প্রতিক্রিয়া। সামনে উবু হয়ে বসে থাকা চুপচাপ মানুষগুলো আতঙ্কিত গলায় চিৎকার করতে করতে দৌড়াতে শুরু করল যে দিকে যে পারে। শিবাজী ওদের থামাবার চেষ্টা করেও বিফল হল।

'আপনি কি মিস্টার চ্যাটার্জী?'

শিবাজী দেখল একজন পুলিস অফিসার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।

'হ্যাঁ। কি ব্যাপার বলুন তো?' বেশ বিরক্ত গলায় প্রশ্ন করল শিবাজী।

'আপনি গতকাল এখানে আসবেন আপনার কোম্পানি আমাদের জানিয়েছিল কিন্তু আপনার কাছ থেকে কোন খবর পাইনি। কিছুক্ষণ আগে থানায় ফোন এল

Banglapdf.net Exclusive!

আপনি খুব বিপদগ্রস্ত, সব অ্যাটাক করেছে, তাই আমরা—' পুলিস অফিসার পালিয়ে যাওয়া শ্রমিকদের দেখছিলেন।

'কে খবর দিল? আমি তো দিইনি এবং আমাকে কেউ আক্রমণ করেনি। বরং আপনারা আসায় ওরা ভয় পেল অযথা। দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে আপনারা কিরকম আত্মীয়তা করেছেন তার প্রমাণ দেখতে পেলাম।' শিবাজী উত্তেজিত হয়ে পুলিসের গাড়ি দুটোকে দেখল।

'তাহলে আপনি খবর পাঠাননি?'

'নো, নেভার।'

'কিন্তু আমরা খবর পেয়েছিলাম লাভবার্ড এখন খুব খারাপ জায়গা হয়ে গেছে। আপনার আগের ভদ্রলোককে আমরা এখনও খুঁজে বের করতে পারিনি। ওঁর স্ত্রী বিশ্বাস না করলেও আমরা, আনঅফিসিয়ালি বলছি, হি ইজ মার্ডারড্। যা হোক, আপনাকে সবরকম প্রোটেকশন দিতে বলা হয়েছে। আপনি এদের সম্বন্ধে সচেতন থাকবেন।'

'ধন্যবাদ।' খুব তেতো লাগছিল লোকটার উপস্থিতি।

'আপনি যদি চান তাহলে এখানে পুলিস গার্ড রেখে দিতে পারি।'

'না আমি চাই না। আপনাদের সাহায্য নিলে আমি এখানে কোন কাজ করতে পারব না। শুধু থাকাই সার হবে। যদি কখনও দরকার হয় আমি নিজে আপনাদের খবর দেব।' শিবাজী গাড়ির বনেট থেকে নেমে দাঁড়াতেই পুলিস অফিসার ওর দিকে একটু চোখ কুঁচকে তাকিয়ে ফিরে গেলেন গাড়ির দিকে। একটু বাদেই পুলিসের গাড়ি দুটো চোখের আড়ালে মিলিয়ে গেল। এখন চারধার ফাঁকা। সর্দারগুলো পর্যন্ত ধারে কাছে নেই। প্রচণ্ড আফসোস হচ্ছিল শিবাজীর। একটা সম্পর্ক তৈরী করার মুহূর্ত ভেঙে গেল পুলিসগুলোর জন্যে। কিন্তু ওদের খবর দিল কে সে আক্রান্ত হয়েছে? যারা দিয়েছিল তারা জানতো পুলিস এলেই এদের জমায়েত ভেঙে যাবে। মাথা নাড়লো শিবাজী, এরা সত্যিই বুদ্ধিমান। কোনরকম হাঙ্গামা না করে কি সুন্দর তার পরিকল্পনা ভেস্তে দিল। শিবাজী এবার দেখতে পেল কয়েকজন বাঙালী ভদ্রলোক দূরে অফিস ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন, পুলিস চলে যেতে এবার গুটি-গুটি এগিয়ে আসছেন। সাতজন, সংখ্যাটি গুনল সে। বেশীর ভাগই বয়স্ক। সামনে এসে হাত জোড় করে নমস্কার জানালেন তাঁরা।

শিবাজী সেটা ফিরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা কি এই বাগানের স্টাফ? তার অনুমান ভুল হয়নি। এক প্রবীণ ভদ্রলোক তখনও হাতজোড় করে-ছিলেন, বললেন, 'হ্যাঁ স্যার। আই অ্যাম হেডক্লার্ক।'

'কি নাম আপনার?'

'জয়দেব সামন্ত স্যার।'

'কজন স্টাফ আছেন আপনারা?'

BANGLAPDF.NET

'মোটমাট বাইশজন বাবু ছিলাম। সবাই পালিয়েছে ভয়ে। শুধু আমাদের কোথাও যাবার জায়গা নেই তাই বেঁচে মরে আছি এখানে। আর পারছি না স্যার, আমাদের বাঁচান। আমরা শুনেছিলাম কাল রাত্রেই যে আপনি এসেছেন কিন্তু ভয়ে আসতে পারিনি।' সামন্ত নিবেদন করলেন।

'ভয় কেন? কিসের ভয়?'

'প্রাণের স্যার। কিভাবে বেঁচে আছি বোঝাতে পারব না স্যার।'

'এখন এলেন এতে প্রাণ বাঁচবে?' হাসল শিবাজী।

'আর, পারলাম না। সবাই যুক্তি করে চলে এলাম।'

'হুম।' শিবাজী গম্ভীর হল।

'স্যার, একটা কথা বলব?'

শিবাজী তাকিয়ে দেখল, একটি দরকচা-মারা মুখ কথা বলছে। সে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো।

'স্যার, আপনি আমাদের ফাদার মাদার। দয়া করে আমাদের চাকরি শেষ করে দেবেন না। কোনদিন আবার কাজ শুরু হবে এই আশায় বেঁচে আছি! চাকরি চলে গেলে আত্মহত্যা করতে হবে স্যার।' প্রায় ডুকরে উঠল লোকটা।

ঠোঁট কামড়ালো শিবাজী, 'আপনি কি করতেন?'

'পাতিবাবু ছিলাম।'

শিবাজী লোকগুলোকে আর একবার দেখল। তারপর বলল, 'দেখুন, পুরনো স্টাফদের চেঞ্জ করার কোন ইচ্ছে কোম্পানির নেই। এই কয়মাস বাগানে কাজ না হওয়ায় যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে তাই আপনাদের দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল। এই বাগানকে দাঁড় করাতে গেলে আপনাদের সক্রিয় হতে হবে। যতক্ষণ আমি কারো কাজে গাফিলতি না দেখছি ততক্ষণ চাকরি যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। আপনারা যে যা কাজ করতেন তাই করুন। প্রথম এক মাস কোম্পানি আপনাদের কাজ লক্ষ্য করবে। সন্তুষ্ট হলে আগামী মাস থেকে টমসন এন্ড হিউস আপনাদের সঙ্গে নতুন চুক্তিতে আসবে। বুঝতে পেরেছেন সবাই?

প্রত্যেকেই উজ্জ্বল মুখে মাথা নাড়ল।

শিবাজী বলল, 'আপনারা কাল থেকেই কাজে লেগে যাবেন। আর শুনুন, আপনাকে বলছি, যাঁরা আপনাকে পৃথিবীতে এনেছেন এবং লালন করেছেন তাঁদের ছাড়া অন্য লোককে বাপ-মা বলবেন না। নিজের মেরুদণ্ডকে শক্ত করতে শিখুন। মিঃ সামন্ত, আপনি আমার সঙ্গে আসুন।'

ওঁরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে ফিরে গেলেন। শুধু সামন্ত শিবাজীকে অনুসরণ করলেন। বাংলোয় ঢুকে শিবাজীর খেয়াল হল এখানে বসার চেয়ার পর্যন্ত নেই। তাই সে ঘুরে দাঁড়াল, 'আপনি কি মনে করেন আজই যদি অফিস এবং ফ্যাক্টরির দরজা খোলা যায় তাহলে কোন গোলমাল হতে পারে?'

'ফিফটি ফিফটি চান্স স্যার। সাধারণ কুলিরা চাইছে কাজ করতে কিন্তু—।'

Banglapdf.net Exclusive!

ভদ্রলোক বাকী কথাটা শেষ করলেন না।

'সব দরজা খুলিয়ে পরিষ্কার করান। ও হ্যাঁ, দুটো করে তালা দেখলাম, কি ব্যাপার?'

'একটা ওরা লাগিয়ে গেছে। কোম্পানির চাবি সোম সাহেবের কাছে ছিল।'

'ও। চাবি বাংলোয় আছে কিনা খোঁজ নিন। কারা তালা লাগিয়েছে?'

'বুঝতেই পারছেন স্যার।'

'ভেঙে ফেলুন। যে সমস্ত গার্ড ফ্যাক্টরি এবং অফিসের চার্জে ছিল তাদের ডেকে পাঠান। আর কালকের মধ্যে জরুরী যেসব খরচ আছে তার একটা এস্টিমেট করে আমাকে দিন।'

'স্যার, পুলিসের হেল্প নেবেন না?'

'না। আপনি ভয় পাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

'শারীরিক আক্রমণের আশঙ্কা?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ, তাহলে হাত পা গুটিয়ে বাড়িতে বসে থাকুন, কাজে আসতে হবে না।' সামন্ত থতমত হয়ে গেলেন। তারপর নিচু গলায় বললেন. 'ঠিক আছে স্যার, আমি চেষ্টা করছি।'

'সামন্তবাবু, মণীশ সোমের ব্যাপারটা খুলে বলুন তো!'

সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলেন সামন্ত। শিবাজী খুব সাধারণ গলায় প্রশ্নটা করেছিল। সামন্তবাবুর চোখের দিকে তাকিয়েছিল। উনি বললেন, 'স্যার, এ বিষয়ে আমি পুলিসকে জানিয়েছি। আমি সেই মুহূর্তে স্পটে ছিলাম না।'

'ওঁর সঙ্গে আপনার দেখা হয়নি?'

'হয়েছিল স্যার। উনি চা-বাগানে এসেই আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। বলেছিলেন, কোন আন্দোলন-ফান্দোলন তিনি বরদাস্ত করতে পারবেন না। সমস্ত স্টাফকে নিয়ে আমি যেন কাজে যোগ দিই। তারপর উনি য়ুনিয়নের নেতাদের ডেকে পাঠালেন। তাদের সঙ্গে কি আলোচনা হল জানি না কিন্তু তারপরেই কুলিরা খুব উত্তেজিত হয়ে উঠল। তিনি খুব জেদ করে কুলিদের বোঝাবেন বলে ওদের মধ্যে চলে গেলেন। তারপর আর ওঁকে পাওয়া যায়নি। এসব কথা আমি পুলিসকে বলেছি স্যার।' সামন্ত কথাগুলো শেষ করে মুখ নামালেন।

শিবাজীর মনে হল ভদ্রলোক কিছু চেপে গেলেন। সে জিজ্ঞাসা করল, 'ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে আপনার আলাপ আছে?'

'হ্যাঁ, আমি ওঁকে বুঝিয়ে বলতে গিয়েছিলাম। উনি কিছুতেই বাগান ছেড়ে যাবেন না। রোজ সকালে একটি মদেসিয়া মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে লাইনে লাইনে ঘুরে বেড়ান স্বামীর খবর পাওয়ার জন্যে।'

শিবাজী বুঝল এভাবে বললে কোন কথা সে বের করতে পারবে না। কথা

BANGLAPDF.NET

ঘোরালো সে, 'শুনুন, আমার বাংলোটা বাসযোগ্য করতে হবে। আজই কিছু ফার্নিচারস চাই। আর বাংলোর বাবুর্চি-চাকরদের ডেকে পাঠান। না হলে আমার খাওয়া হবে না।'

'আপনি চা খেয়েছেন স্যার?'

হ্যাঁ। যান, আপনি কাজ শুরু করে দিন।'

সামন্ত পিছু ফিরে এগোতে শুরু করলেই শিবাজী জিজ্ঞাসা করল, 'সামন্তবাবু, আগরওয়াল এখনও এই বাগানে আসে?'

শক্ত হয়ে দাঁড়ালেন সামন্ত। তারপর খুব ধীরে মাথা নাড়লেন, 'হ্যাঁ।'

'লেবার য়ুনিয়নের অফিস কোথায়?'

'তিন নম্বর লাইনে।'

'সীতেশ এখন এখানে আছে?'

এবার অবাক চোখে ফিরে তাকালেন সামন্ত, 'আপনি ওকে চেনেন স্যার?'

'আমার প্রশ্নটার উত্তর পাইনি।'

'দিন তিনেক হল দেখছি না। শুনেছি বাইরে গিয়েছে।'

'ঠিক আছে, যান।'

সামন্ত চলে যাওয়ার পর চারধার আবার নির্জন হয়ে গেল। শিবাজী ঘরে চলে এল। সমস্ত ঘটনাগুলো একটু খতিয়ে দেখা যাক। বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে সে ব্যাপারটা চিন্তা করছিল। প্রচুর কাজ সামনে। কোথা থেকে শুরু করবে ভেবে কূল পাওয়া যাচ্ছে না। টি. কে. সেনের সঙ্গে তার কথা হয়েছে চা-বাগানে প্রথমে কাজের আবহাওয়া ফিরিয়ে আনতে হবে। তারপরেই সে অ্যাসিস্টেণ্ট ম্যানেজারদের সাহায্য পাবে কাজ শুরু করার। প্রতিদিনের রিপোর্ট তাকে পাঠাতে হবে শিলিগুড়িতে। সেখানে শর্মা রয়েছে, সে যোগাযোগ রাখবে সেনসাহেবের সঙ্গে। অতএব বাবুদের কাল থেকে কাজ শুরু করতে বলা মানে কাজ নয়, কাজের আবহাওয়া ফিরিয়ে আনা। শিবাজী আশা করছিল আজই য়ুনিয়নের লোকেরা তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। সীতেশ কি আসবে! চোয়াল শক্ত হল শিবাজীর। এই সময় দরজায় শব্দ হল।

শিবাজী সতর্ক ছিল। তড়াক করে বিছানা থেকে নেমে সে দেখল, এক বৃদ্ধ নেপালি দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কি চাই?'

'সেলাম সাহাব। হাম খানসামা।'

'আচ্ছা। কে পাঠাল তোমাকে? সামন্তবাবু?'

'নেহি সাব, আভি শুনা আপ আয়া—।'

'ও ঠিক আছে। তোমার রান্নার জিনিসপত্র সব ঠিক আছে?'

'জী হাঁ।'

শিবাজী মানিব্যাগ বের করে পঞ্চাশটা টাকা এগিয়ে ধরল, 'আজ এই দিয়ে কাজ চালাও। এখানে আর যারা কাজ করত তাদের খবর দাও। তুমি তো বাজারে

Banglapdf.net Exclusive!

যাবে ?'

'জী সাব।'

'তাহলে গাড়ির টায়ার সারাতে পারবে এমন একটা লোক ধরে আনবে আসার সময়।' শিবাজী বাইরে বেরিয়ে এল। রোগা পাকানো শরীর খানসামার। বয়স আঁচ করা মুশকিল।

'কত বছর আছো এই বাংলোয় ?'

'পঞ্চাশ সাল সাব।' লোকটা বিনীত গলায় বলল।

হতভম্ব হয়ে গেল শিবাজী। নাইনটিন থার্টি থ্রি থেকে কাজ করছে এই লোকটা! কথা বলে লোকটা ধীরে ধীরে বাংলো থেকে নেমে গেল। হঠাৎ শিবাজীর মনে হল, এই লোকটা যদি জাল হয়! আদৌ হয়তো খানসামার কাজ করেনি কোনদিন, সেরেফ তাকে ধোঁকা দিয়ে টাকাটা হাতিয়ে নিয়ে গেল! পেছন থেকে লোকটাকে আর একবার দেখে মাথা নাড়ল সে, দেখা যাক।

এখন কি করা যায়। শিবাজী ঠিক করল বাগানটাকে ঘুরে ঘুরে দেখা দরকার। কিন্তু এতটা এলাকা পায়ে হেঁটে ঘুরতে গেলে সারাটা দিন কেটে যাবে। সে ধীরে ধীরে অফিস- অঞ্চলে গেল। সামন্তবাবু এখনও ফিরে আসেননি। শিবাজী সাঁকোর ওপর দাঁড়াল। চমৎকার জায়গা। খানিকটা বাদেই পাহাড় শুরু হয়েছে বলে ভাল বৃষ্টি পায়। একপাশে তরাই-এর বিশাল জঙ্গল। সাহেবরা এই একটি জিনিস ভারতবর্ষকে দিয়ে গেছে। কথাটা ভাবতেই হাসি পেল তার। আমরা বলি স্বাধীনতা দেওয়ার সময় সাহেবরা দেশটাকে ভাগ করে গিয়েছে। কিন্তু কেউ ভাবি না এদেশে কখনই জোড়া ছিল না। সাহেবরা এদেশে এসে টুকরো টুকরো রাজ্যগুলোকে জুড়ে ছিল। যা কিছু কৃতিত্ব ওদেরই। এখন অবশ্য এসব কথা ভাবতে ভাল লাগে না। জনমানবশূন্য এই রকম একটা জঙ্গুলে এলাকায় এতবড় একটা শিল্প স্থাপন করার কথা ওরাই তো ভাবতে পেরেছে। স্বাধীন হয়ে আমরা সেগুলোকে আবার জঙ্গলের পথে ঠেলে দিচ্ছি।

সামন্তবাবু ফিরে না আসা অবধি আপাতত কিছু করার নেই। আর তখুনি শিবাজীর মনে পড়ল মিসেস সোমের কথা। ভদ্রমহিলা প্রতিদিন স্বামীকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। যা শুনেছে সে তাতে স্পষ্ট, সোম বেঁচে নেই। উনি কি এই খবরটা জানেন না? তাছাড়া একটা জিনিস তার বোধগম্য হচ্ছে না, ওদের তো খুব অল্পদিন বিয়ে হয়েছিল। এত অল্প সময়ের মধ্যে কি করে এমন টান জন্মালো যাতে মিসেস সোম নিজের জীবন বিপন্ন করে এখানে থেকে গেছেন স্বামীর জন্যে? সেন সাহেব চান শিবাজী সোমের ব্যাপারটা তদন্ত করুক। সামন্তর সঙ্গে যথা বলে তার মনে হয়েছে এর ভেতরে বেশ রহস্য আছে। ম্যানেজার হিসাবে লাভবার্ডে এসে তার কর্তব্য মিসেস সোমের সঙ্গে দেখা করা। তাছাড়া ভদ্রমহিলা ইতিমধ্যে তাকে যথেষ্ট ঋণী করেছেন পরিচারিকাকে পাঠিয়ে। শিবাজী ঠিক করল চাবি চাইবার অজুহাতে সে ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা করবে। শোকাতুরা মহিলার সঙ্গে

BanglaPDF.NET

কথা বলতে তার অস্বস্তি হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে তো অন্য কোন উপায় নেই।

ধীরে ধীরে ফিরে এল শিবাজী বাংলোর কাছে। বন্ধ গেট খুলে সে এগিয়ে গেল ভেতরে। লনটা পরিষ্কার, এবং ফুলের গাছগুলোও বেশ তাজা। সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়ে সে কাউকে দেখতে পেল না। এতবড় বাংলোয় যে মানুষ আছে তা বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই। শব্দ করে সে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠল। লম্বা বারান্দার একপাশের প্রতিটি দরজা বন্ধ। অর্থাৎ কেউ নেই বাংলোতে। সামন্তবাবুর কথা খেয়াল হল ওর, ভদ্রমহিলা রোজ লাইনে লাইনে ঘুরে বেড়ান। দরজাগুলোয় বাইরে থেকে তালা দেওয়া নেই, তাহলে পেছনের দরজা দিয়ে নেমে গেছেন মহিলা।

বারান্দার ওপর পেতে রাখা বেতের চেয়ারে আরাম করে বসল শিবাজী। সকাল থেকে এই আরামটুকু চাইছিল শরীর, বসে বুঝতে পারল। ঘড়িতে এখন সময় বেড়েছে। রোদের রঙ ধারালো হয়েছে। খিদে পাচ্ছিল শিবাজীর। আর তারপরই শরীরটা আইঢাই করতে লাগল। একফোঁটা মদ নেই সঙ্গে। খানসামাটাকে বলে দিলে হতো তখন। এ অঞ্চলে ভুটানি মদ পাওয়া যায়। এত টেনসনের মধ্যে শরীর মদ ছাড়া স্থির থাকতে পারে না। অস্থির লাগছিল শিবাজীর। সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দ্রুত নিচে নেমে এল। খানসামাটার ফিরে আসতে এত দেরী হচ্ছে কেন? লন পেরিয়ে গেটের দিকে পা বাড়াতে বাড়াতে সে যেন আচমকা বরফ হয়ে গেল।

কালকের সেই মেয়েটি গেট খুলছে, তার কনুইতে একটা বেতের বাস্কেট ঝোলানো। মেয়েটির পেছনে যিনি দাঁড়িয়ে তাঁর বয়স আন্দাজ করার মত মানসিক অবস্থা শিবাজীর ছিল না। এত অপরূপা কখনও সে দেখেনি। বাঙালী মেয়েদের তুলনায় যথেষ্ট লম্বা মহিলা, ছাড়া ফিনফিনে চুল পিঠে উড়ছে সামান্য বাতাসে, বিশাল চোখে পৃথিবীর সব সমুদ্র জমে গাঢ় হয়ে রয়েছে। ওঁর নাক আর ঠোঁটের গড়নে চট করে ভেনাস ছাড়া আর কারো মুখ মনে পড়ে না। সরু ভুরু একবার গুটিয়ে পাখির মত ডানা মেলে দিল। মেয়েটি তাকে দেখছিল। ঘাড় ঘুরিয়ে সে ভদ্রমহিলাকে কিছু বলে মাথা নিচু করে শিবাজীর পাশ দিয়ে বাংলোর ভেতরে চলে গেল। ভদ্রমহিলা তখনও গেটে হাত রেখে দাঁড়িয়েছিলেন। শিবাজী সচেতন হয়ে হাতজোড় করল, 'নমস্কার! আমি অনধিকার প্রবেশ করেছি বলে মার্জনা চাইছি। ভেবেছিলাম আপনারা বাংলোয় আছেন। আমার নাম শিবাজী চ্যাটার্জী, কোম্পানি আমাকে পাঠিয়েছে।'

ভদ্রমহিলার ঠোঁট দুটো সামান্য নড়ল। আলতো করে 'নমস্কার' শব্দটা বেরিয়ে এল। তারপর পিঠ থেকে আঁচলটা কাঁধের ওপর দিয়ে টেনে সামনে নিয়ে এলেন। শিবাজীর মনে হল এতে যেন রূপ আরো খুলে গেল।

ভদ্রমহিলা অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে হেঁটে এলেন, 'আসুন।'

শিবাজী এক মুহূর্ত চিন্তা করল। চাবিটা দরকার।

Banglapdf.net Exclusive!

বারান্দার বেতের চেয়ারে বসে সে সামনের দিকে তাকাল। বেশ কড়া রোদ বাইরের মাঠে, জঙ্গলের ওপরে। শুধু পাখির চিৎকার ছাড়া কোন যান্ত্রিক শব্দ বা মানুষের অস্তিত্ব বোঝা যাচ্ছে না। দোতলায় উঠেই দেখেছিল ঘরের দরজা খোলা। পরিচারিকাটিই খুলেছে। মহিলা নিঃশব্দে ভেতরের ঘরে চলে গেলেন। শিবাজী বুঝতে পারছিল শুধু রূপ নয় মহিলা অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

মিনিট পাঁচেক বাদে মহিলা এলেন। এর মধ্যে শাড়ি পাল্টেছেন তিনি, সামান্য ঘরোয়া হয়েছেন। মহিলার পেছনে সেই মেয়েটি এল। হাতে কফির কাপ আর বিস্কিট। নিঃশব্দে বেতের টেবিলে নামিয়ে রেখে চলে গেল সে।

শিবাজীর বিপরীত দিকে বসলেন মহিলা। তারপর গলা নামিয়ে বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই আমার পরিচয় জানেন।'

'অবশ্যই। মিস্টার সোমের ব্যাপারটার জন্যে আমি দুঃখিত।

ভদ্রমহিলা মুখ ফিরিয়ে আকাশের দিকে তাকালেন। তারপর যেন নিজেকে শক্ত করেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি লাভবার্ডে কি ডেজিগনেশনে এসেছেন?'

শিবাজীর ভুরু কুঁচকে উঠল। খুব চটপট আন্দাজ করে নিল সে ব্যাপারটা। তারপর হেসে বলল, 'সেটা এখনও ঠিক হয়নি। কোম্পানী আমাকে এখানে পাঠিয়েছে কাজের আবহাওয়া ফিরিয়ে আনবার জন্যে।'

'আর কিছু নয়?'

'হ্যাঁ, মিস্টার সোমের ব্যাপারটা দেখবার জন্যে।'

'শুনলাম আপনি ম্যানেজার হিসেবে এসেছেন?' প্রশ্ন করে সরাসরি তাকালেন মহিলা।

শিবাজী প্রায়-মিথ্যে কথাটা বলল, 'মিস্টার সোমের ব্যাপারটা ডিসাইডেড না হওয়া পর্যন্ত ওটা আইনসম্মত নয়, তাই না?'

এবার ভদ্রমহিলার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। শিবাজীর মনে হল উনি যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি এর আগে কোন বাগানে ছিলেন?'

'মুরগিদের বাগানে। পোলট্রি করতাম। অবশ্য চা-বাগানের কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতা ছিল। আপনি মিস্টার সোমের কোন খোঁজ পেলেন?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন ভদ্রমহিলা 'না। আর পাব বলে মনেও হয় না। একটা বিরাট ষড়যন্ত্র চলছে এখানে।'

'তাহলে—।'

'কি তাহলে? আমি এখানে একা রয়েছি কেন? আপনার কোম্পানিও চায়নি যে আমি এই বাগানে থাকি। কিন্তু মণীশ ফিরে না আসা অবধি ওরা আমাকে এখানে থাকতে দিতে বাধ্য, তাই না? আর যতক্ষণ না মণীশ মৃত বলে প্রমাণিত হচ্ছে ততক্ষণ আমার অধিকার ক্ষুণ্ণ হচ্ছে না।' ভদ্রমহিলা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে কথাগুলো বললেন, 'নিন, কফি খান।'

BANGLAPDF.NET

শিবাজী কফির কাপ তুলে নিল। এই কথাগুলো ঠিক স্বচ্ছন্দ নয়। অন্য কিছুর গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে যেন! ভদ্রমহিলা কি জেনেশুনেই এখানে রয়ে গেছেন? কেন? সে জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু এইভাবে একা একা—।'

'আমি তো একাই, ভীষণ একা—।'

কথাগুলো এমন স্বরে বলা যে শিবাজীর মনে হল সে যেন গভীর কুয়োর তলায় ডুবে যাচ্ছে। প্রসঙ্গ ঘোরাবার জন্যে সে বলল, 'মিস্টার সোমের কাছে একটা চাবির তোড়া ছিল সেটা আমার দরকার।'

'চাবি? ও হ্যাঁ। সেটা ছিল কিন্তু এখন নেই।'

'নেই মানে?'

'ও যেদিন নিরুদ্দিষ্ট হল সেদিন ওরা এসেছিল বাংলোয়। সমস্ত তছনছ করে শুধু ওই চাবির তোড়াটা নিয়ে চলে গেল।'

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ালো শিবাজী। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি একা আছেন, ওরা আর হামলা করেনি?'

'না। শুধু—।'

'বলুন!'

'থাক সেকথা। আপনি এই বাগানে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবেন বলে মনে করেন?'

'নিশ্চয়ই।'

'দেখুন চেষ্টা করে।' কথাটা বলে চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন মহিলা। শিবাজী উঠে দাঁড়াল, 'আমি চলি। যদি কোন প্রয়োজন বোধ করেন তাহলে খবর দেবেন।' শিবাজী আর দাঁড়াল না। খুব দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল সে। বুঝতে পারছিল এই মহিলার অসম্ভব আকর্ষণীশক্তি আছে যা এড়িয়ে চলে যাওয়া কষ্টকর। কিন্তু এটাও ঠিক, ভদ্রমহিলা স্বাভাবিক নন। মেয়েদের ব্যাপারে তার কোন বিশেষ মোহ কখনও ছিল না। এই ব্যাপারটার কোন গুরুত্ব সে কখনও দেয়নি। সত্যিকথা বলতে কি তার জীবনের এতগুলো বছরে কোন মেয়ে আঁচড় কাটতে পারেনি! কিন্তু এই মহিলাকে প্রথমবার দেখার পরই—। শিবাজী লন পার হতে হতে মাথা নাড়ল, কিন্তু কিছুতেই পেছন ফিরে তাকানোর টানটা অস্বীকার করতে পারল না। গেট বন্ধ করতে করতে সে এক পলক তাকিয়ে নিল। বারান্দাটা খাঁ খাঁ করছে। মিসেস সোমের কোন অস্তিত্ব নেই সেখানে।

বাংলোর সামনে ওরা দাঁড়িয়েছিল। ওকে দেখে সামন্তবাবু এগিয়ে এলেন, 'এদের নিয়ে এসেছি স্যার। এরা আগে আমাদের ফ্যাক্টরির গার্ড ছিল। আপনার খানসামার সঙ্গে শুনলাম আগেই পরিচয় হয়েছে। আর এ হল মোটর মেকানিকস।'

শিবাজী লোকটিকে বলল, 'পেছনে দুটো চাকা আছে। স্টেপনি নিয়ে এসেছেন সঙ্গে? গুড। চাকা দুটো পাল্টে দিন। আর ওতে হাওয়া ভরতে হবে।'

লোকটি ঘাড় নেড়ে চলে যেতে শিবাজী বলল, 'সামন্তবাবু, সবকটা তালা

Banglapdf.net Exclusive!

ভাঙতে হবে। তবে তার আগে নতুন তালা কিনতে হবে।'

'কেন' চাবি নেই ?

'না। মিসেস সোম বললেন ওটা ওঁর কাছে নেই।'

সামন্তবাবু একটু ইতস্তত করে বললেন, 'বেশ।'

শিবাজী বলল, 'এক কাজ করুন। এই চারজন গার্ডের ডিউটি ভাগ করে দিন। যতক্ষণ না ফ্যাক্টরির কাজ শুরু হচ্ছে ততক্ষণ এরা আমাদের বাংলো দুটোকে গার্ড করবে। আপনি একটু অপেক্ষা করুন আমি আসছি।'

শিবাজী দোতলায় উঠে আসতেই খেয়াল হল কুকুরটার কথা। ওই ঘরের দরজাটা এখনও বন্ধ। সে বারান্দা থেকে ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করল, 'সামন্তবাবু এখানে কার কাছে বেশ লোমওয়ালা ভাল জাতের কুকুর ছিল ?'

'লোমওয়ালা কুকুর ?' সামন্তবাবু মুখ উঁচু করে বললেন, 'মনে পড়ছে না তো, ও ও হ্যাঁ, সোমসাহেব নিয়ে এসেছিলেন।'

'সেটা এখনও আছে ?'

'আমি জানি না স্যার। ওদের বাংলোয় আমি যাইনি।'

শিবাজী মাথা নাড়ল। ওই ঘরে সোমসাহেবের কুকুরটাকে কে মেরে রেখে গেল ? সে বলল, কাউকে দিয়ে পাশের ঘর থেকে কুকুরটাকে দূরে সরিয়ে দিতে বলুন তো। আর ফিনাইল দিয়ে ধুয়ে দিতে বলবেন ঘরটা। কুকুর পচে রয়েছে।'

ঘরে ঢুকে শিবাজী ঠিক করল চটপট স্নান করে নেবে। বাথরুমে উঁকি মারতে গিয়ে শুনল নিচের উঠোনে কথা হচ্ছে। সে পেছনের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখল খানসামাটাকে হাত নেড়ে সেই মেয়েটি কিছু বোঝাচ্ছে কিন্তু খানসামা তাতে রাজী হচ্ছে না। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার ?'

খানসামা এবং মেয়েটি একসঙ্গে চমকে উঠল। খানসামা কপালে হাত ঠেকিয়ে সেলাম করল, 'সাব, ইয়ে লেড়কি আপকো খানা লেআনে মাঙ্গতা।'

'কেন ?'

মেয়েটি উত্তর দিল না। খানসামা ওর দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। তারপর বলল, 'এক ঘণ্টামে হাম খানা পাকায়ে লেগা বেটি।'

শিবাজী জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাকে কি মিসেস সোম পাঠিয়েছে ?'

খুব ধীরে একবার মাথা নেড়েই মেয়েটি দৌড়ে ওদিকের বাংলোয় চলে গেল। দুটো বাংলোর পেছনের দিকে নিশ্চয়ই যাতায়াতের পথ আছে। শিবাজী বুঝতে পারছিল না মেয়েটির উদ্দেশ্য কি ! গত রাত্রেও কি ওর মনিবকে না জানিয়ে উপকার করে গেছে !

স্নান শেষ করে পোশাক পাল্টে শিবাজী বেরিয়ে এল। সামন্তবাবু দুটো লোককে লাগিয়ে দিয়েছেন বাংলো পরিষ্কার করার কাজে। দরজায় তালা দিয়ে সে নিচে নেমে বলল, 'আপনি আসুন, আমার সঙ্গে।'

গাড়ির চাকা বদল হয়ে গিয়েছিল। সামন্তবাবু আর মেকানিককে পেছনে

Banglapdf.net Exclusive!

বসিয়ে শিবাজী চা-বাগানের পথে নামল। গাছগুলো দেখতে দেখতে সে জিজ্ঞাসা করল, 'লাস্ট প্ল্যাকিং কবে হয়েছে?"

'প্রায় দু বছর স্যার।'

'তাহলে বাগানের এই অবস্থা কেন?'

কুলিরা নিজেরাই পাতি তুলে অন্য বাগানে বিক্রী করার চেষ্টা করেছিল প্রথমে। সেটা বন্ধ হয়ে গেলে বাড়িতে বাড়িতে পাতা শুকাতো। কিছু খুচরো ব্যবসাদার তাই সামান্য দামে কিনে নিয়ে ভাল চায়ের সঙ্গে মিশিয়ে বিক্রী করে। ফলে ডালপালা ভেঙে একাকার কাণ্ড করেছে ওরা।' সামন্তবাবু জবাব দিলেন।

হঠাৎ বাগানের পথ শেষ হয়ে গেল। এই পথ দিয়ে গতকাল ঢুকেছিল শিবাজী এবার আন্দাজেই বাঁ দিকে ঘুরল সে। এক পাশে চা বাগান অন্য পাশে কুলি-লাইন। তারপরেই পর পর কোয়াটার্সগুলো শুরু হল। শিবাজী জিজ্ঞাসা করল, 'বাবুদের—?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'আপনার কোন্‌টা?'

'ওই যে মাঝখানেরটা।'

শিবাজী দেখল সামন্তবাবুর কোয়াটার্স অন্যগুলোর চেয়ে বেশ বড়। সে আচমকা জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা সামন্তবাবু, অ্যাদ্দিন মাইনে পাননি, আপনার চলছে কি করে?' প্রশ্নটা করেই সে সামনের আয়নায় চোখ রাখল। প্রৌঢ় ভদ্রলোকের মুখ যেন দুমড়ে উঠল একটু। তারপর নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'চলছে কি আর! আমার এক ছেলে কুচবিহারে কেরানীর কাজ করে। সে টাকা পাঠায় একশো করে। আর বউ-এর গয়না বিক্রী করে কোনরকমে টিকে আছি। মেয়েটার বিয়ে দেব কি করে জানি না।'

'কয় ছেলেমেয়ে আপনার?'

'চারটে। দুই মেয়ে দুই ছেলে। বড় মেয়েটির বিয়ে দিয়েছি ফালাকাটায়।' শিবাজীর মনে হল প্রৌঢ় এই মুহূর্তে সত্যি কথা বলছেন! মিথ্যে কথা এত আন্তরিকতায় বলা সম্ভব নয়। অন্য কোন সূত্রে টাকা পাচ্ছেন না এই লোকটি। একটু বাদেই সাঁকো ছাড়াতেই ওরা বাজার এলাকায় এসে পড়ল। খুব বড়সড় না হলেও লাভবার্ডের এই গঞ্জটি নেহাৎ ছোট নয়। সব রকম দোকানই আছে এখানে। একটা গ্যারেজের সামনে গাড়িটাকে দাঁড় করাতে বললেন সামন্তবাবু। শিবাজী থামতেই মেকানিক নেমে পেছন থেকে চাকা দুটো বের করে বলল, 'আমি এগুলোকে ঠিক করে রাখছি, যাওয়ার সময় নিয়ে যাবেন।'

'কত দিতে হবে?'

'না না কিছু দিতে হবে না স্যার। আপনি নতুন ম্যানেজার হয়ে এসেছেন এ তো আমাদের সৌভাগ্য। এককালে আমি বাগানের কাজ কত করেছি। শুধু অধমকে মনে রাখবেন স্যার।'

BANGLAPDF.NET

Banglapdf.net Exclusive!

শিবাজী দেখল একটি রোগা মতন মানুষ হাত জোড় করে নমস্কার করছে গাড়ির জানালায় ঝুঁকে। সামন্তবাবু বললেন, ইনি হচ্ছেন বুটুবাবু। ওই গ্যারেজের মালিক।'

শিবাজী মাথা নাড়ল কিন্তু কোন কথা বলল না। সে ঠিক করল চাকা দুটো ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় পয়সা দিয়ে যাবে। খামোকা কারও দয়া নিতে যাবে কেন?

দুপাশে চায়ের বাগান, মাঝখানে এই গঞ্জটা চা-বাগানের এক্তিয়ারে নয়। লাভ বার্ডের পাশেই আর একটি শিল্প গড়ে উঠেছে, সেটি হল কাঠের ব্যবসা। টিম্বার মার্চেন্টসদের বড় বড় স-মিল ছড়িয়ে আছে দুধারে। ঘণ্টাখানেক ধরে ঘুরে ঘুরে দেখল শিবাজী। কিছু সরকারি অফিস রয়েছে লাভবার্ডে। সামন্তবাবুকে জিজ্ঞাসা করে সে স্টেট ব্যাঙ্কের অফিসে গিয়ে সেনসাহেবের দেওয়া একটা বেয়ারার চেক ভাঙিয়ে নিল। তারপরে জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে ফার্নিচার্সের দোকান আছে?'

'না স্যার। কুচবিহারে আছে। তবে কিছু সাধারণ বেতের চেয়ার, চা গাছের টেবিল লোকাল লোক বানায়। আমি তাদের খবর দিয়েছি, বিকেলের মধ্যে বাংলোয় পৌঁছে যাবে। ওসব দেখার পর আর কি চাই বলে দিলে আমি কুচবিহারে অর্ডার পাঠিয়ে দেব।' সামন্তবাবু বললেন।

একটা চৌমাথায় এসে গাড়ি থামাল শিবাজী। তারপর সটান দরজা খুলে রাস্তা পেরিয়ে দোকানটায় চলে এল। একটা প্রায় বাচ্চা ছেলে কাউন্টারে ঝুঁকে পড়ে পুরনো কাগজ পড়ছিল, ওকে দেখে সোজা হয়ে বলল, 'কি দেব?'

শিবাজীর শরীরের রক্ত চনমনে হয়ে উঠল। আলমারিতে থরে থরে সাজানো আছে বিভিন্ন রঙের বোতলগুলো। সে ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করল, 'ভুটানের জিনিস নেই?'

ঘাড় নাড়ল ছেলেটি, 'না। ওসব আমরা বিক্রী করি না। ওই ওপাশের রেস্টুরেন্টে পাবেন। ওগুলো বিক্রী করা বে-আইনী।'

শিবাজী ছেলেটিকে দেখল। তারপর দুটো বড় হুইস্কির বোতল কিনে হাতে ঝুলিয়ে গাড়িতে চলে এল। চৌমাথায় দাঁড়ানো মানুষেরা এই দৃশ্য অবাক হয়ে দেখল। ওই দোকান থেকে যারা মদ কেনে তারা এইভাবে দেখিয়ে দেখিয়ে নিয়ে যায় না। সামন্তবাবু আঁতকে উঠেছিলেন। শিবাজী বোতল দুটো পেছনের সিটে ফেলে দিতে তিনি সসঙ্কোচে বললেন, 'এ আপনি আনতে গেলেন কেন? ওদের বললে বাংলোয় পৌঁছে দিত।' শিবাজী স্টিয়ারিং-এ বসে জিজ্ঞাসা করল, 'কেন, কি হয়েছে?'

'না, মানে, আপনাকে মানায় না।'

হঠাৎ মাথার ভেতরে আগুন জ্বলে উঠল শিবাজীর। ইঞ্জিন বন্ধ করে সে ঘুরে বসে জিজ্ঞাসা করল, 'আমাকে কি মানায় সামন্তবাবু? বাংলোয় বসে পা নাচাবো আর আপনারা চাকরের মত সব সময় হাতজোড় করে থাকবেন, আর ম্যানেজার

BANGLAPDF.NET

ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে আড্ডা মারতে পারব না, শনিবার ক্লাবে গিয়ে হুল্লোড় করব আর আপনারা যখন সেলাম করবেন তখন অবহেলায় অন্যদিকে তাকিয়ে থাকব—এই তো ? আমাকে কি মানায় না মানায় সেটা আমি জানি। দয়া করে এ ব্যাপারে আমাকে কোন কথা বলবেন না।'

ওর কথার উত্তাপে কুঁকড়ে গিয়েছিলেন সামন্তবাবু। কোনরকমে বলতে পারলেন 'আমি স্যার ঠিক ওকথা—মানে—!'

'চুপ করুন।' শিবাজী গাড়ি চালু করল। ওর ইচ্ছে করছিল এখনই বোতলটা খুলে প্রকাশ্যে খায়। নিজের গাড়ির মধ্যে খাওয়াটা নিশ্চয়ই বে-আইনী নয়।

সামনের আয়নায় চোখ রেখে সে দেখল সামন্তবাবু মুখ নিচু করে বসে আছেন। বৃদ্ধের মুখ খুব করুণ হয়ে গেছে। তৎক্ষণাৎ ইচ্ছেটাকে বাতিল করল শিবাজী।

গ্যারেজের সামনে এসে প্রথমে লক্ষ্য করেনি। তিনটে গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। সামন্তবাবু দরজা খুলে নেমে গেলেন খবর নিতে। ঠিক সেই সময় বাবুরাম আগর ওয়াল নেমে এলেন একটা গাড়ি থেকে। দু হাত জড়ো করে বললেন, 'নমস্তে বাবুজি, আবার আপনার সঙ্গে দেখা হল।'

শিবাজী একটু চমকে গিয়েছিল। সেটা সামলে হেসে বলল, 'মনে হচ্ছে এখন আমাদের ঘন ঘন দেখা হবে।'

বাবুরাম বলল, 'সে তো ভাল কথা। এইমাত্র খবর পেলাম আপনিই ওই হত-চ্ছাড়া চা-বাগানটার ম্যানেজার হয়ে এসেছেন। তা কি মনে হয়, ওটাকে মানুষ করতে পারবেন ?'

'দেখি।'

'গোল্ডেন টি এস্টেট থেকে তো সরে পড়তে হয়েছিল, তা এরা আপনাকে খুঁজে বের করল কি করে ?' মিটিমিটি হাসছিল বাবুরাম।

'যাদের গরজ থাকে তারা খুঁজে নেয়। এই যেমন আপনি আমার সম্পর্কে এত খোঁজ খবর নিয়েছেন।' শিবাজী তাকিয়ে দেখল সামন্তবাবু এগিয়ে আসছেন ; পেছনে চাকা দুটো নিয়ে মেকানিকস আর বুটুবাবু। সে ব্যাগ খুলে একটা পাঁচ টাকার নোট বের করে বলল, 'সামন্তবাবুকে দিয়ে দিন, অনেক সময় নষ্ট করেছে আমার জন্য।'

চাকা দুটো তুলে দিয়ে সামন্তবাবু নোটটা মেকানিকসের হাতে দিতেই বুটুবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ছি ছি ছি, একি করছেন স্যার ! না না দিতে হবে না।'

শিবাজী লক্ষ্য করেছিল বাবুরামকে দেখামাত্রই সামন্তবাবু কেমন মিইয়ে গিয়েছেন। জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন একপাশে। সে ওঁকে ডাকল, 'কি হল, উঠে পড়ুন। নাকি পুরনো মালিককে দেখে ভক্তি জানাবেন !'

সামন্তবাবু উঠতেই বাবুরাম বলল, 'বাবুজি, আপনি কাল গাড়ি বিক্রী করার

Banglapdf.net Exclusive!

কথা বলছিলেন না ? তা ভাড়া গাড়িতে না চড়ে আমার একটা কিনেই নিন, সস্তায় পড়বে। চাকরদের কেউ ভক্তি করে না, যদি করে তো মালিককেই করে।' বলে সোজা চলে গেলেন নিজের গাড়ির দিকে।

শিবাজী এক পলক তাকিয়ে থেকে মাথা নাড়ল। না না, এখনই ঝগড়াঝাঁটি করাটা ঠিক হবে না। পায়ের তলায় মাটি না থাকলে কুমিরের সঙ্গে লড়াই করা উচিত নয়। সে গাড়ি ছাড়তেই পেছন থেকে সামন্তবাবু বলে উঠলেন, 'উঃ কি ডেঞ্জারাস লোক !'

'কার কথা বলছেন ? আপনার প্রাক্তন মালিক তো বেশ কথা বলেন !' গাড়ি চালাতে চালাতে বলল শিবাজী।

'ওই মুখ মিষ্টিটাই ছিল। কুরে কুরে বাগানটার সর্বনাশ করে দিয়ে গেছে।'

'কিন্তু আপনি ওকে দেখে এত ভয় পাচ্ছিলেন কেন ? এখন তো বাবুরাম আপনার মালিক নয়।' শিবাজী হেসে আয়নায় চোখ রাখল।

সামন্তবাবু সজোরে মাথা নাড়লেন, 'না স্যার, আপনি ওকে এত লাইটলি নেবেন না। ও যা ইচ্ছে করতে পারে।'

বাবুদের কোয়াটার্সের সামনে এসে শিবাজী চট করে রাস্তা ছেড়ে মাঠে নামল। সামন্তবাবুর কোয়াটার্সের সামনে দাঁড়িয়ে গাড়ি থামিয়ে সে বলল, 'বেলা হয়েছে সামন্তবাবু, যান নাওয়া খাওয়া শেষ করে আসুন।'

সামন্তবাবু খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলেন, 'আপনি আমাকে বাড়ি অবধি পৌঁছে দিলেন স্যার ! ছি ছি ছি !'

'ছি ছি কেন ?'

'আপনি হলেন ম্যানেজার আর আমি—!' সামন্তবাবুর কথা থেমে গেল। দুটি ছেলে মেয়ে এবং একজন বয়স্কা দরজা খুলে বিস্ফারিত চোখে এদিকে তাকিয়ে আছে। সামন্তবাবু দরজা খুলে নেমে নমস্কার করতেই শিবাজী মত পাল্টালো। গাড়ি থেকে সটান নেমে এসে বলল, 'সামন্তবাবু, আপনার কোয়াটার্সটা আমি দেখব।'

'আমার কোয়াটার্স কেন স্যার ?' খুব ঘাবড়ে গেলেন ভদ্রলোক।

'ম্যানেজার হিসেবে আপনারা কেমন আছেন সেটা দেখা আমার কর্তব্য। উনি কি আপনার স্ত্রী ?' মহিলাকে ইঙ্গিত করল শিবাজী।

'হ্যাঁ স্যার। আমার ওয়াইফ।'

শিবাজী সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে নমস্কার করল, 'আমি এখানে এসেছি ম্যানেজার হিসেবে।'

ভদ্রমহিলা বোধহয় বাইরের লোকের সঙ্গে কথা বলতে অভ্যস্ত নন। সসংকোচে ঘোমটা আর একটু টেনে দিলেন।

শিবাজী বলল, আপনার ওপর একটা দায়িত্ব দেব। অন্যান্য বাবুদের স্ত্রীদের সঙ্গে আলাপ করে আপনারা এখানে কি কি জিনিসের অভাব বোধ করছেন তার

BanglaPDF.NET

একটা লিস্ট করুন। সেইটেই আমি পেতে চাই। আমার কথা আপনি বুঝতে পারছেন ?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন মহিলা। বোঝা যাচ্ছে খুব অবাক হয়েছেন ভদ্রমহিলা। এক দৃষ্টিতে তিনি এখন শিবাজীকে দেখছেন। সামন্তবাবুকে বাকী কাজগুলোর কথা মনে করিয়ে দিয়ে শিবাজী গাড়ি নিয়ে আবার রাস্তায় উঠে এল। চা-বাগানের ভেতরে ঢুকে ওর সমস্ত শরীরে অস্বস্তি শুরু হল। হাত বাড়িয়ে একটা বোতল তুলে নিয়ে গাড়ি থামাল তারপর ঢাকনা খুলে খানিকটা গলায় ঢেলে দিল। জ্বলতে জ্বলতে মদ পেটে নামছে। প্রথমে শরীরটা গুলিয়ে উঠল। শিবাজী ঠোঁটে ঠোঁট চেপে সেটাকে সামলালো। তারপরেই চমৎকার হালকা হয়ে গেল শরীরটা। এখন একটু জল পেলে হতো। আরও কিছুটা কাঁচা মদ খেয়ে নিয়ে শিবাজী গাড়ির স্টিয়ারিং ধরল। খুব ধীরে গড়িয়ে গড়িয়ে সে গাড়ি চালাচ্ছিল। বাবুরাম আগরওয়াল তাহলে লাভবার্ডে এসে গেছে। কিন্তু ওরা আসছে না কেন ? য়ুনিয়নের লোকজন তার সঙ্গে নিজে থেকে আলাপ করতে না এলে সে যোগাযোগ করবে না। দাঁতে দাঁত চেপে শিবাজী বলল, 'কাওয়ার্ড।'

সাঁকোর কাছে পৌঁছবার আগে বোতলের এক-চতুর্থাংশ খালি হয়ে এসেছিল। শিবাজীর মাথার ভেতরটা ঝাঁ ঝাঁ করছিল। চোখের সামনে অফিসবাড়িটা দেওয়ালে টাঙানো হাওয়ায় দোলা ক্যালেন্ডার হয়ে যাচ্ছে। সে গাড়ি থামাল আর সঙ্গে সঙ্গে ঝনঝন শব্দ হল। অস্পষ্ট চোখে সে দেখল গাড়ির বনেটে আস্ত থান ইট এসে পড়ল। তৎক্ষণাৎ গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল শিবাজী। মাটিতে পা রাখতেই শক্ত হল শরীর। না চোখের সামনে কেউ নেই। ইঁটটা তুলে নিল সে বনেট থেকে। এটা আর একটু ওপর দিয়ে এলে সামনের কাঁচ চুরমার হতো।

শিবাজী একটু এগিয়ে চিৎকার করল, 'যে ইট ছুঁড়েছে সে সামনে এসে বলো কি চাই। আমাকে মেরে কি লাভ হবে ?'

কেউ সাড়া দিল না। দু পাশের অনেক গাছপালা এবং ছোট্ট নদী প্রায় স্থির। শিবাজী বাংলোর সামনে গাড়ি দাঁড় করাতেই দেখল কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। ওকে দেখেই তারা সেলাম করল।

গাড়ি থেকে নেমে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কি চাই ?'

একটি লোক বলল, 'হামলোক ভুখা হ্যায় সাব।'

অবহেলায় পকেট থেকে ব্যাগ বার করে সে একটা নোট ছুঁড়ে দিয়ে টলতে টলতে বাংলোর ভেতরে ঢুকতেই থমকে দাঁড়াল। বাংলোর সিঁড়ির নিচের ধাপে মিসেস সোম দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর দৃষ্টি শিবাজীর মুখের ওপর স্থির। মাথাটা কিছুতেই পরিষ্কার হচ্ছে না। তবু সে জড়ানো গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কি চাই ?'

ভদ্রমহিলা হাসলেন। শিবাজী বুঝতে পারল তাতে ঘৃণা এবং অবহেলা ঠিকরে উঠেছে। তারপর নিঃশব্দে ওর পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল।

শিবাজী শূন্যে হাত নাড়ল। তারপর টলতে টলতে ওপরে উঠে নিজের

Banglapdf.net Exclusive!

বিছানায় আছড়ে পড়ল। স্প্রিং-এর খাটটা প্রচণ্ড প্রতিবাদ করে চুপ করে গেল। শিবাজীর খুব ঘুম পাচ্ছিল।

চোখ খুলে মনে হল সবে সকাল হয়েছে। তারপরই মাথাটা ভার ভার লাগল। শিবাজী দেখল সে বিছানায় শুয়ে রয়েছে, জুতো খোলা মাথা বালিশে। কেউ তাকে সযত্নে শুইয়ে দিয়ে গিয়েছে। সে বিছানা ছেড়ে দেখল এখন ভর-বিকেল। চারধারে ঝিঁঝির শব্দ ছড়িয়ে পড়েছে। চোখে মুখে জল দিয়ে বাইরে আসতেই খানসামা সেলাম করে সামনে এসে দাঁড়াল, 'সাব, খানা—!'

শব্দটা শুনেই মনে পড়ল আজ সারাদিন সে প্রায় অভুক্ত রয়েছে। অথচ তেমন খিদেও পাচ্ছে না। ঘাড় নেড়ে শিবাজী বলল, 'এক কাপ চা করে দাও। ওটা রাত্রে খাব।'

খানসামা যেন বিষণ্ণ হল। 'বড়া বাবু আয়া হ্যায় সাব।'

শিবাজী বারান্দায় এসে দেখল সামন্তবাবু বসে আছেন। এর মধ্যে তার বাংলোয় বেতের চেয়ার এবং চা-গাছের টেবিল এসে গিয়েছে। যাক, ভদ্রলোক করিৎকর্মা আছেন। ওকে দেখেই সামন্তবাবু উঠে নমস্কার করে একটা খাম এগিয়ে ধরল।

শিবাজী খামটা নিয়ে বিরক্ত গলায় বলল, 'যতবার দেখা হবে ততবার নমস্কার করবেন না তো। বিরক্তিকর। কার চিঠি?'

সামন্তবাবু বললেন, 'য়ুনিয়নের। আমার বাড়িতে দিয়ে গেছে আপনাকে দেবার জন্য। আজকেই উত্তর চায়।'

শিবাজী চিঠিটা পড়ল। লাভবার্ড চা-বাগানে কাজ শুরু করার আগে কোম্পানীর উচিত শ্রমিক-য়ুনিয়নের সঙ্গে কথা বলা। যে অবিচার এবং অন্যায় এত দিন ধরে শ্রমিকদের ওপর করা হয়েছে যার জন্যে তারা আজ বিধ্বস্ত তার সুরাহা না করে কোন কাজ এই চা-বাগানে করা যাবে না। ম্যানেজারকে এই সঙ্গে সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে যে তিনি যেন সাধারণ শ্রমিকদের ক্ষুধার সুযোগ নিয়ে তাদের বিপথগামী না করেন। কোনরকম প্রতারণা এই বাগানে বরদাস্ত করা হবে না। ম্যানেজার অবিলম্বে এই বাগান ছেড়ে চলে যান এবং অন্য কোথাও য়ুনিয়নের সঙ্গে আলোচনায় বসুন। সেই সময় কোম্পানীর হয়ে যে-কোন সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা তার যেন থাকে। একথা মনে করা হচ্ছে যে ম্যানেজারের উপস্থিতি লাভবার্ড চা-বাগানের শ্রমিক সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলছে।

চিঠিটা পড়ে শিবাজী জিজ্ঞাসা করল, 'উত্তর কে নিয়ে যাবে?'

'রাত্রে আমার বাড়িতে আসবে।'

শিবাজী একমুহূর্ত চিন্তা করল। এ চিঠির উত্তর দেওয়া উচিত হবে কি না। প্রথমে ঠিক করেছিল দেবে না। এইরকম ঔদ্ধত্যের সঙ্গে ভদ্রতা করা ঠিক নয়। কিন্তু তারপরেই মনে হল তাতে দূরত্ব বেড়ে যাবে। লাভবার্ডকে চালু করতে হলে ওদের সঙ্গে একটা সমঝোতা প্রয়োজন। কাছাকাছি হলে তার পক্ষে লড়াই করা

Banglapdf.net Exclusive!

সহজ হবে। সে ভেতরে এসে লক্ষ্য করল এখানেও চেয়ার আর চা-গাছের টেবিল সাজানো হয়েছে। গাড়ি থেকে তার মদের বোতল তুলে এনেছে কেউ। সেনসাহেবের দেওয়া টমসন এণ্ড হিউসের প্যাড খুলে সে লিখল ; যেহেতু লাভবার্ড কোম্পানির অধিকারে তাই কোন অবস্থাতেই তার পক্ষে চা-বাগান ছেড়ে যাওয়া সম্ভব নয়। শ্রমিকদের কল্যাণ যদি কাম্য হয় তাহলে যে কোন দিন তার সঙ্গে কথা বলা যেতে পারে। এ ব্যাপারে সে তাঁদের সঙ্গে কথা বলবে যাঁরা শ্রমিকদের যথার্থ প্রতিনিধি।

চিঠিটা সামন্তবাবুর হাতে দিয়ে শিবাজী জিজ্ঞাসা করল, 'তালা ভেঙেছেন ?'

সামন্তবাবু মাথা নাড়লেন, 'না স্যার। আপনি সামনে না থাকলে—।'

'বেশ। কাল সকালে লোকজন নিয়ে চলে আসবেন। আর এখানে যতগুলো কুলি-লাইন আছে তাদের সর্দারদের খবর পাঠান। যতদিন কাজ না হচ্ছে ততদিন তাদের একটা আর্থিক সাহায্য কোম্পানি দেবে যাতে প্রত্যেকের পেটে কিছু খাবার যায়। আপনার টাকার দরকার আছে নিশ্চয়ই।'

মাথা চুলকালেন সামন্তবাবু, হ্যাঁ—মানে—।'

সামন্তবাবুকে বিদায় করে এক কাপ চা খেল শিবাজী। খুব দ্রুত সন্ধ্যে হয়ে আসছে। কিন্তু আজ দিনের আলো মিলিয়ে যাওয়ার আগেই আকাশে প্রকাণ্ড চাঁদ লাফ দিয়ে উঠে বসল। তিরতিরে জ্যোৎস্নায় আবছা অন্ধকারটা দ্রুত মিশে গিয়ে খুব শান্ত করে দিল লাভবার্ডকে। শিবাজী বাংলো থেকে নেমে এল নিচে। সিঁড়ির কাছে একটা লোক নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে। ওকে দেখে সেলাম করল। এটি সেই সকালে ঠিক করা গার্ডদের একজন। সে ভাবল লোকটা কতটা বিশ্বাসী ? মাঝ-রাত্রেই এর স্বরূপ পালটে যাবে না তো ! কিন্তু কিছু করার উপায় নেই। একটা লোক বাংলোয় পাহারার জন্যে আছে এটা ভাবলেও অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। গেটের কাছে আসতেই শিবাজীর চোখ পড়ল পাশের বাংলোর দিকে। আর সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড আকর্ষণ বোধ করতে লাগল সে। তার মনে পড়ল দুপুরে ভদ্রমহিলা তার দিকে কি দারুণ ঘৃণা নিয়ে তাকিয়েছিল। না, এখন যাওয়াটা উচিত হবে না। পুরো একটা দিন কেটে গেল এখানে। কিন্তু কোন কাজ হল না। এখনও সে জানে না মণীশ সোমের সঠিক অবস্থা কি। এখনও লাভবার্ডকে শান্ত করার কোনও রাস্তা খুঁজে পায়নি। আজ সকালে পুলিসগুলো যদি না আসতো তাহলে হয়তো কুলিদের সঙ্গে একটা ব্যবস্থায় আসা যেত। হঠাৎ তার খেয়াল হল দুপুরে ভদ্রমহিলা তার বাংলোয় এসেছিলেন কেন ? কোন বিশেষ প্রয়োজন ছিল কি ? না কি কুকুরটার খবর পেয়েছিলেন ! মণীশ সোমের কুকুরকে তার বাংলোর ঘরে মেরে ফেলে রাখল কেন ওরা ? শিবাজীর মনে হল তার কর্তব্য একবার গিয়ে ভদ্রমহিলার খবর নেওয়া। সেই চাপা আকর্ষণটাকে ও চটপট প্রয়োজনের পোশাক পরিয়ে দিয়ে স্থির হল।

গেট খুলে নির্জনে পা বাড়াল শিবাজী। নিস্তব্ধ হয়ে রয়েছে বাংলোটা। একটাও শব্দ নেই কোথাও। ওরা কি ভেতরে নেই ? শিবাজী একটু ইতস্তত করল।

Banglapdf.net Exclusive!

তারপর চুপচাপ বারান্দায় উঠে এল। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠবার সময় সে সতর্ক ছিল যেন কোন শব্দ না হয়। দোতলায় উঠেই মানুষের গলা শুনতে পেল শিবাজী। পুরুষ কণ্ঠে কেউ কিছু বলছে। শব্দটা আসছে একদম কোণের ঘর থেকে। খুব অবাক হয়ে গেল সে। এখন এই বাংলোয় কোন পুরুষের থাকার কথা নয়। পা টিপে টিপে সে ঘরটার সামনে এল। দরজা ভেজানো। নিঃশব্দে কান পাততেই শুনতে পেল পুরুষটি বলছে, 'আপনার উচিত কোম্পানিকে লেখা।'

'কিন্তু মণীশ যদি বেঁচে না থাকে!'

'তার কোন প্রমাণ নেই। এই অবস্থায় ম্যানেজার হিসেবে কোম্পানি কাউকে পাঠাতে পারেন না।'

'কিন্তু উনি সেটা অস্বীকার করেছেন।'

'মিথ্যে কথা।'

'বেশ। কিন্তু আপনি আমাকে কথা দিয়েছেন—।'

'আমি কথা রাখব।'

'মণীশ যদি না থাকে তাহলে যে কি করব—!' মিসেস সোমের গলা ভেঙে এল। শিবাজী আর একটু এগোল। সামনেই কাচের জানলা। ভেতরে যদিও পর্দা ঝোলানো তবু তার ফাঁক দিয়ে সে তাকাতেই চমকে উঠল। মুখে সামান্য দাড়ি, পোশাক খুব বিন্যস্ত নয়, হাতে সিগারেট জ্বলছে, একটা চেয়ারে শরীর এলিয়ে যে কথা বলছে তার দিকে তাকিয়ে মাথায় আগুন জ্বলে উঠলেও কোনরকমে নিজেকে সামলালো সে। লোকটি বলল, 'আপনার কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন মহিলা। ঝালর দেওয়া একটা ম্যাক্সি ওঁর পরনে। খুব বিষণ্ণ লাগছিল ওঁকে। লোকটি বলল, 'আমার সঙ্গে আপনার আলাপ আছে একথা ওকে জানানোর দরকার নেই। মনে রাখবেন, যতদিন মিস্টার সোমকে না পাওয়া যাচ্ছে ততদিন আপনি এখানে নিশ্চিন্ত।'

'কিন্তু আমার তাতে কি লাভ?'

'এত করে বোঝাই তবু কেন বুঝছেন না।' লোকটি হাসল, 'আর হ্যাঁ, কুলি লাইনে ঘোরাফেরা বন্ধ করবেন না। ওটা আমাদের খুব কাজে লাগবে। সবাই আপনার সম্পর্কে খুব সহানুভূতিশীল। আমি আজ উঠি। আপনি মন ঠিক করুন।' লোকটি চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াতেই শিবাজী দ্রুত পিছিয়ে গেল। কিন্তু সিঁড়ির কাছে পৌঁছে যাওয়ার আগেই ও-ঘরের দরজা ঠেলে সে বেরিয়ে আসতে পারবে। এক লহমায় শিবাজী দেখে নিল পাশের ঘরের দরজা ঈষৎ খোলা। প্রথমে সেটাকে খোলা দেখেছিল কি না খেয়াল নেই কিন্তু সে আর সময় নষ্ট করল না। চকিতে সেই ঘরটায় ঢুকে পড়ল। প্রায়-অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না কিন্তু বাইরের বারান্দায় পায়ের শব্দ হল। লোকটি যেন নেমে যেতে যেতে দাঁড়াল তারপর আওয়াজটা দ্রুত মিলিয়ে গেল।

শিবাজী বুঝতে পারছিল না মিসেস সোম বারান্দায় রয়েছেন কি না। এখনই

Banglapdf.net Exclusive!

বাইরে বের হলে মুখোমুখি দেখা হয়ে যেতে পারে। সে আরও খানিকটা অপেক্ষা করল। মিসেস সোমের সঙ্গে সীতেশের কি সম্পর্ক? ওঁর ঘরে সীতেশকে দেখে সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে শিবাজীর। কোম্পানির অনুমান যদি ঠিক হয় তাহলে মণীশ সোমকে ইলোপ বা খুন করেছে সীতেশরাই। সেই সীতেশের সঙ্গে মণীশের স্ত্রীর এত ভাব কি করে হয়? ভদ্রমহিলাকে কিছুতেই বোঝা যাচ্ছে না। শিবাজীর আফসোস হল। এই ঘরে না ঢুকে আগে থাকতেই নিচে অপেক্ষা করলে সীতেশের হদিশ পাওয়া যেত অনুসরণ করলে। লাভবার্ড টি এস্টেটের শ্রমিক য়ুনিয়নের একটা বড় মাতব্বর হল সীতেশ। সে এসে ম্যানেজারের স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করছে। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে শিবাজীর মনে হল সে এই ঘরে একা নেই। খুব মৃদু হলেও কারও নিঃশ্বাস পড়ছে এখানে। মুখ ফিরিয়ে সে কাউকে দেখতে পেল না। অদ্ভুত একটা শির-শিরানি এল শরীরের। চকিতে সে বারান্দায় পা রেখে দু' পাশে তাকাল। না, বারান্দায় কেউ নেই। মিসেস সোম বোধহয় ঘর ছেড়ে বের হননি। নিঃশব্দে নীচে নেমে এল সে। চাঁদের রঙ আরও ঘন হয়েছে, তকতকে জ্যোৎস্নায় মাখামাখি পৃথিবী। শিবাজী ঘুরে দাঁড়াল। না, এভাবে ফিরে যাওয়াটা ঠিক হবে না। ঝালর দেওয়া মাস্কি তাকে টানছিল।

সে আবার উঠে এল, এবার সশব্দে, জাগন দিয়ে, যেন এই প্রথম আসছে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে একটু কাশল, 'আসতে পারি?'

এবার প্রথম ঘরটার দরজা খুলে গেল। সেই মেয়েটি দাঁড়িয়ে। চোখে বিস্ময় কিন্তু দুটো ঠোঁটে ঈষৎ হাসি খেলে গেল। তারপরেই সে পাশের ঘরে গিয়ে কিছু বলতেই মিসেস সোম এসে দরজায় দাঁড়ালেন। মেয়েটিকে আর দেখা গেল না। ম্যাক্সি শরীরে লতিয়ে রয়েছে, মিসেস সোম খুব অবাক চোখে তাকালেন। শিবাজী নমস্কার করল, 'হয়তো অসময়ে বিরক্ত করলাম—।'

মহিলা খুব স্বাভাবিক ভঙ্গীতে এগিয়ে এসে বারান্দার চেয়ারে বসে ওকে হাত বাড়িয়ে আর একটা চেয়ার দেখিয়ে দিলেন। শিবাজী ওঁর চাহনিতে একটা শীতল স্পর্শ পেল। বাইরের পৃথিবীতে যে জ্যোৎস্নার ঝড় উঠেছে তার বিন্দুমাত্র ভদ্রমহিলাকে যেন স্পর্শ করছে না। সে উল্টোদিকের চেয়ারে বসে হাসল, 'আপনি আজ দুপুরে আমার ওখানে গিয়েছিলেন, কোন দরকার ছিল?'

মিসেস সোম বললেন, 'আমি ভাবতে পারছি না কোম্পানি একজন মাতালকে এইরকম পরিস্থিতিতে কি করে পাঠাল!'

শিবাজী চমকে উঠল। ওর মুখে আচমকা রক্ত জমল। সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ চোখে ভদ্রমহিলাকে কিছু বলতে গিয়েও সামলে নিল। তারপর খুব তেতো গলায় বলল, 'সাধারণ মানুষের চেয়ে কখনও কখনও মাতালরা বেশি কাজের হয়, তাই বোধহয়। আমি দুঃখিত আজ আপনাকে আপ্যায়ন করতে পারিনি।'

'তার দরকার নেই।'

'আপনার কুকুর কি হারিয়েছে?'

Banglapdf.net Exclusive!

'জানি। ওকে আপনার বাংলোয় কেউ খুন করেছে। আমি ভাবতে পারছি না ওই অবলা প্রাণীটিকে খুন করে কার কি লাভ হল!'

'আশা করি আপনি জানেন আমি আসার আগেই ওকে খুন করা হয়েছিল! আমার বিশ্বাস মিস্টার সোমের ঘটনাটার পরেই এটি হয়।'

'আপনি ভাবছেন মিস্টার সোম মারা গেছেন?'

'না, আমি কিছুই ভাবছি না।'

'কিন্তু উনি মারা গেলে আপনি লাভবান হবেন। শুনুন, আপনি এখানে থাকলে ওকে ফিরে পাওয়া আমার পক্ষে অসুবিধেজনক হবে। আমি চাই আপনি অবিলম্বে বাগান ছেড়ে চলে যান।'

'কিন্তু কোম্পানি তা চায় না। মিসেস সোম, কোম্পানি ইচ্ছে করলে একজন ম্যানেজার বর্তমান থাকতেও আর একজনকে তার জায়গায় পাঠাতে পারে। এক্ষেত্রে মিস্টার সোম অনুপস্থিত, অতএব কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। আমি বুঝতে পারছি কথাগুলো আপনার নয়। কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই।'

'একটা মাতালের সাহায্য? আপনার সম্পর্কে এখানকার শ্রমিকরা কি ভাবতে শুরু করেছে খোঁজ নিন। যতই আপনি টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করতে চান আসলে মানুষ যা ভাববার তা ভাববেই।'

'না। যদি ওরা কিছু ভাবে আমার ড্রিংক করার জন্যে তাহলে সেটা ওদের ভাবানো হচ্ছে। এখানকার শ্রমিক য়ুনিয়ন নির্বাচিত নয়। যারা এর নেতা তাঁদের সততা সম্পর্কে আমার সন্দেহ আছে।'

'নতুন কথা নয়। চিরকালই মালিকপক্ষ একথা বলে থাকে। আপনি সীতেশ-বাবুকে চেনেন? হি ইজ পারফেক্ট জেন্টলম্যান। নিজের ক্যারিয়ারের দিকে না তাকিয়ে তিনি শ্রমিকদের উপকারের জন্য এদের মাঝে রয়েছেন। এসব কথা আমাকে শুনিয়ে কোন লাভ নেই।' মিসেস সোম উঠে দাঁড়ালেন। যেন আর কোন কথা বলার দরকার নেই, 'আমি কোম্পানিকে লিখব।'

'তা লিখুন।' শিবাজী হাসল, 'সীতেশ আপনাকে কি বুঝিয়েছে?'

'মানে?'

'সে যদি জনদরদী হবে তাহলে আপনার স্বামীকে ইলোপ করল কে?'

'কিছু হুলিগানস্। সীতেশরা নয়।'

'কি লাভ তাদের। আর এই চা-বাগানে একটা মানুষকে গুম করে রাখা হয়েছে অথচ নেতারা জানে না এ আমি বিশ্বাস করি না।'

'হয়ত কোম্পানিই ওকে গুম করিয়েছে যাতে শ্রমিকরা বিপদে পড়ে। চাপ দিয়ে যাতে কাজ আদায় করা যায়।'

'কি বলছেন আপনি!'

'এই সম্ভাবনাও আছে, তাই না?'

BANGLAPDF.NET

'কে বুঝিয়েছে একথা, সীতেশ ?'

'কেন, মিথ্যে কথা ? প্রমাণ করতে পারেন ?'

'তার দরকার নেই। কেননা যে আপনাকে বুঝিয়েছে তাকে আমার চেয়ে আর কেউ বেশী চেনে না। যিনি চিনতেন তিনি আর নেই।'

'কে ?'

'আমার মা। মিসেস সোম, সীতেশ আমার মায়ের পেটে জন্মেছিল।' শিবাজী উঠে দাঁড়াল। তারপর আর একটি কথাও না বলে নিচে নেমে এল। লন পেরিয়ে গেটে এসে সে মুখ ফেরাল না। কারণ তার সমস্ত ইন্দ্রিয় বলছিল আজ মিসেস সোম বারান্দা ছেড়ে যেতে পারেননি।

BANGLAPDF.NET

চল্লিশ মিনিট ধরে ওঁদের কথা শুনে গেল শিবাজী। একটার পর একটা দাবী। প্রতিটি মেনে নেওয়া যে অসম্ভব, শিবাজীর মনে হল একথা ওরাও বোঝে। প্রথম দাবী, যে কয় মাস কাজ হয়নি তার পুরো বেতন সমস্ত শ্রমিক কর্মচারীকে দিতে হবে। দুই, পে-স্কেল পুনর্বিন্যাস করতে হবে। তিন, শতকরা বিশ ভাগ বোনাস ঘোষণা করতে হবে। চার, বাগানের দায়িত্বপূর্ণ পদে শ্রমিকদের ছেলেদের নিতে হবে! পাঁচ, বাগানে কোন সমস্যা দেখা দিলে কোম্পানি সমাধানের চেষ্টা করবে না, য়ুনিয়নের নির্বাচিত একটা কমিটির কাছে তা পাঠাতে হবে। কমিটি যে রায় দেবে কোম্পানিকে মেনে নিতে হবে।

দাবীগুলো শুনতে শুনতে এঁদের মুখের দিকে তাকিয়েছিল শিবাজী। দুজন মদেসিয়া এবং একজন বাঙালি। প্রত্যেকেই বেশ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এবং দেখলেই বোঝা যায় কোন কায়িক পরিশ্রম করেন না। এঁরা ঠিক সময়ে এসেছেন শিবাজীর বাংলোয়। প্রত্যেকের পোশাক পরিষ্কার। যে জিপটা ওঁদের এনেছে সেটা বাংলোর সামনে দাঁড়িয়ে। ওঁদের বক্তব্য শেষ হলে শিবাজী জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা চা খাবেন ?' তিনজনই মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। তারপর বাঙালি ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন, 'না। ফয়সালা না হওয়া অবধি কিছু খেতে পারব না।'

'আপনারা কি এই বাগানের সঙ্গেই যুক্ত ?'

'মানে ?'

'লাভবার্ডে কাজ করেন ?'

'না। আমরা এদের রিপ্রেজেন্টেটিভ।'

'আপনাদের কি মনে হয় কোম্পানি সব দাবী মেনে নেবেন ?'

Banglapdf.net Exclusive!

'নাহলে এখানে কাজ হবে না।'

'শুনুন, পাঁচ নম্বরটা ছাড়া আপনাদের অন্যান্য দাবী যাতে মেনে নেওয়া যায় সেটা বোঝাতে আমি চেষ্টা করব। কিন্তু একটা শর্তে!'

তিনজনেই খুব বিস্মিত চোখে তাকালেন।

'মণীশ সোমের হদিশ দিতে হবে।'

বাঙালি ভদ্রলোক চটপট বললেন, 'রিয়েলি আমরা জানি না। সেদিন যে শ্রমিক বিক্ষোভ ঘটেছিল সেটা আমরা অর্গানাইজ করিনি। আমরা ঠিক করেছিলাম নতুন ম্যানেজারের সামনে আমরা শ্রমিকদের নিয়ে এই দাবীগুলো নিয়ে ধর্ণা দেব। কিন্তু তার আগেই হয়ে গেল ব্যাপারটা।'

'কিন্তু মিস্টার সোমকে কোথায় রাখা হয়েছে তা আপনাদের অজানা একথা বিশ্বাস করি কি করে।'

ভদ্রলোক হাত উল্টে বললেন, 'কিন্তু সেটাই সত্যি।'

'তাহলে আমার কিছুই করার থাকছে না।' হতাশ গলায় বলল শিবাজী।

'আপনি কি আমাদের ব্ল্যাকমেল করতে চাইছেন?' বাঙালি ভদ্রলোক উত্তেজিত গলায় বললেন।

'না। সেটা আমার স্বভাব নয়। আপনারা তাহলে একথাও জানেন না প্রথম রাত্রে কারা আমাকে খুন করতে এসেছিল?' শিবাজী সরাসরি জিজ্ঞাসা করল।

অন্য দুজন এবার চমকে উঠে একসঙ্গে বললেন, 'সে কি!' শিবাজী বুঝতে পারল এই অবাক হওয়াটা কিছুতেই অভিনয় হতে পারে না। বাঙালি ভদ্রলোক বললেন, 'তাজ্জব ব্যাপার। আপনি থানায় ডায়েরি করেছেন?'

'না।' হাসল শিবাজী, 'আমি আপনাদের সঙ্গে শত্রুতা করতে চাই না।'

'আপনি কিন্তু আবার আমাদের জড়াতে চাইছেন!'

'শুনুন। আমি জানি আপনারা য়ুনিয়নের নির্বাচিত প্রতিনিধি নন। আপনাদের সঙ্গে কথা বলা আইনসম্মত হচ্ছে না। তবু আমি চাই প্রত্যেকের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক রাখতে। ধরুন, এই মুহূর্তে আমি আপনাদের সমস্ত দাবী মেনে নিলাম, আপনারা তিনজনেই এই টেবিলে কথা দিয়ে যেতে পারবেন যে আগামীকাল থেকে কাজ শুরু হবে?' শিবাজী সোজা হয়ে বসল।

আচমকা এরকম প্রস্তাবে তিনজনেই মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। তারপর মদেসিয়া ভদ্রলোক বললেন, 'না। আমাদের সময় দিতে হবে।'

'কেন?'

'কারণ এ নিয়ে আলোচনা করব।'

'শুনুন, আপনারা যে কটা দাবী রেখেছেন সেগুলো সম্পর্কে আমার বক্তব্য হল, কোম্পানি যেদিন থেকে চা-বাগান কিনেছে সেদিন থেকে শ্রমিকদের দায়িত্ব তার, অতএব তার আগের বকেয়া মাইনে দেবার কোন প্রশ্ন ওঠে না। বেতনহার পুনর্বিন্যাস করার কথা কোম্পানি চিন্তা করবে। অন্য বাগানের চেয়ে যদি কম

BANGLAPDF.NET

টাকা দেওয়া হয় তাহলে আমি কথা দিচ্ছি এই দাবী মেনে নেওয়া হবে। বিশ পার্সেণ্ট বোনাস দেওয়ার প্রশ্ন এই সময়ে ওঠে না কারণ কোম্পানি বিরাট আর্থিক ঝুঁকি নিয়ে বাগান কিনেছে এবং আগামী এক বছরের মধ্যে উৎপাদন ভাল হবে বলে মনে হয় না। যতদিন কোম্পানি ভাল লাভ না করবে ততদিন সাড়ে আট পার্সেণ্টের বেশী বোনাস দেওয়া সম্ভব নয়। শ্রমিকদের যদি উপযুক্ত সন্তান থাকে তাহলে অবশ্যই কোন পদ খালি হলে তাকে বিবেচনা করা হবে। আর যেহেতু চা-বাগানটি কোম্পানির সম্পত্তি তাই কোন সমস্যা দেখা দিলে তা ম্যানেজারই সমাধান করবেন তবে ইচ্ছে করলে য়ুনিয়নের পরামর্শ চাইতে পারেন। এই হল বক্তব্য। আপনারা যদি শ্রমিকদের উন্নতি চান তাহলে আকাশকুসুম চিন্তা করে সেটাকে বন্ধ করে দেবেন না।'

এবার তিনজনেই উঠে দাঁড়ালেন, 'আজ বিকেলের মধ্যে এই ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য জানিয়ে দেব!'

শিবাজী মাথা নাড়ল। একটু বাদেই জিপের ইঞ্জিন সচল হতে সে ব্রিফকেস থেকে কাগজ বের করল, সেনসাহেবকে পুরো ব্যাপারটা জানাতে হবে। বৃদ্ধ নিশ্চয়ই উতলা হয়েছেন। তার দৈনিক রিপোর্ট দেবার কথা ছিল। কিন্তু রোগ অনেক গভীরে। এই অসুখ সহজে সারবে না।

পুলিসের উপস্থিতিতে ফ্যাক্টরি এবং অফিসের তালা খোলার কথা চিন্তা করে ছিল শিবাজী কিন্তু পরে মত পাল্টালো। এই মুহূর্তে ফ্যাক্টরি খুলে কোন লাভ নেই, তাতে অযথা টেনসন বাড়বে। শুধু অফিসঘর খুলে দেওয়া যাক। ওখানে কোন শ্রমিক কাজ করে না অথচ চা-বাগান চালু করতে গেলে প্রাথমিক কিছু কাজকর্ম এখনই শুরু করা দরকার যা অফিসঘর ছাড়া হবে না। এগারটার পর সামন্তবাবু এলে সে নিজে তালা ভাঙল। ফার্নিচার সবই ঠিকঠাক আছে কিন্তু ফাইলপত্রের অবস্থা দেখে সন্দেহ হল ওগুলো আস্ত আছে কিনা। সামন্তবাবু তার স্টাফদের নিয়ে এসেছিলেন। শিবাজী ওঁদের কাজে লাগতে বলল। প্রথমে কি কি প্রয়োজনীয় রেকর্ড নেই তার জরিপ আর তার আশু খরচের একটা বাজেট তৈরী করতে বলে বাইরে এল সে।

কি করে খবর রটে কে জানে, এখন অফিসের সামনে জনা দশেক মানুষ উবু হয়ে বসে আছে। ওকে দেখে নড়েচড়ে উঠল সবাই। সামন্তবাবু ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, 'বিভিন্ন লাইনের সর্দার এরা, খাবে বলে টাকা চাইছে।'

শিবাজী সামন্তবাবুকে বলল, 'না, আজ ওদের হাতে টাকা দেব না। আপনি বাজারের কোন দোকানের সঙ্গে ব্যবস্থা করুন যাতে প্রতিটি লাইনে চাল আর ডাল পৌঁছায়।'

সামন্তবাবু মাথা নাড়লেন, 'সেই ভাল স্যার।'

সামন্তবাবুকে সঙ্গে নিয়ে ব্যাঙ্কে গেল শিবাজী। সেখানে টাকাপয়সার ব্যবস্থা করে সে একা বেরিয়ে পড়ল। প্রথমে রিপোর্টটা পাঠানোর ব্যবস্থা করল। তারপর

Banglapdf.net Exclusive!

লাভবার্ড ছেড়ে রওনা হল। সমস্ত চা-বাগানের কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংস্থাটির অফিসে যখন পেঁছাল তখন প্রায় দুটো বাজে। সেখানে কথাবার্তা বলে বেশ অবাক হয়ে গেল শিবাজী। লাভবার্ড টি. এস্টেটের শ্রমিক য়ুনিয়নের তরফে যাঁরা তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন তাঁরা অনুমোদিত নন। আগরওয়ালা যখন মালিক ছিলেন তখন থেকেই এই চা-বাগানের শ্রমিক য়ুনিয়ন কেন্দ্রীয় সংস্থার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেছে। লাভবার্ডের শ্রমিকদের কষ্ট লাঘব করার জন্যে কেন্দ্রীয় সংস্থা এর মধ্যে যতবার এগিয়ে এসেছে ততবার ওখানকার নেতৃবৃন্দ তাদের প্রত্যাখান করেছে। যেহেতু এই নেতাদের প্রভাব লাভবার্ডের শ্রমিকদের ওপর অপরিসীম তাই কেন্দ্রীয় সংস্থার এ ব্যাপারে কিছু করার নেই। আগরওয়ালা চলে যাওয়ার পর লাভবার্ডের নেতারা কেন্দ্রীয় সংস্থার সঙ্গে সব রকম সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। তারা এখন কারো নাক গলানো পছন্দ করছে না। কেন্দ্রীয় নেতাদের অনুমান লাভবার্ডের শ্রমিক য়ুনিয়নের অন্যতম নেতা সীতেশ চ্যাটার্জীর রাজনৈতিক মতামতের সঙ্গে তাঁদের পার্থক্য থাকায় এই ঘটনা ঘটেছে। তবে গত কয়েক বছরে ওখানে কোন নির্বাচন হয়নি বা সীতেশ চ্যাটার্জীদের বিরোধীরা জোরদার হতে পারেনি।

এতক্ষণে পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার হল শিবাজীর কাছে। আগরওয়ালার সময় থেকেই এই য়ুনিয়ন আলাদা হয়ে গেছে এবং এদের পেছনে আর অন্যান্য বাগানের শ্রমিক সংস্থাগুলোর মদত নেই। কোন রাজনীতি এতগুলো মানুষকে অনাহারে রাখতে পারে না। যাক, এখন লড়াইটা আরও সহজ হয়ে গেল। সে ফেরার পথে একটা ডাকঘর থেকে টেলিগ্রাম করে দিল সেনসাহেবকে, লাভবার্ড য়ুনিয়ন কেন্দ্রীয় সংস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন।

খিদে পেয়েছিল খুব। কিন্তু স্নান না করলেই নয়। বাংলোর গেটে দাঁড়ানো গার্ড তাকে সেলাম করল। শিবাজী হন হন করে দোতলায় উঠে এসে দেখল তার ঘরের দরজা খোলা। একটু বিরক্ত হল সে। খানসামাকে বলে যেতে হবে ঘরের দরজা যেন বন্ধ রাখে। বাইরে অবশ্য গার্ড আছে তবু—। ঘরে ঢুকে সে দেখল টেবিলের ওপর খাবার চাপা দেওয়া রয়েছে। এর মানে কি? লোকটা তার জন্যে অপেক্ষা করতে পারল না। সে বাথরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে খানসামাকে ডাকল। চার-পাঁচবার ডাকা সত্ত্বেও কোনও সাড়া এল না নিচের কিচেন থেকে। কিচেনের দরজা বন্ধ। লোকটা খাবার ঢেকে রেখে না বলে চলে গেল? সে একবার ভাবল গার্ডকে ডেকে জিজ্ঞাসা করবে খানসামা কিছু বলে গিয়েছে কিনা। কিন্তু এত খিদে পেয়েছে যে ব্যাপারটা পরেই জানা যাবে ঠিক করে সে স্নান করে নিল। পোশাক পাল্টে খাওয়ার টেবিলে বসে ওর কপালে ভাঁজ পড়ল। সামনে রাখা হুইস্কির বোতল দুটোর একটার মুখ খোলা। তার মানে কেউ খেয়েছে। কে খেতে পারে? এই ঘরে খানসামা ছাড়া অন্য কেউ নিশ্চয়ই ঢোকেনি। মাথায় আগুন চড়ে গেল। সে টেবিল ছেড়ে পেছনের দরজা দিয়ে নিচে নেমে এল। চাপা গলায় সে ডাকল, 'খানসামা!' কোন সাড়া নেই। জায়গাটা যেন হঠাৎই আরও নির্জন হয়ে

Banglapdf.net Exclusive!

গেল। সে কিচেনের দরজায় কোন তালা দেখতে না পেয়ে সামান্য ঠেলতেই ওটা খুলে গেল। ঘরটা অন্ধকার। রান্না হয়ে যাওয়ার পর লোকটা একটুও পরিষ্কার করেনি। দরজা সম্পূর্ণ খুলে দেওয়ায় যে আলোটুকু ঢুকেছিল তাতেই দেখা গেল হাঁড়ি কড়াই ওল্টানো। আর একটা কালচে তরল পদার্থ গড়িয়ে গড়িয়ে ঘরের মাঝখানে এসে থেমে গেছে। শিবাজী ঘরে ঢুকে স্তব্ধ হয়ে গেল। কোণার জানলার নিচে খানসামা চিৎ হয়ে পড়ে আছে। তার গলার ক্ষত থেকে প্রচুর রক্ত বেরিয়ে মেঝেতে ছড়িয়ে পড়েছে। সতর্ক পায়ে শিবাজী খানসামার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। দুটো চোখ বিস্ফারিত, লোকটার নাকেও চোট লেগেছে। এক পলকেই বোঝা যায় ওর প্রাণ অনেকক্ষণ বেরিয়ে গেছে। খুব ধারালো অস্ত্র দিয়ে ওর গলা কাটা হয়েছে। তবে যে কেটেছে সে সামনাসামনি আঘাত করেছে। লোকটার দুটো হাতই মুঠো করা। শিবাজীর বুক কেঁপে উঠল। এই বৃদ্ধকে এমন নৃশংস হত্যা করল কে? কি দোষ করেছিল এ? শিবাজীর জন্যে কাজ করতে আসাটাই ওর জীবন হারানোর কারণ? তাহলে বাইরের ওই গার্ড আর সামন্তবাবুরও তো এই দশা হতে পারে?

শিবাজী চোখ ফেরাতে দেখল কড়াইতে কি একটা ঝোল পড়ে আছে। কড়াইটা নামানো এবং দেখলে বোঝা যায় রান্নাটা শেষ হয়নি। যদি রান্না শেষ না হয় তাহলে খানসামা তাকে খাবার দিয়ে আসবে কেন? শিবাজী চমকে উঠল। খানসামার বদলে অন্য কেউ তার খাবার পরিবেশন করে আসেনি তো। সে দরজাটা ভেজিয়ে দ্রুত ওপরে চলে এল। তারপর খাবারের থালাটা নিয়ে নিচে নেমে চারপাশে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে একটা কাক উড়ে এল সামনে। শিবাজী একটু দূরে থালাটা নামিয়ে রেখে লক্ষ্য করতে লাগল। কাকের সঙ্গী বাড়ল। পরম আনন্দে খেয়ে যাচ্ছে ওরা। কিন্তু একটু বাদেই দুজনেই যেন অস্বস্তিতে পড়ল। খাবার ছেড়ে ওরা সরে দাঁড়াল। তারপর প্রচন্ড চিৎকার করতে করতে উড়ে যেতে চেষ্টা করল। খানিক ডানা ঝাপটে শেষ পর্যন্ত দুটো কাকই শুয়ে পড়ল মাটিতে। শিবাজী আর দাঁড়াল না। ওপরে উঠে এসে মুখ খোলা বোতলটা উপুড় করে দিল বাথরুমের নালায়। অন্যটার সিল অটুট আছে। এতক্ষণে সব পরিষ্কার হয়ে গেছে। খানসামাটাকে ওরা কব্জা করতে পারেনি। ফলে বেচারাকে জীবন দিতে হল। ওরা নিশ্চিত ছিল যে সে এই খাবার খাবেই। বাইরের দরজাটা ভেজিয়ে শিবাজী একটা চেয়ার টেনে নিয়ে অটুট হুইস্কির বোতলটা খুলে এক ঢোঁক গিলল। সঙ্গে সঙ্গে যে নার্ভাস ভাবটা এসেছিল সেটা কমতে লাগল। ওরা তো অন্য যে কোন উপায়েই তাকে খুন করতে পারত, খামোকা খানসামাকে মারতে গেল কেন?

এখনই থানায় খবর দিতে হয়। পুলিস এসে তাদের কাজ করুক। গার্ডকে দিয়ে সামন্তবাবুকে ডেকে পাঠানোর জন্য শিবাজী উঠতেই অন্য একটা চিন্তা তার মাথায় এল। যারা খাবারে বিষ মিশিয়েছে, খানসামাকে খুন করেছে, তারা নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছে ফলাফলের জন্যে। কেউ নিশ্চয়ই দেখতে আসবে সে মরে গেছে কিনা! যে আসবে তাকে ধরতে পারলে লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে। এই সুযোগ ছাড়া

BANGLAPDF.NET

Banglapdf.net Exclusive!

উচিত নয়। অবশ্য তারা যদি আগেই এখানে লুকিয়ে তার ওপর নজর রাখে তাহলে আলাদা কথা। কিন্তু এই চান্সটা নেওয়া উচিত। সে এগিয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে গেটের দিকে তাকাল। গার্ড এক হাতে খইনি নিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে টিপে যাচ্ছে। তার মানে লোকটা জানে না যে খানসামা খুন হয়েছে। মৃত্যুকে পাশে রেখে কেউ ওরকম নিশ্চিন্ত হতে পারে না।

শিবাজী বাথরুম পেরিয়ে নিচের দিকে উঁকি মারল। না, কেউ নেই। অন্তত ধারে কাছে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। কিচেন এবং খানসামার ঘরের পেছনেই জঙ্গল শুরু হয়েছে। সেখানে কেউ লুকিয়ে থাকলে এই বাথরুম থেকে নেমে যাওয়া সিঁড়িটাকে দেখতে পাবে না। সতর্ক পায়ে সে নেমে এল নিচে। তারপর আড়ালে আড়ালে চলে এল জঙ্গলের কাছে। দ্রুত ফাঁকা জায়গাটুকু পেরিয়ে সে নিজেকে গাছের আড়াল করল।

BANGLAPDF.NET

এখন বিকেল পুরোপুরি নামেনি কিন্তু রোদ্দুরে তার ছোঁয়া লেগেছে। শিবাজী উদ্বিগ্ন হয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। না, কোন মানুষের এদিকে আসার সংকেত নেই। ক্রমশ অস্থির হয়ে উঠল সে। না, ফাঁদটা বোধ হয় কাজে লাগল না। সে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সামান্য এগোতেই পাতা দুটোকে দেখতে পেল। গাছ থেকে ছিঁড়ে রক্ত মুছে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। তার মানে খুনী এই পথেই গিয়েছে। সরু পায়ে চলা পথটার দিকে তাকাল শিবাজী। খুনী সশস্ত্র, তার সঙ্গে কিছু নেই। এই অবস্থায় এগিয়ে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না হয়তো, কিন্তু—। সে মাথা নাড়ল। না, দেখাই যাক। ধীরে ধীরে হেঁটে এল জঙ্গলের ভেতর দিয়ে। পাখির ডাক ছাড়া কোন শব্দ নেই। এই পথ দিয়েই সেই মেয়েটি তাকে বাগানের মধ্যে নিয়ে যায়নি অথচ পথটা পরিষ্কার। মিনিট পাঁচেক হাঁটার পর জঙ্গলটা শেষ হল। সেই রাস্তাটা আর তারপরই চা-বাগান। আর তখনই তার ইন্দ্রিয় সজাগ হল। কেউ আসছে। চট করে একটা গাছের আড়ালে চলে এল শিবাজী।

পনের ষোল বছরের মদেসিয়া ছেলেটাকে দেখে তার মতলববাজ বলে মনে হল না। এক হাতে গুলতি ঝুলিয়ে চা-বাগান পেরিয়ে রাস্তায় নামল ছেলেটা। তারপর সোজা চলে এল এই পথটার দিকে। ওদিকে কোন কুলি-লাইন আছে কিনা জানে না শিবাজী, কিন্তু শুধু চোখে চা বাগানের পর জঙ্গল ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু এই পথটা সোজা গিয়ে তার বাংলোর পেছনে শেষ হয়েছে, এখানে আসবে কেন ও। শিবাজী আচমকা আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ছেলেটার সামনে

Banglapdf.net Exclusive!

দাঁড়াতেই সে ভূত দেখার মত চমকে উঠল। ওর মুখ থেকে গোঙানির মত একটা শব্দ বের হল এবং চটপট পেছন ফিরে দৌড়তে লাগল চা-বাগানে ঢুকে। শিবাজী আর ইতস্তত করল না। সে প্রাণপণে ছুটতে লাগল ছেলেটাকে ধরার জন্য। কিন্তু ছেলেটা এই রকম জায়গায় চলতে অভ্যস্ত, ওর সঙ্গে পেরে ওঠা কঠিন। বয়স এবং মদ যে শরীরের ওপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে এই প্রথম টের পেল সে। ওদের ব্যবধান ক্রমশ বাড়ছে। চা-বাগানের অনেকটা ভেতরে এসে শিবাজী ছেলেটাকে হারিয়ে ফেলল। প্রচন্ড হাঁপাচ্ছিল সে। মিনিট পাঁচেক দৌড়েই মনে হচ্ছে দম বন্ধ হয়ে যাবে। সে হতাশ চোখে চারধারে তাকাল। বিকেল ঘন হচ্ছে। ওপাশের জঙ্গলটা কাছে এগিয়ে এসেছে। খুব গভীর এই জঙ্গল বোধহয় সোজা হিমালয়ের শরীরে উঠে গেছে। শিবাজী একটু সামলে নিয়ে সামনের দিকে এগোল। এখন আর ছেলেটিকে ধরা সম্ভব নয়। চমৎকার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার জন্য আফসোস হচ্ছিল ওর।

চা-বাগানের শেষ প্রান্তে একটা ছোট্ট পাহাড়ি নদীর প্রস্থে বিশ ফুটের বেশি নয় কিন্তু স্রোত আছে খুব। কোমরের বেশী জল হবে না। শিবাজী নদীর নিচের নুড়িগুলো আর এক ঝাঁক ছোট মাছ দেখতে পেল। ছেলেটা যদি জঙ্গলে যায় তা হলে এই নদী পেরিয়ে যেতে হবে। তবে যেহেতু ছেলেটার আকৃতি ছোট তাই জলে নিশ্চয় গলা পর্যন্ত ডুবে যাবে ওর। শিবাজী নদীর ধার দিয়ে সন্তর্পণে এগোতে লাগল যদি কোথাও কোন সূত্র থাকে। না, জল সর্বত্র সমান নয়। কোথাও সামান্য বিস্তার ঘটায় সেটা হাঁটুর কাছে নেমে এসেছে। আর সেখানেই ছেলেটিকে দেখতে পেল শিবাজী। স্ট্যাচুর মত চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। শিবাজী খুব সন্তর্পণে পা ফেলতে লাগল। কাছাকাছি যেতেই ছেলেটি ঘাড় ঘোরালো। এবার শিবাজীকে দেখতে পেয়েই ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল। কান্নাটি স্পষ্ট নয়। মুখ বিকৃত হয়ে যাচ্ছে কিন্তু শব্দগুলো গোঙানির চেহারা নিচ্ছে। প্রায় দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেটাকে খপ করে ধরে ফেলল শিবাজী, 'কি হয়েছে?'

প্রশ্নটা করবার জন্যে সে তৈরি ছিল না। আপ্‌সেই বেরিয়ে এল। ছেলেটি হাত বাড়িয়ে সামনের দিকটা দেখিয়ে দিল। প্রথমে কিছুই বুঝতে পারল না শিবাজী, ঘন জঙ্গলে ছায়া নেমেছে। গাছগুলো একই রকম দেখাচ্ছে এখন। কিন্তু তার পরেই নজরে পড়ল, জঙ্গলের কিনারায় কিছু নড়ছে। ঠাওর করে দেখতে গিয়ে সজাগ হল। অন্তত গোটা ছয়েক হাতি ওখানে নেমে এসেছে। এবার পরিষ্কার হয়ে গেল শিবাজীর কাছে। ওই হাতির দলটার জন্যেই ছেলেটা নদী পার হতে পারেনি। আবার তার জন্যে ওর পেছনে ফেরাও সম্ভব হয়নি। নদী পার হয়ে জঙ্গলে যাচ্ছিল কেন ছেলেটা? এই প্রশ্নই করল সে ওকে।

ছেলেটা এবার গোঙানি থামিয়ে হঠাৎ নিজের হাত ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল আপ্রাণ। কিন্তু শিবাজী ওকে আচমকা চড় মারল। আঘাত খেতেই গুটিয়ে গেল ছেলেটা। শিবাজী জিজ্ঞাসা করল, 'তোর নাম কি?'

Banglapdf.net Exclusive!

ছেলেটা উত্তর দিল না, ওর ঠোঁট কাঁপল।

শিবাজী আবার হাত তুলল, 'বল, নইলে তোকে মেরেই ফেলব। কোথায় যাচ্ছিলি তুই? কে পাঠিয়েছে!'

এবার ছেলেটার মুখ বিকৃত হল এবং একটা গোঙানি বেরিয়ে এল। শিবাজী প্রথমে বুঝতে পারেনি, আর একটা চড় মারতে ছেলেটা সত্যি সত্যি মরীয়া হয়ে কিছু বলতে চাইল কিন্তু ওই গোঙানি ছাড়া কিছু বের হল না। এবার শিবাজীর চোখ ছোট হল। ভান করছে না সত্যিকারের বোবা। কিন্তু ওর চোখ দেখে আর অবিশ্বাস থাকল না। এবার সে তাজ্জব হয়ে গেল। ওরা খবর নিতে এই বোবা ছেলেটাকে পাঠিয়েছে! এ যদি ধরা পড়ে তাহলে কিছুই বলতে পারবে না, কিন্তু একে চাপ দিলে পথ দেখিয়ে ওদের কাছে নিয়ে যেতে তো পারবে।

সে জিজ্ঞাসা করল, 'তোর ঘর কোথায়?'

ছেলেটা এবার যেন আশ্বস্ত হয়ে আঙুল দিয়ে জঙ্গলটা দেখিয়ে দিল। কি আশ্চর্য! শিবাজী আবার জঙ্গলের দিকে তাকাল। সেখানে মানুষের বসতি আছে অনুমান করা দুঃসাধ্য। ও আর দাঁড়াল না। ছেলেটির হাত ধরে বাংলোর দিকে হাঁটতে লাগল। ছেলেটি প্রথমে কিছুতেই সঙ্গে আসতে চাইছিল না, কিন্তু শিবাজী ওকে বাধ্য করল। একে পুলিসের হাতে তুলে দিয়ে ঘটনাটা জানাতে হবে। খানসামা হত্যার সঙ্গে এই ছেলেটি অবশ্যই কোন না কোন ভাবে যুক্ত আছে।

ওরা যখন চা-বাগান ছেড়ে রাস্তায় উঠে এল তখন প্রায় সন্ধ্যা। আর এই সময় শিবাজী ওদের দেখতে পেল। মিসেস সোম আর সেই মেয়েটি হেঁটে আসছেন। ভদ্রমহিলা আজ সাদা শাড়ি ব্লাউজ পরেছেন। খুব স্নিগ্ধ দেখাচ্ছে ওঁকে। এদের দেখেই মেয়েটি থমকে দাঁড়াল। তারপর ছুটে এসে সে ছেলেটার হাত ধরল। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটার গোঙানি শুরু হল। মাথা দুলিয়ে সে যে কি বলতে চাইল তা শিবাজীর বোধগম্য হল না।

শিবাজী জিজ্ঞাসা করল, 'একে তুমি চেন?'

মেয়েটি বড় বড় চোখে ওকে দেখে মাথা নামিয়ে ঘাড় নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

'তোমার কেউ হয়?'

'ভাই।'

এবার শিবাজী অবাক হয়ে গেল। এই মেয়েটি তাঁর জীবন বাঁচিয়েছিল আর ওর ভাই খুনীদের দূত হিসেবে কাজ করছে! এবার মিসেস সোম ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন। ওঁর ঠোঁটে হাসি ঝুলছে, 'কি ব্যাপার, জঙ্গল থেকে ওর হাত ধরে বের হলেন কেন?'

শিবাজী গম্ভীর হয়ে গেল, 'কারণ আছে নিশ্চয়ই।'

এইসময় মেয়েটি তার ভাষায় বলল, 'ওকে ছেড়ে দিন বাবুজি, ও খুব

BANGLAPDF.NET

Banglapdf.net Exclusive!

বোকা।'

শিবাজী বলল, 'না, ওকে ছাড়তে পারি না। আমি জানি ওকে ধরতে পারলেই আসল জায়গার খবর পাব।'

'না বাবুজি, ও কিছুই জানে না।'

'তুমি কি করে বুঝলে আমি কিসের কথা বলছি?'

'ও একটু আগে বলল, ওর কথা আমি বুঝতে পারি।

'তাহলে ওর কাছ থেকে জেনে নাও ওকে কারা আমার বাংলোয় পাঠিয়েছিল। যারা পাঠিয়েছিল তারা কোথায় থাকে।' শিবাজী কড়া গলায় বলল।

মেয়েটি ওই একই প্রশ্ন করল ছেলেটাকে। কিন্তু সে গুম হয়ে রইল, একটা শব্দ বের হল না ওর মুখ থেকে। এবার মেয়েটি বলল, 'বাবুজি, ওকে আপনি আমার কাছে ছেড়ে দিন। ও ছাড়া আমার আর ভাই নেই। আমি কথা দিচ্ছি ও পালাবে না।'

শিবাজী এবার নরম হল। এই মেয়েটিকে অবিশ্বাস করার কোন কারণ দেখছে না সে। চাপ দিয়ে যে কথা বের করা যায় না একটু ভালবাসা তা সম্ভব করতে পারে। সে ছেলেটির হাত ছেড়ে দিল। মেয়েটি ওকে দাঁড়াতে বলে মিসেস সোমকে বলল, 'আমি ওকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসব?'

মিসেস সোম ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাতে শিবাজী বলল, 'ওদিকে কিন্তু হাতি বেরিয়েছে।'

মেয়েটি তখন ছেলেটার হাত ধরেছে, 'আমরা অন্য রাস্তায় যাব।'

মিসেস সোম বললেন, 'তাড়াতাড়ি ফিরিস।'

ভাইকে নিয়ে মেয়েটি উল্টোপথে ফিরে গেল। এখন ছেলেটাকে খুব শান্ত দেখাচ্ছে। ওরা চোখের আড়ালে চলে যেতেই শিবাজী সচকিত হল। এই নির্জন বনভূমিতে মিসেস সোম তার দিকে তাকিয়ে আছেন। চোখাচোখি হতেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়েছিল?'

'আমার খানসামা খুন হয়েছে।'

ভদ্রমহিলা চমকে উঠলেন, 'কেন?'

'খুন যারা করে তাদের একটা উদ্দেশ্য থাকে। এক্ষেত্রে সেটা আমার খাবারে বিষ মেশাবার চেষ্টা। বাকীটা এখনও জানি না। এই ছেলেটা বোধহয় জানতে যাচ্ছিল আমি মরেছি কিনা!'

'তার মানে স্পাই?'

'হয় তো।'

'কিন্তু কে করবে এসব?'

'যারা আপনার স্বামীকে লুকিয়ে রেখেছে। যাক, এদিকে কোথায় যাচ্ছিলেন?'

'এই রাস্তাটা যেখানে বাঁক নিয়েছে সেখানে একটা বট গাছ আছে। ওখানটায়

Banglapdf.net Exclusive!

একবার যেতে হবে। আচ্ছা, নমস্কার।' মিসেস সোম যাওয়ার জন্যে পা বাড়ালেন। শিবাজী ডানদিকে তাকিয়ে কোন মোড় দেখতে পেল না। রাস্তাটা সোজা দিগন্তে মিলিয়েছে যেন। সে বলল, 'এই সন্ধ্যেবেলায় ওদিকে আপনার একা একা যাওয়া ঠিক হচ্ছে না!'

মিসেস সোম দাঁড়ালেন, 'আমি তো একাই। তাছাড়া আমার কিছু হবে না।'

'এত ভরসা পাচ্ছেন কি করে?'

'যদি কিছু হতো তাহলে এতদিনে হয়ে যেত।'

'আমি আপনাকে সঙ্গ দিতে পারি।'

'না, দরকার নেই।' ভদ্রমহিলা হাসলেন, 'তাতে আপনার মদ খাবার সময় নষ্ট হবে।'

শিবাজী ঠোঁট কামড়ালো, 'নাকি সীতেশ চ্যাটার্জির ভয়ে রাজী হচ্ছেন না?'

সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রমহিলা ঘুরে দাঁড়ালেন, 'কি বলতে চাইছেন?'

'আপনার এইভাবে ঘুরে বেড়ানোটা রহস্যজনক। তাছাড়া সীতেশের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ আছে।'

'হ্যাঁ আছে, কারণ এইখানে উনি একমাত্র বাঙালি যিনি আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেছেন। ওঁর জন্যেই শ্রমিকরা আমার ক্ষতি করেনি। সেদিন আপনি বললেন উনি আপনার ভাই। কিন্তু—।'

'ও স্বীকার করেনি, এই তো?'

'না, তার পরে আমার সঙ্গে দেখা হয়নি।'

হঠাৎ শিবাজীর মনে হল ভদ্রমহিলা সত্যি অসহায়। উনি জানেন না ঠিক কোন্ অবস্থায় তিনি রয়েছেন। শিবাজী বলল, মিসেস সোম, আপনি যদি আমার সঙ্গে সহযোগিতা করেন তাহলে—।'

'সত্যি করে বলুন তো কেন এসেছেন আপনি?'

'আপনি তো জানেন। এই চা-বাগানের শান্তি ফিরিয়ে এনে শ্রমিকদের কাজ দেওয়া আর আপনার স্বামীকে খুঁজে বের করাই আমার দায়িত্ব।'

'কিন্তু ওঁকে খোঁজার কি চেষ্টা করেছেন?'

'মিসেস সোম, এইভাবে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ালে কাউকে খুঁজে বের করা যাবে না। যারা আপনার স্বামীর ক্ষতি করেছে তারা আমাকেও সহ্য করছে না। আমি তাদের ধরতে পারলেই আপনার স্বামীর খবর পাব।'

'বেশ' কিন্তু কতটা এগিয়েছেন আপনি?'

'অনেকটা।'

'না। আমি এখানকার গরীব শ্রমিকদের চিনেছি। ওরা খুব সরল। আমাকে এর মধ্যেই ওরা ভালবেসেছে। এরা কোন অন্যায় করতে পারে না।'

'আমি একমত। কিন্তু আজই আমি খবর পেয়েছি এখানকার য়ুনিয়নের নেতারা ওদের ভয় দেখিয়ে চুপ করিয়ে রেখেছে। য়ুনিয়ন বলতে এখানে কিছু

BANGLAPDF.NET

Banglapdf.net Exclusive!

নেই। অন্য চা-বাগানগুলোর য়ুনিয়নের সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক নেই। এই ব্যাপারটাই প্রমাণ করে শ্রমিকদের উন্নতি হোক এরা চায় না। কোন বিশেষ স্বার্থে এরা শ্রমিকদের ব্যবহার করছে।'

'আপনি সীতেশবাবু সম্পর্কে এ কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ। কারণ ওকে আমার চেয়ে ভাল কেউ চেনে না। যাক, ওই বটগাছের কাছে যাচ্ছিলেন কি জন্যে?' এমন সাধারণ গলায় প্রশ্ন করল শিবাজী যে ভদ্রমহিলা কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। তারপর মুখ ফিরিয়ে বললেন, তিন নম্বর লাইনের এক বুড়ো বলল ওই বটগাছের নীচে নাকি একটা নতুন জুতো কদিন থেকে পড়ে থাকতে দেখেছে। একবার দেখে আসি।'

শিবাজীর খুব মায়া হল। সে বলল, 'চলুন। যেহেতু আমিও ওকে খুঁজছি তাই আপত্তি করবেন না দোহাই।'

ভদ্রমহিলা যেন মন স্থির করতে না পেরে রাজী হলেন। পাশাপাশি ওরা হেঁটে যাচ্ছিল। শিবাজীর মনে পড়ল তার এখন অনেক কাজ। গার্ড যদি খানসামাকে আবিষ্কার না করে থাকে তাহলে আজ রাত্রেই পুলিসকে খবরটা দিতে হবে। একটা রিপোর্ট পাঠাতে হবে সেনসাহেবকে। এবং আশ্চর্য, যে যেখানে ছিল সেইখানে আছে। এই মহিলার সঙ্গে সময় নষ্ট না করে তার ওই কাজগুলো অবিলম্বে করা দরকার। মনে মনে সে কি এই মহিলার সঙ্গ চাইছে? জুতোটা তো অন্য কারও হতে পারে। সব বুঝেও সে ভদ্রমহিলাকে ছেড়ে যেতে পারছে না।

বটগাছটা অবধি ওরা নিঃশব্দে হেঁটে এল। শিবাজী লক্ষ্য করছিল অদ্ভুত লাবণ্য আছে মহিলার। সেই সঙ্গে এক ধরনের তেজ। বটগাছটার নিচে এসে ওরা খুঁজতে শুরু করল। এখন যে ছায়া তাতে ভাল করে কিছু ঠাওর করা শক্ত। ওরা দুজনে দুদিকে ছিল এবং প্রথম শিবাজীর চোখেই জুতোটা পড়ল। আধপুরনো অ্যাম্বাসাডারের এক পাটি পড়ে আছে। গলা তুলে মিসেস সোমকে ডাকল সে, 'একটু এদিকে আসুন।'

'পেয়েছেন?' মিসেস সোমের গলা কেঁপে উঠল।

'একটা জুতো দেখছি।'

'অ্যাম্বাসাডার?'

এবার নিজেকে খুব দুর্বল মনে হল শিবাজীর। এখন তো কথা ফেরাবার কোন উপায় নেই। ততক্ষণে ভদ্রমহিলা এসে গেছেন। দ্রুত হাতে ঘাসের ওপর থেকে জুতোটাকে তুলে নিয়ে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। শিবাজী লক্ষ্য করল, ব্রাউন রঙের অ্যাম্বাসাডারটার ওপর ধুলো পড়েছে কিন্তু চটচটে কিছু শুকিয়ে রয়েছে বোঝা যাচ্ছে। সে নিজের গলা শক্ত করে জিজ্ঞাসা করল, 'এইটে কি—!'

নীরবে মাথা নাড়লেন মহিলা। হ্যাঁ। তারপর শূন্য চোখে সামনের জঙ্গলের দিকে তাকালেন। শিবাজী ভেবে পাচ্ছিল না এইরকম জায়গায় মিস্টার সোমের

Banglapdf.net Exclusive!

জুতো কি করে আসবে? যেখান থেকে তিনি উধাও হয়েছেন সেখান থেকে এই জায়গার দূরত্ব তো অনেকখানি।

মিসেস সোম জুতো হাতে নিয়ে সেইভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। শিবাজী নিচু গলায় বলল, 'চলুন, রাত হয়ে যাচ্ছে।'

আর সঙ্গে সঙ্গে ডুকরে কেঁদে উঠলেন ভদ্রমহিলা। শিবাজী দেখল কাঁদতে কাঁদতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন উনি। কান্নার শব্দ ক্রমশ বাড়তে লাগল। এই নির্জন অন্ধকার মতো বনভূমিতে সেই আর্তস্বর ছড়িয়ে যাচ্ছিল। গতকালের আগে ওঠা চাঁদ যেন আজ এই কান্নার জন্যেই অপেক্ষা করছিল, এবার টুক করে জঙ্গলের মাথায় উঠে বসে সহাস্যে শোক দেখতে লাগল। শিবাজী কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ তার মনে হল এই মহিলার কান্না স্বামীকে হারানোর আশংকার চাইতে অনেক বেশী নিজের হেরে যাওয়ার সম্ভাবনার জন্যে।

খানিকক্ষণ চলে যেতে দিয়ে সে বলল, 'এবার উঠুন।'

'ও নেই, আর নেই। মাগো, আমি কি করব।' ডুকরে উঠলেন মহিলা আকাশের দিকে মুখ তুলে। শিবাজী দেখল ওঁর গাল ভেসে যাচ্ছে জলে; ঠোঁট কাঁপছে থরথরিয়ে। শিবাজী সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল, 'আপনি হয়তো ভুল করছেন, এই জুতো ওঁর নাও হতে পারে। তাছাড়া জুতো দেখা মানেই যে পরিণতি ওই হবে একথা ভাবছেন কেন।'

মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে মহিলা পাগলের মত মাথা নাড়লেন, 'না, এছাড়া হতে পারে না। আমি ওর জুতো চিনেছি। দেখুন, এখানে রক্ত পড়েছিল, ও ভগবান! ওরা আমাকে মিথ্যে স্তোক দিয়েছে। দোহাই আপনি আর মিথ্যে বলবেন না।' আবার কান্নায় জড়িয়ে গেল ওঁর গলা।

শিবাজী প্রথমে ইতস্তত করছিল তারপর আলতো করে মিসেস সোমের মাথা স্পর্শ করল, 'উঠুন।' ওর গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যা অমান্য করতে পারলেন না ভদ্রমহিলা। খুব ধীরে ধীরে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। ওঁর হাতে তখনও জুতোর পাটিটি রয়েছে। তারপর নিজের মনেই বললেন, 'আমি এখন কি করব।'

শিবাজী খানিক অপেক্ষা করল। ফিনফিনে জ্যোৎস্নার জাল ছুঁড়ে দিয়েছে চাঁদ। সে বলল, 'শক্ত হতে হবে আপনাকে। এখনও বলছি এটা কোন প্রমাণ নয়। তবে চূড়ান্ত ক্ষতির কথা ভেবে রাখলে—।'

হঠাৎ ওর দিকে তাকালেন ভদ্রমহিলা, 'সীতেশবাবু আপনার ভাই?'

'হ্যাঁ।'

'উনি আমাকে বলেছিলেন মণীশকে যারা লুকিয়ে রেখেছে তারা আর যাই হোক মেরে ফেলবে না। কিন্তু এই জুতোটা—'

'মিসেস সোম, আমি সীতেশকে বিশ্বাস করি না।'

মাথা নাড়লেন ভদ্রমহিলা। কি বুঝলেন তিনি শিবাজী জানল না। তারপর

Banglapdf.net Exclusive!

হঠাৎ শক্ত গলায় বললেন, 'আমার নাম লাবণ্য।'

হকচকিয়ে গেল শিবাজী। এই পরিস্থিতিতে সে এই রকম সংলাপ আশা করেনি। ভদ্রমহিলা কি মিসেস সোম সম্বোধনটির মধ্যে এই মুহূর্তে একটা যন্ত্রণা অনুভব করছেন ? সে বলল, 'চলুন,' আমাদের দেরী হয়ে যাচ্ছে।'

নিঃশব্দে ভদ্রমহিলা ওর পাশাপাশি হেঁটে এলেন। মাথা বুকের ওপর ভেঙে পড়েছে। বটগাছ ছেড়ে আসবার আগে উনি জুতোর পাটিটা মাটিতে রেখে এসেছেন। শিবাজীর মনে হচ্ছিল এই অল্প সময়ে ভদ্রমহিলা সম্পূর্ণ পাল্টে গেছেন।

লাবণ্য সোমকে ওঁর বাংলোর পেছনের দরজায় পৌঁছে দিয়ে নিজের বাংলোর দিকে পা বাড়াতে গিয়ে শিবাজী বুঝল ওখানে প্রচুর লোক জমা হয়েছে। সে জঙ্গল পেরিয়ে উঠোনে আসতেই দেখতে পেল পুলিসের লোকজন খানসামার মৃতদেহ বের করেছে বাইরে।

ওকে দেখে সামন্তবাবু ছুটে এলেন, 'স্যার, আমরা ভীষণ চিন্তা করছিলাম আপনাকে নিয়ে। কোথায় গিয়েছিলেন ?'

শিবাজী এ কথার জবাব না দিয়ে বলল, 'ডেডবডি কে দেখতে পেয়েছে প্রথমে ?'

'অদ্ভুত ব্যাপার। একটু আগে কেউ থানায় খবর দিয়েছিল এখানে একটা ডেডবডি পড়ে আছে। খবর দিয়েই সে হাওয়া হয়েছে। দারোগাবাবু আমায় নিয়ে এখানে এসে সার্চ করতেই ওকে পাওয়া গেল।'

কথাগুলো শুনে শিবাজী ঠোঁট কামড়ালো। চমৎকার কাজ। ওরা তাহলে সব খবর রাখে ! এই সময় পুলিস অফিসার এগিয়ে এলেন, 'নমস্কার। আপনাকে খুঁজছিলাম আমি।'

'বলুন।'

'আপনার এখানে একজন খানসামা মার্ডারড হয়েছে।'

'জানি।'

'জানেন কিন্তু আমাকে খবর দেননি কেন ?'

'উপায় ছিল না। আমি অপরাধীকে ধরতে চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু—। চলুন, আপনাকে সব কথা বলছি। ওখানে দুটো কাক মরে পড়ে আছে। খাবারের প্লেটটা—।' শিবাজী দূরে আঙুল বাড়াতে সবাই দেখল জ্যোৎস্নায় কাক দুটো ঘুমিয়ে আছে কিন্তু তাদের সঙ্গী বেড়েছে। একটা বেড়াল চিৎ হয়ে রয়েছে পাশে।

পুলিস অফিসার বললেন 'স্ট্রেঞ্জ ! কি ব্যাপার ?'

'আসুন, বলছি।'

বিশদ শুনে পুলিস অফিসার বললেন, 'আপনি কি কাউকে সন্দেহ করছেন ? আমার কাছে স্বচ্ছন্দে নাম বলতে পারেন। এ ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করার জন্যে ওপর থেকে নির্দেশ এসেছে।'

BANGLADF.NET

Banglapdf.net Exclusive!

'যারা মিস্টার সোমকে খুন করেছে তারাই এর জন্যে দায়ী।'

শিবাজীর কথা শুনে ভদ্রলোক চমকে উঠলেন, 'আপনি কি করে বুঝলেন মিস্টার সোমকে খুন করা হয়েছে?'

'ওঁর একপাটি জুতো দেখে এলাম পেছনের রাস্তার শেষে যে বটগাছ রয়েছে তার তলায়। রক্ত মাখা। তাছাড়া যারা আমাকে মারতে চায় তারা ওকে যত্ন করবে না, এটা তো সরল সত্য। আপনি কোন ক্লু পেলেন?'

'না। সেইটেই আশ্চর্য—।'

শিবাজী লোকটির মুখের দিকে তাকাল। যদিও এখন রাত তবু পেছনের জঙ্গলের পথে রক্ত মোছা পাতা খুঁজে পাওয়া কি খুব কষ্টকর!

কাল সকালে আবার আসবেন জানিয়ে ডেডবডি নিয়ে চলে গেলেন পুলিস অফিসার। আর তখনই শিবাজীর মনে হল আজ সারাটা দিন তার খাওয়া হয়নি। এক কাপ চা হলেও চলত। সে ঘরে ঢুকে বোতলটা খুলে গলায় ঢালতে গিয়ে থেমে গেল। কে জানে, ওর অনুপস্থিতিতে এর মধ্যে কিছু মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে কিনা। না, ঝুঁকি নিয়ে কোন লাভ নেই। খুব খারাপ লাগছিল তবু বোতলটা কমোডে উপুড় করে দিল সে।

বারান্দায় পায়ের শব্দ হতেই শিবাজী দেখল সামন্তবাবু এসে দাঁড়িয়েছেন, 'স্যার।'

'বলুন।'

'ব্যাপারটা খুব সুবিধের মনে হচ্ছে না।' ভদ্রলোকের গলা অত্যন্ত করুণ শোনালো। সে জিজ্ঞাসা করল, 'অসুবিধেটা কি?'

'ওই বুড়ো খানসামা বড় ভাল লোক ছিল। তাকে পর্যন্ত মেরে ফেলল।'

'হ্যাঁ, আমাকে যারা সাহায্য করছে তারা—! আপনি ভেবে দেখুন।'

'আমার আর ভাববার কি আছে। আপনি আমার মালিক, আপনাকে সাহায্য করাই আমার কর্তব্য। কিন্তু আমি অন্য কথা ভাবছি। এই রকম পরিস্থিতিতে আপনার এখানে রাত্রে থাকাটা উচিত হবে কিনা। তাছাড়া খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার আছে।'

'তাহলে কোথায় যাওয়া যায়?'

'একটা কথা বলব স্যার! আপনি আজ রাত্রে ক্লাবে চলে যান।'

'ক্লাবে?'

'হ্যাঁ। মাইল সাতেক দূরে ম্যানেজারদের ক্লাব আছে। ওখানে একটা গেস্ট রুমও রয়েছে।'

শিবাজী মনস্থির করল, 'ঠিক আছে। আপনি সব বন্ধটন্ধ করে গাড়িতে অপেক্ষা করুন। গার্ডকে ছেড়ে দিন আজ রাত্রের জন্যে। আমি পাশের বাংলো থেকে ঘুরে আসছি।' কথাটা বলে সে গলা পাল্টালো, সামন্তবাবু, আপনি আমার জন্যে উদ্বিগ্ন হচ্ছেন, একজন মহিলা যে একা একা এখানে রয়েছেন তাঁর কথা

BANGLAPDF.NET

চিন্তা করছেন না ?'

'ওঁর কোন ভয় নেই আর। হলে এতদিনে হয়ে যেত।'

শিবাজী মাথা নেড়ে ম্লান হাসল। তারপর সামন্তবাবুকে গুছিয়ে নেবার দায়িত্ব দিয়ে বাংলো থেকে বেরিয়ে এল। ও ইচ্ছে করেই পেছনের গেট দিয়ে ঢুকল। একদম নিস্তব্ধ চারধার। বাংলোর গাছপালাগুলো পর্যন্ত স্থির। সে নিঃশব্দে পেছনের সিঁড়িতে অপেক্ষা করল। সেই মেয়েটিকে তার দরকার। সে কি ফিরে এসেছে ? সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল শিবাজী। বারান্দা ডিঙিয়ে দরজায় নক করতেই সেটা হাট করে খুলে গেল। শিবাজী দেখল ঘরে আলো জ্বলছে না। বিছানার ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছেন লাবণ্য সোম। ওর ভঙ্গী দেখে বুক ধক্ করে উঠেছিল শিবাজীর। কিন্তু ঘরে পা দিয়ে বুঝল, না, সন্দেহ ঠিক নয়। সে মৃদু স্বরে ডাকল, 'মিসেস সোম।' তারপরেই সংশোধন করল, 'লাবণ্যদেবী !'

খুব ধীরে ধীরে বালিশ থেকে মুখ তুললেন লাবণ্য।

'আপনার দরজা খোলা ছিল ?'

লাবণ্য জবাব দিলেন না। বিছানায় উঠে বসে দু হাতে মুখ ঢাকলেন, 'আপনার কোম্পানি নিশ্চিন্ত হল। আমি কালই চলে যাব।'

শিবাজী বলল, 'আমি ওকথা বলতে আসিনি।'

'কিন্তু আমাকে তো যেতে হবে। কোথায় যাব জানি না।'

'আপনার মা-বাবা—।'

'কেউ নেই। মামার বাড়িতে ছিলাম। সেখানে ফিরে যাওয়া—! মণীশকে বিয়ে করে আমি চাকরিটা পর্যন্ত ছেড়ে এসেছি। না, তবু আপনাদের আর বিরক্ত করব না।' মুখ থেকে হাত নামিয়ে তাকালেন লাবণ্য। শিবাজী দেখল ভদ্রমহিলার মুখ ফুলে গেছে, অঝোরে কেঁদেছেন বোঝা যায়।

শিবাজী প্রসঙ্গ পাল্টাতে চাইল, 'আপনার কাজের মেয়েটি ফিরেছে ?'

'জানি না।' অন্যমনস্ক গলায় বললেন লাবণ্য।

'ওকে আমার দরকার ছিল।' শিবাজী ঘুরে দাঁড়াল। তারপর নিচু গলায় বলল, 'লাবণ্যদেবী, শোক তো রয়েছেই জীবনে। যে সামলাতে পারে সে-ই বেঁচে থাকে। আমাকে যারা মদ খেতে দ্যাখে তারা আমার শোকের কথা কতটা জানে ? আর আশ্চর্য ব্যাপার, এখানে আসার পর মদ খাওয়ার কথা খেয়ালই থাকছে না।'

'কেন ?'

'জানি না। হয়তো কাজের চাপ, যা কিনা মদের বিকল্প। আমি খুব গরীব মায়ের ছেলে ছিলাম। সেই মা তিলে তিলে আমাকে বড় করলেন। চা-বাগানের ম্যানেজারির চাকরির জন্যে তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে হয়েছিল আমাকে। সে অনেক গল্প। যে ভাইকে আপনি দেখছেন সে ছাড়া আমার কেউ নেই। স্কুল থেকে রাজনীতি করত। উগ্র রাজনীতি। আমি ম্যানেজারি করতাম বলে ঘেন্না করত। লুকিয়ে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলে বাধা দিত। অথচ ওর জন্যেই

Banglapdf.net Exclusive!

মাকে প্রাণ দিতে হয়েছে। ও এবং ওর বন্ধুরা আমাকে মারতে চেয়েছিল কিন্তু মারা গেলেন মা। এ আমি ভুলতে পারব না কোনদিন। কিন্তু তবু তো ভুলে আছি। মদ খেয়েছি, সাময়িক ভুলেছি আবার নেশা কেটে গেলে যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়েছি। তখন মদটা ছাড়িনি। কিন্তু তাতেও তো কিছু হল না। সব ক্ষমা করতে পারতাম যদি জানতাম তার আদর্শটা সৎ। যে এখন স্বার্থের পা চাটা কুকুর সে কেন তখন অমন কাজ করেছিল? এ ক্ষমা করা যায় না।' শিবাজীর গলায় নিজের অজান্তেই কাঁপুনি এসেছিল। হঠাৎ তার মনে হল এসব কথা এখানে বলছে কেন? বোধহয় নিজেকে আড়াল করবার জন্যেই লাবণ্যের বিস্মিত চোখের সামনে থেকে সরে এল সে। যাওয়ার আগে বলল, 'দরজাটা বন্ধ করে দিন।'

সামন্তবাবু গাড়িতে বসেছিলেন। শিবাজী দেখল তার স্যুটকেশটা পেছনের সিটে রয়েছে। কোন কথা না বলে সে গাড়িটা চালু করল। হেড লাইটের তীব্র আলো চা-বাগানকে ছুরির মত কাটছিল। বাবুদের কোয়াটার্সের সামনে এসে সে ঘড়ি দেখল, পৌনে আটটা। সামন্তবাবু নেমে দাঁড়াতেই পেছনের কোয়ার্টার্সের দরজা খুলে গেল। সামন্তবাবুর স্ত্রী এবং সন্তানেরা এসে দাঁড়িয়েছেন। মেয়ে ডাকল, 'বাবা!' সামন্তবাবু ওদের কাছে গিয়ে স্ত্রীর হাত থেকে একটা খাম নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কখন দিয়ে গেছে?'

'একটু আগে।'

সামন্তবাবু খামটা হাতে নিয়ে ফিরে এলেন, 'স্যার, ওরা এটা দিয়ে গেছে।'

শিবাজী জানে ওতে কি আছে। গাড়ির দরজা খুলে সে সোজা চলে এল সামন্তবাবুর স্ত্রীর সামনে, 'আমাকে এক কাপ চা খাওয়ান তো!'

ভদ্রমহিলা এই প্রস্তাবে রীতিমত হতভম্ব হয়ে স্বামীর দিকে তাকালেন।

সামন্তবাবু তোতলালেন, 'স্যার, আমার বাড়িতে চা খাবেন?'

'কেন!' আপনার বাড়িতে চা হয় না?'

'না, না, তা বলছি না—।'

'শুনুন সারাদিন কিছু খাইনি। মাথা ধরে যাচ্ছে। আর কথা বাড়াবেন না।'

সামন্তবাবুর বাইরের ঘরে বসে পরম তৃপ্তির সঙ্গে রুটি তরকারি আর চা খেল শিবাজী। অনেকদিন বাদে এরকম সাধারণ ঘরোয়া রান্নার স্বাদ পেল সে। ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে সামন্তবাবুর স্ত্রী মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছিলেন খাওয়া, নরম গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'আর দুটো রুটি দেব?'

'না।' শিবাজী হাসল, 'জানি না কার ভাগ কমিয়ে দিলাম। দিন, চিঠিটা দেখি এবার।' সামন্তবাবু খামটা ধরেই ছিলেন। এবার এগিয়ে দিতে শিবাজী সেটাকে খুলল, কোম্পানির তরফ থেকে আজ সকালের আলোচনায় যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে তা অবাস্তব এবং শোষণমূলক প্রমাণিত হওয়ায় প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে!'

শিবাজী চিঠিটা ভাঁজ করে আচমকা প্রশ্ন করল, 'সামন্তবাবু, এঁদের আপনি

Banglapdf.net Exclusive!

চেনেন ?'

'য়ুনিয়নের নেতাদের ?'

'হ্যাঁ। তবে লাভবার্ডে কোন স্বীকৃত য়ুনিয়ন নেই।'

'সে রকম কি যেন শুনেছিলাম। বাবুরামজির আমলে ওদের প্রায়ই দেখতাম।'

'কে কে আছে ? সেই থেকে নাম বোঝা যাচ্ছে না।'

'সীতেশ চ্যাটার্জী, রবি দে, সোমরা ওঁরাও, আর হীরা মাণ্ডি।

'কোথায় থাকে ওরা ?'

তিন নম্বর লাইনে একটা ঘরে ওদের অফিস ছিল। সোমসাহেবের ঘটনার পর ওটা বন্ধ হয়ে রয়েছে।'

'আপনি কোন চাপে নেই তো !' সন্দেহ বোঝাল শিবাজী।

এবার স্ত্রীর দিকে তাকালেন ভদ্রলোক। মুখখানা খুব করুণ হয়ে উঠেছে। শিবাজী দেখল সামন্তবাবুর স্ত্রী ঘাড় নেড়ে ইশারা করছেন কিছু বলতে।

সামন্তবাবু বললেন, 'স্যার, অ্যাদ্দিন ছিলাম না, ওরা আমাকে কেয়ার করত না। কিন্তু আপনার সঙ্গে যোগাযোগের পর নানা রকম শাসানি দেখাচ্ছে। আজ সকালে আমার বাড়ির দরজায় এক টিন মল ঢেলে দিয়ে গেছে কেউ। তারপর খানসামার ঘটনার পর আমি—।' কি করে শেষ করবেন বুঝতে পারলেন না সামন্তবাবু, ওঁর গলার স্বর কাঁপতে লাগল।

শিবাজী উঠল, 'আমি বুঝতে পারছি। দেখি কি করতে পারি !'

প্লান্টার্স ক্লাবের সামনে গাড়ি দাঁড় করাল শিবাজী। এখন বেশ রাত। লোকালয় থেকে অনেকটা দূরে সাহেবদের আমলে বোধহয় এই ক্লাব তৈরী করা হয়েছিল। জেনারেটর দিয়ে আলো জ্বালা হয়েছে। ক্লাবের সামনে গোটা তিনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ি থেকে নেমে সে সোজা চলে এল লন পেরিয়ে। সামনেই একজন দারোয়ান ছিল দাঁড়িয়ে ; লোকটা সন্দিগ্ধ চোখে তাকে দেখতেই সে সেক্রেটারির খোঁজ করল।

মিনিট দশেক বাদে এক গ্লাস হুইস্কি নিয়ে বিরাট বারান্দায় বসেছিল শিবাজী। সামান্য দূরে তিনজোড়া মানুষ খুব উচ্চস্বরে গল্প করছেন ! সেক্রেটারি ভদ্রলোক ওকে দেখে বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। বললেন, 'আমি শুনেছি আপনি লাভবার্ডে এসেছেন কিন্তু ওখানে কি কাজ শুরু করা সম্ভব ?'

'পৃথিবীতে কিছুই অসম্ভব নয়।'

'আপনি এর আগে কোন্ বাগানে ছিলেন ?'

'গোল্ডেন টি থেকে চাকরি ছেড়েছিলাম।'

'কেন ?'

'প্রতি মুহূর্তে অপমানিত বোধ করেছিলাম তাই।'

ভদ্রলোকের মুখের চেহারা যেন বদলে গেল এক মুহূর্তে। যদিও এখানকার গেস্ট রুম পেতে কোন অসুবিধে হল না কিন্তু শিবাজী জানিয়ে দিয়েছিল সে

Banglapdf.net Exclusive!

যখন এখনও সদস্য নয় তাই এ বাবদ যা খরচ লাগবে তা সে আলাদা করে দেবে। হুইস্কি খেতে খেতে এখন সে ব্যাপারটা ঝালিয়ে নিচ্ছিল। মণীশ সোম নিহত হয়েছেন এটা স্পষ্ট। লাভবার্ডের তথাকথিত য়ুনিয়নের নেতারা কি কারণে অন্য চা-বাগান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এ রকম স্বৈরাচার করছে এটাই বোঝা যায়। যারা একটা খানসামাকে খুন করতে পারে তাদের রাজনৈতিক চিন্তাধারা সুস্থ নয়। এরা আসছে জিপ চালিয়ে, সমস্ত খবরাখবর রাখছে অথচ সাধারণ শ্রমিকদের বেঁচে থাকার জন্যে কোন ব্যবস্থা করছে না। বোঝা যাচ্ছে লাভবার্ডের মানুষ এদের ভয় করে। ভয় করার যথেষ্ট কারণ এরা দেখেছে। শিবাজীর মনে হচ্ছে এখানে যারা নেতা বলে পরিচিত তারা খুব সংঘবদ্ধ গুণ্ডা ছাড়া কিছু নয়।

আর সেই কারণেই তার খটকা লাগছে। সীতেশের এই পরিণতি হল! মনে আছে, সে যখন টোকনাই থেকে ট্রেনিং নিয়ে চা-বাগানের চাকরি পেল তখন সীতেশ বছর পনেরর কিশোর। বিদেশী কোম্পানির বণ্ডে সই করার পর ওর সঙ্গে আর দেখা হত না। মা চাকরি করতেন প্রাইমারি স্কুলে, সীতেশ পড়ত স্কুলে। চাকরির শর্ত মেনে সে মায়ের সঙ্গে প্রকাশ্যে দেখা করতে পারত না। বারংবার তখন অনুরোধ করেছিল মা যেন প্রাইমারি স্কুলের সামান্য কটা টাকা ছেড়ে দিয়ে পাকাপাকি তার কাছে চলে আসেন। কিন্তু ভদ্রমহিলা কিছুতেই রাজি হননি। স্বামীকে হারানোর পর যে চাকরি তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছে, যার জন্যে তিনি ছেলেদের মানুষ করছেন তা রিটায়ার্ড হবার আগে ছাড়তে পারবেন না। কিন্তু তিনি শিবাজীর কষ্ট বুঝতেন। প্রতি শনিবার মধ্যরাত্রে সে যখন দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যেত তখন তিনি তার অপেক্ষায় জেগে থাকতেন। পাশের ঘরে ঘুমাতো সীতেশ। ওর সঙ্গে কথা হতো না, মাও চাইতেন না ও জানুক। যদি কারো কাছে মুখ ফসকে বলে ফেলে তাহলে শিবাজীর চাকরি থাকবে না। খুব সতর্কতার সঙ্গে তখন শিবাজীকে আসতে হত মায়ের কাছে। কাকপক্ষীতেও টের পেত না। দীর্ঘ পথ পাড়ি দেবার কষ্ট মায়ের কাছে পৌঁছেই দূর হয়ে যেত। আবার ভোরের মধ্যে ফিরতে হতো চা-বাগানে। এর কিছুদিন বাদেই মা অনুযোগ করতেন সীতেশের পড়াশোনায় মন নেই। প্রায়ই বাইরে বাইরে ঘোরে, জিজ্ঞাসা করলে জবাব দেয় না। মাঝে মাঝে রাত্রেও বাড়ি ফেরা বন্ধ করল সীতেশ। আর তারপরেই একদিন মধ্যরাত্রে ওরা তার পথ আটকালো। সীতেশ আর চারটে ছেলে। সীতেশের হাত খালি কিন্তু অন্যদের ছিল না। সীতেশ স্পষ্ট বলল, দিনের আলোয় যদি সে মায়ের সঙ্গে দেখা না করতে পারে তাহলে এখানে আসার দরকার নেই। বুর্জোয়া কোম্পানির চাকর হয়েই যেন সে থাকে। ভবিষ্যতে যদি চোরের মত সে আসে তাহলে শিবাজী নিজের দায়িত্বে আসবে। সেখান থেকেই ফিরে যেতে তাকে বাধ্য করেছিল ওরা। শিবাজী হতবাক হয়ে গিয়েছিল। মায়ের চিঠিতে জেনেছিল সীতেশ উগ্র রাজনৈতিক দলে যোগ দিয়েছে। পুলিস

Banglapdf.net Exclusive!

ওর খোঁজ করছে। এর কিছুদিন পরে হঠাৎ মায়ের চিঠি আসা বন্ধ হল। শিবাজী খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। শেষে মরীয়া হয়ে এক রাত্রে ছুটে গিয়েছিল মায়ের কাছে। অন্ধকারে গাড়ি রেখে সে যখন নিঃশব্দে বাড়িতে ঢুকছে তখনই মনে হয়েছিল কেউ তাকে অনুসরণ করছে। দরজায় টোকা দিতেই মায়ের গলা পেয়েছিল সে। খুব শীর্ণ। জানান দিতে তিনি বলেছিলেন, 'ওরে তুই ফিরে যা, এখন আসিস না।'

সেই মুহূর্তেই সে ভেবেছিল এই চাকরি ছেড়ে দেবে। সেটা বলতেই সে আবার মাকে ডেকেছিল। মা দরজা খুলে দাঁড়াতেই শিবাজীর মনে হয়েছিল কেউ যেন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। কি বোধ সেই মুহূর্তে কাজ করেছিল সে জানে না কিন্তু বিপদ বুঝতে পেরে আচমকা এক পাশে লাফিয়ে যেতেই পাড়া কাঁপিয়ে বোমাটা ফেটেছিল। শিবাজী দেখেছিল সে যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই বোমা ফাটল। তার টুকরোগুলো ছিটকে গেল চারধারে। আর, আর মায়ের দরজায় দাঁড়ানো শরীরটা থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে ঢলে পড়ল। শিবাজী এত নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল প্রথমে কি করবে বুঝতে পারেনি। সে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেছিল একটা শরীর অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। সেটা কার শরীর তা দেখতে পায়নি সে। আর তখনই আশেপাশে চিৎকার চেঁচামেচি উঠল। শিবাজী মায়ের কাছে ছুটে গিয়েছিল। চেতনা ছিল তখনও তাঁর, ছেলেকে দেখে বলেছিলেন, 'তুই চলে যা, আমি ঠিক আছি, তুই যা।'

এখন মাঝে মাঝে নিজের কাছেই অবাক লাগে। কেন সে সেদিন পাগলের মত দৌড়ে বেরিয়ে এসেছিল? কেন কেউ দেখার আগেই গাড়িতে উঠে বসেছিল? সে কি শুধু ধরা পড়ে চাকরি হারাবার ভয়ে? নাকি আবার আক্রান্ত হবার আশংকায়? ওরা তাকেই হত্যা করতে চেয়েছিল এটা স্পষ্ট!

পুলিস মায়ের মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করে বিফল হয়েছে। বোমার আঘাতে মা নিহত হননি। কিন্তু সেই যে মাটিতে পড়ে গিয়েছিলেন আর ওঠেননি। শিবাজী কিছুদিন ছুটি নিয়ে চুপচাপ বসেছিল। সীতেশ তাকে খুন করতে এসে মায়ের মৃত্যুর কারণ হল। চোখে না দেখলেই কোন সত্য মিথ্যে হয়ে যায় না। চাকরি ছেড়ে দেবার ইচ্ছেটা একটু একটু করে চলে গিয়েছিল তখন। যার জন্যে চাকরি ছেড়ে দেবে ভেবেছিল সে-ই যখন নেই তখন আর কি দরকার! চা-বাগানের কাজে আরো বেশী নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিল। গোল্ডেন টি-এর শ্রমিকদের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল হয়ে গেল তার। কর্তৃপক্ষ সেটা ভাল চোখে দেখতে চাইলেন না। তাকে নানা রকম নিষেধ করা হতে লাগল। কিন্তু যেহেতু তার মাধ্যমে শ্রমিক সমস্যার নানান সমাধান হয় তাই চাকরি যাচ্ছিল না। আর সেই সময় এল সীতেশ। না, তার কাছে নয়। চা-বাগানে শ্রমিক য়ুনিয়ন করতে এসে মালিকদের প্রিয়পাত্র হয়ে গেল। উগ্রপন্থী নয় আর কিন্তু তার কি চরিত্র শিবাজী বুঝতে পারেনি। সেই সময় একটা ধর্মঘটের ব্যাপারে শ্রমিকরা সীতেশের ওপর এত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল

Banglapdf.net Exclusive!

যে সে বাধ্য হয়েছিল গোল্ডেন টি ছেড়ে যেতে। আর তখন সেই ধর্মঘটের বিরুদ্ধে কোম্পানিকে সাহায্য করবে না ভেবে যখন শিবাজী স্থির করেছে তখন কোম্পানি তার কাছে কৈফিয়ত চাইল। সীতেশ নাকি তাদের জানিয়ে গেছে সে-ই শ্রমিকদের উত্তেজিত করছে। এক কথায় চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল সে। না, আর কোন দাসত্ব নয়। কিন্তু সীতেশের মুখটা মনে পড়লেই বুক জ্বলে যেত। সীতেশ লাভবার্ড চা-বাগানে গিয়েছে এটা সে শুনেছিল। তারপর নিজেকে একটু একটু করে গুটিয়ে নিয়েছিল সে। অথচ, বুকের ভেতর চিতাটা গনগনে হয়েই থাকতো।

সেই সীতেশ এখানে। সেই রাজনীতি চাওয়া উগ্রপন্থী ছেলে এখন স্রেফ একটা গুণ্ডাদলের নেতা হয়ে রয়েছে। এই পরিণতি কি করে হল? অবশ্য সীতেশ নেতা কিনা সে-বিষয়ে তার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কিন্তু এবার সে ছাড়বে না। লাভবার্ডের সাধারণ মানুষগুলোকে সে বাঁচাবেই! আর তাহলেই মাকে হত্যা করার বদলা নেওয়া হবে।

শিবাজী উঠে দাঁড়াল। সামনে এখন কেউ নেই। যে তিন জোড়া মানুষ ছিল তারা কখন উঠে গেছে। শিবাজী দেখল তাকে কেউ লক্ষ্য করছে না। চুপচাপ নেমে এল সে লনে। তারপরে নিঃশব্দে গাড়িতে গিয়ে উঠল। তারপর সোজা চলল লাভবার্ডের দিকে। সে যে আজ রাত্রে বাগান ছেড়ে এসেছে এই খবর ওরা পাবেই। সামন্তবাবুকে চাপ দিলে বা এখানে কোন সূত্র থাকলে বাকী খবরটা জানতে ওদের অসুবিধে হবে না। অতএব এখানে রাত্রে থাকাটা নিরাপদ নয়।

দ্বিতীয়ত, শিবাজীর মন বলছিল আজকের রাত্রে একটা কিছু ঘটবে। ওই খান-সামাটাকে খুন করে ওরা চুপচাপ বসে থাকবে না। তৃতীয়ত, মিসেস সোমের কাজের মেয়েটি ভাই-এর মুখ থেকে কি খবর বের করে আনে সেটা জানা দরকার। দেরী হলে হয়তো খবরটা কাজে লাগবে না।

একটা ব্যাপারে সে জোর পাচ্ছে এখন। লাভবার্ডে যা ঘটছে তা কোন ট্রেড-য়ুনিয়ন আন্দোলন নয়, স্রেফ কিছু লোকের স্বার্থসিদ্ধির ভাঁওতা। এর বিরুদ্ধে স্বচ্ছন্দে লড়া যায়।

লাভবার্ডে সে যখন এসে পৌঁছালো তখন ঘড়িতে প্রায় এগারোটা। চাঁদ আছে কিন্তু তেমন ধার নেই। জ্যোৎস্নাকে এই সময় ভৌতিক মনে হয়। বাগানে ঢোকার মুখে একটা খড়ের চালার আড়ালে গাড়িটাকে ঢুকিয়ে দিল শিবাজী।

BANGLAPDF.NET

না, সে নানান দিকে যাবে না। বড় রাস্তা ছেড়ে চা-বাগানের ফালিপথে ঢুকে পড়ল সে। মার্জনার অভাবে প্রচুর আগাছা জন্মেছে, হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছে। কিন্তু এই পথে বাংলোয় তাড়াতাড়ি পৌঁছানো যাবে এবং কারো নজরে পড়বে না।

সেই নদীর গায়ে এসে বিব্রত হল শিবাজী। সাঁকোটা খানিক দূরে, সেখানে গেলে এইভাবে লুকিয়ে আসার কোন মানে হয় না। সে নদীর ধার দিয়ে আর একটু উজানে ফিরে গেল। আগাছায় জায়গাটা ঢেকে আছে। আর তারপরেই সে দেখতে পেল নদীর ওপর লোহার রিম পেতে তা থেকে জাল পেতে দেওয়া হয়েছিল। সম্ভবত আবর্জনা আটকাতে যাতে ওগুলো ফ্যাক্টরিতে না ঢুকে পড়ে। নেটটা এখন শতছিন্ন কিন্তু লোহার রিম দুটো রয়েছে। একটু ঝুঁকি নিয়ে ওর ওপর দিয়ে শিবাজী ছোট্ট নদীটা পার হয়ে এল। উজানে আসায় সে বাংলো দুটো ছাড়িয়ে চলে এসেছে। এখন অন্ধকারগোলা পথে আবার ফিরে চলল।

মিসেস সোমের বাংলোটা নিস্তব্ধ। এক ফোঁটা আলো নেই কোথাও। সতর্ক পায়ে লন পেরিয়ে সে ভেতরে ঢুকল। কোথাও কোন গাছে আচমকা ঘুম-ভাঙা কাঠঠোকরা চেঁচিয়ে উঠল। শিবাজী বাংলোর পেছনে চলে এল। কোন মানুষের অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছে না। কিছুক্ষন নজর রেখে সে পেছনেরপথে তার বাংলোয় চলে এল। আচমকা দেখলেই মনে হল বাংলোটা যেন হানাবাড়ি। মিনিট দশেক নিজেকে আড়ালে রেখে হতাশ হল সে। না, কোন ঘটনাই ঘটল না। ওরা বোধহয় আজ রাত্রে তার সন্ধানে আসবে না।

আর তখনই পায়ের শব্দ পেল শিবাজী। কেউ যেন ছুটে আসছে। গাছের গায়ে নিজেকে মিশিয়ে সে অপেক্ষা করল। জঙ্গলের পথ দিয়ে একটু বাদেই ছুটে এল মেয়েটি। প্রচণ্ড হাঁপাচ্ছে। মেয়েটির পরনে সায়া এবং ব্লাউজ ছাড়া কিছু নেই, দেখলেই বোঝা যায় বেশ বিধ্বস্ত। মেয়েটি সামান্য দম নিয়ে সোজা বাথরুমের সিঁড়ি বেয়ে উঠে দরজায় আঘাত করতে লাগল, 'সার, সার।' তারপর কোন সাড়া না পেয়ে নেমে এসে সামনে ছুটে গেল। শিবাজী প্রথমে সন্দেহ করল এটা টোপ কিনা। কিন্তু এই মেয়েটি তার জীবন একবার বাঁচিয়েছে তাই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করল। ওদিকে মেয়েটি তখন বাংলোর সামনের বারান্দায় পৌঁছে গিয়েছে। শিবাজী ধীরে ধীরে সামনে এসে দেখল মেয়েটি সিঁড়ির ওপর উবু হয়ে বসে ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। সে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে?'

গলা শুনে প্রথমে মেয়েটির কান্না যেন আটকে গেল, সে বিস্ফারিত চোখে তাকাতেই শিবাজীকে দেখতে পেল। তারপরেই বিদ্যুতের মত সে দূরত্বটা অতিক্রম করে শিবাজীর পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, 'আমার ভাইকে বাঁচাও সাহেব।' মেয়েটির কান্না আরও সোচ্চার হল। শিবাজী খুব নার্ভাস বোধ করছিল। সে আবার জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে?'

অনেক কষ্টে মেয়েটির মুখ থেকে কথাগুলো বের করতে পারল। ভাইকে

Banglapdf.net Exclusive!

নিয়ে মেয়েটি ঘুরপথে লাইনে ফিরে গিয়েছিল। যাওয়ার পথে সে জানতে পেরেছিল দুটো লোক ভাইকে পাঠিয়েছিল বাংলোর অবস্থা দেখে আসবার জন্যে। নতুন সাহেব কি করছে তা গোপনে দেখে ওদের খবর দিতে হবে। ভাই প্রথমে রাজী হয়নি কিন্তু ওরা শাসিয়েছিল না দিলে তোর দিদি খতম হয়ে যাবে। ওরা চা-বাগানের শেষ প্রান্তে যে বাংলোবাড়ি আছে জঙ্গলের লাগোয়া সেখানে ওর জন্যে অপেক্ষা করবে বলেছিল। মেয়েটি এসব জানার পর ভাইকে বলেছিল যে আজ যেন কিছুতেই বাড়ি থেকে সে বের না হয়। ওরা যখন লাইনের কাছাকাছি তখন দেখতে পেল আগুন লেগেছে। দৌড়ে লাইনে গিয়ে মেয়েটি দেখে তাদের খড়ের ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। লাইনের লোকরা আগুন নিভিয়েছে কিন্তু কিছুই বাঁচেনি। ওদের মা ঘরের সামনে বসে মাথায় হাত দিয়ে কাঁদছিল। কি করে আগুন লেগেছে কেউ বলতে পারল না। আর তার পরেই ওর খেয়াল হল ভাই কাছাকাছি নেই। সমস্ত লাইনে খুঁজেও ভাইকে পাওয়া গেল না। অথচ, সে মেয়েটির আগেই দৌড়ে গিয়েছিল লাইনে। অপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত ছুটে এসেছে এখানে। এখন সাহেবই তার ভাইকে বাঁচাতে পারে। ওরা নিশ্চয়ই ভাইকে ধরে নিয়ে গেছে।

শিবাজী মেয়েটির মুখের দিকে তাকাল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি এখানে এসেছ ওরা টের পেয়েছে?'

'জানি না, আমি পাগলের মত ছুটে এসেছি।'

'ওই বাংলোয় কে থাকে?'

'দিনের বেলায় কোন মানুষকে দেখা যায় না। কাঁটাতার দিয়ে জায়গাটা ঘেরা।'

'লাইনের লোকদের বললে না কেন ওখানে যাওয়ার জন্যে?'

সজোরে মাথা নাড়লো মেয়েটি, 'সর্দার বলে দিয়েছে কেউ যেন ওই বাংলোর কাছে না যায়। ওখানে ভূত আছে। তার ওপর আজ হাতি বেরিয়েছে জঙ্গল থেকে।'

এরকম একটা বাংলো লাভবার্ড চা-বাগানের গা ঘেঁষে রয়েছে অথচ সেখানে মানুষ থাকে না একথা পুলিস জানে? শিবাজীর মনে হল ব্যাপারটার মধ্যে কোথাও গোলমাল আছে। কিন্তু এত রাত্রে একা খালি হাতে ওখানে যাওয়া কি উচিত হবে? অথচ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে বোবা ছেলেটির কাছ থেকে যদি খবর বের করতে নাও পারে তবু নির্মম হতে পারে ওরা। ওকে বাঁচানোর জন্যে এক্ষুনি যাওয়া দরকার। সে মেয়েটিকে বলল, 'জলদি তোমার মেমসাহেবকে ডেকে আনো, আমি দেখছি।'

মেয়েটি ছুটে পাশের বাংলোর দিকে চলে যেতেই শিবাজী কিচেনের পাশে খানসামার ঘরে চলে এল। দরজায় শেকল টানা ছিল। অন্ধকারে যেটুকু জ্যোৎস্না ঢুকল তাতেই সে ঘরটাকে দেখতে লাগল। একটা তক্তাপোষের ওপর চেপ্টে যাওয়া

Banglapdf.net Exclusive!

তোশক, কালো বালিশ আর কিছু টুকিটাকি জিনিস। কিন্তু প্রথম দিন খানসামার কোমরে যেটাকে ঝুলতে দেখেছিল সেটা কোথায়? খুঁজতে খুঁজতে শিবাজী তোশকটা তুলতেই ওটাকে দেখতে পেল। খাপসুদ্ধ ওখানে রেখেছিল খানসামা। যদি রান্না করার সময় ওর সঙ্গে থাকতো তাহলে কি হত বলা যায় না। খাপ থেকে ভোজালিটাকে টেনে বের করতেই সেটা আধা-অন্ধকারেও ঝিলিক দিয়ে উঠল। আঙুল আলতো করে বুলিয়ে শিবাজী বুঝল প্রচণ্ড ধার ভোজালিটায়। খাপসুদ্ধ অস্ত্রটাকে নিজের কোমরে ঢুকিয়ে মনে হল যদি এটার ব্যবহার সে করতে পারে তাহলে অন্তত খানসামার আত্মা সামান্য হলেও শান্তি পাবে।

লাবণ্য এলেন খানিক বাদেই। এক পলক দেখেই শিবাজী বুঝল ভদ্রমহিলা সন্ধ্যে থেকে এক অবস্থাতেই আছেন। বোধহয় বিছানা ছেড়েও ওঠেননি। সে গম্ভীর গলায় বলল, 'সব শুনেছেন নিশ্চয়ই। আপনাকে এক্ষুনি একটা কাজ করতে হবে। ওকে নিয়ে সামন্তবাবুর বাড়িতে চলে যান। ভদ্রলোককে বলুন এক্ষুনি থানায় গিয়ে পুলিসের সাহায্য চাইতে। আমি গেলে জানাজানি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। যান, দেরী করবেন না।'

লাবণ্য বললেন, 'আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

'ওই বাংলোয়।' কথাটা বলে শিবাজী মেয়েটির কাছে বাংলোয় যাওয়ার পথটা জেনে নিল। এখান থেকে হাঁটা পথে মিনিট কুড়ি হবে। পুলিস যদি এক ঘণ্টার মধ্যে চলে আসে তাহলে—।

লাবণ্য বললেন, 'না। আপনার একা যাওয়া ঠিক হবে না। বরং পুলিস নিয়ে নিজে ওখানে চলে যান। তাছাড়া, ওর ভাই যে ওখানে আছে তাই বা বুঝবেন কি করে?'

শিবাজী বলল, 'আমার মনে হয় আরও বেশী পাওয়া যাবে ওখানে। আপনি আর কথা বাড়াবেন না। চা-বাগানের গরীব মানুষগুলোর চেয়ে আমার জীবন মোটেই দামী নয়। এদের বাঁচাতেই হবে। আপনারা সাঁকো পেরিয়ে চা-বাগানের ভেতর দিয়ে সর্টকাট করুন। সামন্তবাবুকে বলবেন এক ঘণ্টার মধ্যে সব ব্যবস্থা করতে।'

ওদের সঙ্গে আর কথা না বাড়িয়ে শিবাজী পেছনের জঙ্গলের দিকে পা বাড়াল। লাবণ্য অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। এই মানুষটি সম্পর্কে কোন ধারণায় আসতে পারছিলেন না তিনি। সন্ধ্যে থেকে বুকের ভেতর যে যন্ত্রণাটা কুরে কুরে খাচ্ছিল সেটা এই মুহূর্তে চাপা পড়ল, কারণ তাঁকে একটা কাজ অবিলম্বে করতেই হবে। ওই জেদি মানুষটাকে সাহায্য করা দরকার।

এক টুকরো সাদা হাড় হয়ে চাঁদ আকাশে পড়েছিল। তার শরীর থেকে আর আলো ঝরছিল না বরং সেটা ক্রমশ ঘোলাটে হয়ে আসছিল। শিবাজী জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সতর্ক পায়ে হাঁটছিল। বাংলো থেকে এই পথটুকু আসতে আধ ঘণ্টা লেগে গেছে। প্রথমত রাত্রে অচেনা বুনো পথে দ্রুত হাঁটা অসম্ভব। নদীটা পার

BANGLAPDF.NET

Banglapdf.net Exclusive!

হতে বেশ ঝামেলা পোয়াতে হয়েছে। দ্বিতীয়ত, তাকে আসতে হয়েছে নিঃশব্দে যাতে চট করে কারো নজরে না পড়ে যায়। এখন এই রাত্রে নির্জন বনভূমিতে কোন মানুষের অস্তিত্ব যদিও কল্পনা করা যায় না তবু সাবধানের মার নেই। একপাশে চা- বাগান আর অন্য পাশে ফরেস্ট। চা-গাছগুলো এদিকে শুকিয়ে গেছে, ওর ভেতর দিয়ে হাঁটলে যে কেউ দেখতে পারে। জঙ্গলের গায়েই মাটির বড় রাস্তা আছে কিন্তু সেখানে পা রাখা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। শিবাজীকে তাই জঙ্গলের ভেতরের সরু পায়ে চলা পথ ধরতে হয়েছিল। তারপর আচমকা সে দূরে বাংলো টাকে দেখতে পেল। চা-বাগানের সীমানার বাইরে জঙ্গলের মুখেই ওই কাঠের কালো বাংলোটা বেশ বড়। আবছা আলোয় রহস্যময় দেখাচ্ছিল জায়গাটাকে। খুব চুপচাপ, কোন মানুষ জেগে আছে বলে মনে হল না।

গাছের আড়ালে আড়ালে শিবাজী জঙ্গলের কিনারে চলে এল। বাংলোটার চার পাশে অনেকটা খোলা জমি কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা। মাটির চওড়া রাস্তাটার গায়েই কাঠের গেট। কাঁটাতারের বেড়া মাথা সমান উঁচু। এত গুছিয়ে লোকালয়ের বাইরে কোন উদ্দেশে মানুষ বাড়ি করে? কিন্তু ওখানে ঢুকতেই হবে। লাভবার্ডের সমস্ত রহস্য ওই বাড়িতেই রয়েছে, এখানে এসে শিবাজীর এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হল। ঠিক সেই সময় বাংলোর ভেতর থেকে একটা লোককে সে এগিয়ে আসতে দেখল গেটের দিকে। হাফ প্যান্ট আর গেঞ্জি পরনে লোকটার হাতে ছোট্ট লাঠি। গেটের আড়ালে যে আর একজন দাঁড়িয়েছিল তা বুঝতে পারেনি শিবাজী। এই লোকটি কাছাকাছি হতেই সে বেরিয়ে এল। তারপর আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে সে চলে গেল ভেতরে। নবাগত চারপাশ একবার চোখ বুলিয়ে গেটের গায়ে ঠেস দিয়ে বসল।

এরা তাহলে নিয়মিত পাহারার ব্যবস্থা করেছে। শিবাজী বুঝল বাংলোর কাছে যেতে হলে ওই লোকটিকে এড়ানো যাবে না। সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে বাংলোর গেট বড় জোর কুড়ি গজ দূরে। হাফ-প্যান্ট পরা লোকটাকে সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল। মাটি থেকে একটা বড় পাথর কুড়িয়ে নিয়ে শিবাজী সামনের জঙ্গলে ছুঁড়ে মারল। বড় একটা ডালে শব্দ হল এবং সঙ্গে সঙ্গে অনেক পাখি চিৎকার শুরু করে দিল। দুটো বাঁদর লাফালাফি শুরু করল এ ডালে ও ডালে। হাফপ্যান্ট-পরা লোকটা চমকে উঠে দাঁড়াল লাঠি হাতে। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আওয়াজের কেন্দ্রটাকে দেখতে লাগল। শিবাজী আর দেরী না করে একটা পাথর দিয়ে কাছের একটা ডালকে আঘাত করতেই এদিকেও হইচই শুরু হল ঘুম-ভাঙা পাখিদের। লোকটা বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিল। সে একবার পেছন ফিরে বাংলোটাকে দেখল। তারপর গেট খুলে কারণ অনুসন্ধানের জন্যে খুব সতর্ক ভঙ্গীতে রাস্তার মাঝখানে এসে দাঁড়াল। সেই সময় বিরক্ত হওয়া একটা বাঁদর বোধহয় ওকে ভয় দেখাতেই সামনে লাফিয়ে পড়ে এদিকে ছুটে এল। লোকটা শব্দ করে হাসল। হয়তো নিজের বোকামির জন্য লজ্জা পেল। তারপর

Banglapdf.net Exclusive!

ঘুরে বাংলোর গেটের দিকে তাকাল। শিবাজী এটুকুর জন্যেই অপেক্ষা করছিল। খুব দ্রুত বেরিয়ে সে লোকটির মাথায় ভোজালির উল্টো দিক দিয়ে আঘাত করল। লোকটার মুখ থেকে একটা শব্দ বের হল না, ধীরে ধীরে মাটিতে শুয়ে পড়ল। চট্‌পট লোকটাকে জঙ্গলের মধ্যে টেনে নিয়ে এসে মাটিতে উপুড় করে দিল সে। তারপর এক দৌড়ে গেটের পাশে এসে দাঁড়াল। খোলা গেট বন্ধ করে চারপাশে তাকিয়ে দ্বিতীয় মানুষ দেখতে পেল না শিবাজী। বাংলোর চারপাশে খোলা জমি এবং সেখানে একটা আড়াল পর্যন্ত নেই। ওখানে পৌঁছাতে গেলে প্রকাশ্যেই যেতে হবে। যেহেতু এই বাংলো চা-বাগানের এক্তিয়ারের বাইরে তাই তার বেলায় যাওয়াটা অনধিকার প্রবেশ হবে। কিন্তু এছাড়া উপায় নেই।

শিবাজী একটু ব্যস্ত না হয়ে সামনের পথ দিয়ে সোজা হেঁটে বাংলোয় চলে এল। কেউ তাকে বাধা দিল না, কোন চিৎকার শোনা গেল না। নাকি ওরা একজন পাহারাদার রেখেই নিশ্চিন্ত হয়েছে। ঠিক সেই সময় চাপা গলায় একটা গোঙানি উঠল। কেউ কাঁদতে চেষ্টা করেও পারছে না যেন। শিবাজী শব্দটা লক্ষ্য করে বাংলোর পেছনের সিঁড়িতে চলে এল। তারপর নিঃশব্দে ওপরে উঠে এসে দরজার কাচে চোখ রাখল। সেই লোকটা যে গেটে ছিল একটা চেয়ারে বসে বিড়ি ফুঁকছে। ঘরে আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না কিন্তু শব্দটা আসছে ওখান থেকেই। শিবাজী পাশের ঘরটায় উঁকি মারল। ও-ঘরে হ্যারিকেন ছিল, এ-ঘর ঘুটঘুটে অন্ধকার। তার পাশের ঘরটাও তাই। তার মানে কর্তারা কেউ বাংলোয় নেই। সে আর দেরী না করে প্রথম দরজায় টোকা দিল। তারপর দরজার একপাশে সরে দাঁড়িয়ে ভোজালিটা বের করে তৈরি হল। ভেতরে পায়ের শব্দ হল। তারপরেই দরজা খুলে লোকটা বেরিয়ে কয়েক পা এগিয়ে একটু বিস্মিত ভঙ্গীতে বাঁ দিকে তাকাতেই শিবাজী আবার ভোজালির উল্টো দিকটা দিয়ে সজোরে আঘাত করল। উত্তেজনা থাকায় বোধহয় আঘাতটা জোরে হয়ে গিয়েছিল কারণ ওর মনে হল ভোজালিটা বেশ বসে গিয়েছে মাথায়। লোকটার মুখ থেকে আর্তনাদ বের হতে না হতেই তার শরীরটা মাটিতে আছড়ে পড়ল। শিবাজী ঘরে ঢুকে প্রথমে কাউকে দেখতে পেল না। গোঙানিটাও থেমে গেছে। সে হ্যারিকেন তুলে ধরে চারপাশে তাকাতে কাঠের বাক্সটা নড়ে উঠল। তাজ্জব হয়ে গেল সে। দ্রুত হাতে প্যাকিং খুলে এক মুহূর্ত বিস্মিত চোখে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে থেকে ওকে কোনরকমে টেনে বাক্স থেকে বের করল শিবাজী। হাত পা দড়ি দিয়ে বেঁধে প্রায় গোল করে এই প্যাকিং বাক্সের মধ্যে পুরে রেখেছিল ওকে। দড়ির গিট ভোজালি দিয়ে কেটে ছেলেটার শরীর থেকে খুলে নিয়ে চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'দাঁড়াতে পারবি?'

ছেলেটা তখনও মাটিতে পড়ে গোঙাচ্ছিল। শিবাজী ওকে টেনে দাঁড় করিয়ে দিল। অনেকক্ষণ এই ভাবে পড়ে থেকে ওর বোধহয় সোজা হয়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু এইবার যেন ছেলেটা শিবাজীকে চিনতে পারল। পেরে চেষ্টা

Banglapdf.net Exclusive!

করতে লাগল সোজা হতে।

আর তখনি দূরে একটা গাড়ির শব্দ উঠল। শিবাজী দ্রুত সামনের বারান্দার জানলায় এসে দাঁড়াল। জঙ্গলের ভেতর কোথাও গাড়ির হেডলাইট দেখা যাচ্ছে না। এই সময়ের মধ্যে পুলিসের আসা উচিত ছিল। ওটা পুলিসের গাড়ি কিনা দেখতে হবে। তারপরেই অ্যাম্বাসাডারটা বেরিয়ে এল চোখের সামনে, এসে গেটের সামনে দাঁড়াল। গেট কেউ খুলছে না দেখে দুবার হর্ন বাজালো ড্রাইভার। তারপর চিৎকার করে কেউ গালাগাল দিয়ে দরজা খুলে মাটিতে নামল। গেট খুলে লোকটা যখন এপাশ ওপাশে কাউকে খুঁজছে তখনই সীতেশকে চিনতে পারল শিবাজী। গেটে দাঁড়িয়ে সীতেশ চিৎকার করল, 'বুধুয়া!' তারপর সাড়া না পেয়ে আবার গাড়িতে ফিরে গেল। শিবাজী দেখল গাড়িটা গেট পেরিয়ে বাংলোর দিকে আসছে। হেড লাইটের আলোটা থর থর কাঁপছে বাংলোর ওপরে পড়ে। ইঞ্জিন বন্ধ করে সীতেশ নামল গাড়ি থেকে। শিবাজী লক্ষ্য করল সীতেশের সঙ্গে অন্য কেউ আসেনি। কাঁচের আড়াল থেকে শিবাজী দেখল সীতেশ বেশ মোটা হয়েছে, কিন্তু চলনে তৎপরতা এসেছে। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে এমন ভাবে হাঁরা বলে ডাকল যেন এটা ওর নিজের বাংলো। দু-তিন বার ডাকাডাকি করার পর সীতেশ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে চারপাশে চোখ বোলাতে লাগল। ওর ভঙ্গীতে এখন বেশ সতর্ক ভাব। তার মানে ওর মনে নিশ্চয়ই সন্দেহ জেগেছে। তরতর করে নেমে পেছনের দিকে চলে গেল সে। শিবাজী জানলা থেকে সরে এপাশে চলে এল। দরজাটা খোলা। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দার এক কোণে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল দেওয়াল ঘেঁষে। পায়ের শব্দ হল না কিন্তু সীতেশ পেছনের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এল। বারান্দায় দাঁড়িয়েই আবছা অন্ধকারে পড়ে থাকা অজ্ঞান শরীরটির দিকে তার নজর গেল। দুটো হাত ছড়িয়ে উপুড় হয়ে পড়ে আছে লোকটা। সীতেশের ঠোঁট থেকে একটা শব্দ বের হল। তারপর চকিতে পকেটে হাত ঢুকিয়ে কিছু একটা বের করে আনল। তারপর সেটাকে সামনে রেখে খোলা ঘরের দিকে পা বাড়াল। শিবাজীকে লক্ষ্য করেনি সীতেশ। ও যখন দরজায় দাঁড়িয়ে ভেতরটা সন্দেহের চোখে দেখছে তখন শিবাজী কথা বলল, 'আমি তোর জন্যে অপেক্ষা করছি সীতেশ।'

চকিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে সীতেশ, হাত সামান্য উঁচিয়ে ধরল, 'কে?'

হাসল শিবাজী, 'আমার গলার স্বর তোর অচেনা হয়ে গেছে?'

'দাদা!' সীতেশের কণ্ঠ কাঁপল, 'তুমি এখানে?'

'বললাম তো তোর জন্যে অপেক্ষা করছি।' শিবাজীর গলায় কোন তাপ নেই।

'একে তুমি মেরেছ?'

'মরেনি, অজ্ঞান হয়ে রয়েছে। গেটের বাইরেও একজন আছে।'

'তুমি—তুমি ভীমরুলের চাকে হাত দিয়েছ!' হিস হিস করে উঠল সীতেশ।

'আমার গ্লাভস পরা আছে। ওটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখ।'

'তোমাকে এখান থেকে জ্যান্ত ফিরতে দেব না!'

Banglapdf.net Exclusive!

'কেন ?'

'তুমি আমার জীবনে কালগ্রহ। মায়ের রক্তজলকরা টাকায় বড় হয়ে চাকরির লোভে মাকে ছেড়ে গিয়েছিলে তুমি, তোমার জন্যে আমার পড়াশুনা হয়নি।'

'আমার জন্যে ?'

'হ্যাঁ তোমার জন্যে ! মা সংসার চালাতে পারছিল না। দয়া দেখাতে মাঝে মাঝে চোরের মত আসতে আর মাকে এলোমেলো করে দিতে !'

'মাকে কে খুন করেছে সীতেশ ?'

সীতেশ যেন একটু কেঁপে উঠল। তারপর চিৎকার করল, 'মাকে কেউ খুন করেনি, ওটা স্ট্রোক, মোটেই গায়ে বোমা লাগেনি।'

'কিন্তু মা তোর জন্যেই মারা গেছে।'

'না মোটেই না, আমি বিশ্বাস করি না।'

'গোল্ডেন টি-তে তুই আমার পেছনে লেগেছিলি কেন ?'

'সে প্রশ্নের জবাব আমি তোমাকে দেব না।'

'সীতেশ, আমি তোকে কখনও ক্ষমা করতে পারব না। কিন্তু তুই এসব কি করছিস ? তুই যে রাজনীতিতে বিশ্বাস করতিস তার সঙ্গে এই দালালি কি করে মেলে ? তুই মানুষ ?'

'দালালি ? মুখ সামলে কথা বলো !'

শিবাজী হাসলো, 'চেঁচিয়ে সত্যিকথা ঢাকা যায় না সীতেশ। তুই আগরওয়ালার দালাল। তোদের সঙ্গে অন্যান্য চা-বাগানের য়ুনিয়নগুলোর কোন সম্পর্ক নেই। স্রেফ ভয় দেখিয়ে এখানকার গরীব শ্রমিকদের দাবিয়ে রেখেছিস তোরা। আমি বুঝতে পারছি না এতে তোদের কি স্বার্থ। আগরওয়ালা তো কখনই এই বাগানের আর মালিক হতে পারবে না। তাহলে—'

'তুমি—তোমার আজ রাত্রে ক্লাবে থাকার কথা ছিল না ?'

'ছিল।'

সীতেশ হাসল, 'তুমি দুবার ভাগ্যবান হয়েছ। এবার খেলা শেষ। যেচে এসে যখন কবরে পা দিয়েছ তখন আর নিস্তার নেই !'

'কবর ?'

'এই বাংলোর তলায় আর একজন শুয়ে আছে যাকে টমসন এণ্ড হিউস পাঠিয়েছিল পরিত্রাতা হিসেবে।'

'সোম !'

'হ্যাঁ। ওর সুন্দরী বউ-এর কাছে দেখছি এসেই ঘোরাফেরা শুরু করেছ।'

শিবাজী দাঁতে দাঁত চাপল, 'সীতেশ, তুই কত নোংরা হয়ে গিয়েছিস। তুই আমার ভাই এটা ভাবতেও এখন ঘেন্না হচ্ছে।'

'রাখো ! সোজা রেলিং ধরে এগিয়ে এস। বেচাল কিছু করলেই গুলি চালাব।'

Banglapdf.net Exclusive!

'কেন ?'

'শুধু এই লোকটাকে মারার অপরাধেই অন্য কেউ এতক্ষণে শেষ হয়ে যেত। তুমি তো অনেকদিন খরচের খাতায় রয়েছ। এসো।'

'কিন্তু কি লাভ, এসব করে তোদের কি লাভ !'

'শিবাজী চ্যাটার্জী যদি ফিরে না যায় তাহলে টমসন এণ্ড হিউস আর কাউকে পাঠাতে পারবে এখানে ? তোমার কর্তা সেন সাহেবকে তখন বোর্ডের মেম্বাররা ছুঁড়ে ফেলে দেবে চেয়ার থেকে। নতুন চেয়ারম্যান বাধ্য হবে আমাদের সঙ্গে হাত মেলাতে। চা-বাগানে এত বছর কাটালাম, আমারও তো কম এক্সপেরিয়েন্স হল না। না হয় টোকনাই ট্রেনিংটাই যা নিইনি।' ঠিক সেই সময় তীরের মত কেউ ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়িটা লাফিয়ে নিচে নেমে গেল। সীতেশ চমকে উঠে ফিরে দাঁড়িয়ে চেঁচাল, ওফ্, ওকে ছেড়ে দিয়েছ তুমি ? সর্বনাশ হয়ে গেল, কুলিরা জানতে পারলে সামলানো মুশকিল হবে।' বলতে বলতে সে রেলিং-এর ধারে ছুটে গেল।

শিবাজী দেখল ফাঁকা লনের ওপর ঘোলা জ্যোৎস্নায় ছেলেটা দৌড়ে যাচ্ছে। সীতেশ ওকে লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপল। কিন্তু গুলি লাগেনি ছেলেটার গায়ে। শব্দটা মিলিয়ে যেতে না যেতেই দেখা গেল ছেলেটা থমকে দাঁড়িয়েছে। কাঁটা তারের বেড়ার কথা বোধহয় বেচারার খেয়াল ছিল না। ওদিকে যাওয়ার কোন উপায় নেই দেখে পরক্ষণেই সে বেড়া ধরে দৌড়াতে লাগল গেটের দিকে। গেট খোলা। কিন্তু সেখানে পেঁছিতে শদেড়েক গজ দৌড়াতে হবে। সীতেশ আবার গুলি করল। ছুটন্ত শরীর বলেই এবারও লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। ঠিক সেই সময় আর একটি গাড়ি এসে ঠিক গেটের মুখে দাঁড়াতেই ছেলেটা পাথর হয়ে গেল। ওর বের হবার রাস্তা বন্ধ।

শিবাজী দেখল ওটা পুলিসের গাড়ি নয়। গাড়ি থেকে দুজন লোক নামল। তাদের একজন চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে ? গুলি করছ কেন ?'

'ছেলেটা পালাচ্ছে।' সীতেশ চেঁচিয়ে উত্তর দিল। তার অস্ত্র ছেলেটির দিকে তাক করা কিন্তু যেহেতু ছেলেটির পেছনেই নবাগতরা রয়েছে তাই সে ট্রিগার টিপতে পারছে না।

এতক্ষণে বাবুরাম আগরওয়ালাকে চিনতে পারল শিবাজী। বাবুরাম চিৎকার করল, 'রিভলবার নামাও।' তারপর সঙ্গীকে কিছু বলতেই সে ছুটে গেল ছেলেটার দিকে। বেচারা এমন নার্ভাস হয়ে পড়েছিল যে সামান্য নড়তে পারল না। ওকে টানতে টানতে নিয়ে গেল লোকটা গাড়ির কাছে, তারপর আগরওয়ালার নির্দেশে ঠেলে দিল ভেতরে।

সীতেশ হাত নামিয়ে এবার ঘুরে দাঁড়াল, 'এবার কি করবে ?'

শিবাজী এতক্ষণে ধাতস্থ হল ঃ 'এই ভাবে মানুষ শিকার—।'

ওকে থামিয়ে দিল সীতেশ, 'আঃ, জ্ঞান দিও না। মানুষের একমাত্র শিকার হল

BANGLAPDF.NET

মানুষ। কিন্তু আগরওয়ালা আসছে। দুবার ওকে অপমান করেছ তুমি!'

গাড়িটা নিচে এসে থামতেই সীতেশ ঝুঁকে বলল, 'এখানে আমাদের একজন গেস্ট এসেছে।'

'গেস্ট? কে?' বাবুরাম গাড়ি থেকে নামতে নামতে জিজ্ঞাসা করল। শিবাজী নড়ছিল না এতক্ষণ। কিন্তু তার মনে হল এক্ষুনি কিছু করা দরকার। সীতেশ এখন ওর দিকে মন দিচ্ছে না। একবার লাফিয়ে পড়লে ওকে কব্জা করতে সময় লাগবে না।

ততক্ষণে বাবুরাম উঠে এসেছে ওপরে। এবং উঠেই সে শিবাজীকে দেখতে পেয়ে হাসল, 'বাঃ, চমৎকার। আপনাকে এইমাত্র ক্লাবে পুড়িয়ে এসে ভাবলাম সব চুকে গেল আর আপনি এখানে হাওয়া খাচ্ছেন? সত্যি এলেমদার লোক আছেন আপনি। এরকম লোকের সঙ্গে লড়াই করেও সুখ পাওয়া যায়। সীতেশ, দুটো চেয়ার এনে দাও, আমরা বসে কথা বলব।'

সীতেশ অবাক হয়ে বাবুরামের দিকে তাকাল। তারপর খুব বিরক্তি নিয়ে ভেতর থেকে তিনটে চেয়ার বাইরে টেনে আনল। বাবুরাম বলল, 'তিনটে আনতে কে বলেছে তোমাকে? একটা ভেতরে রেখে এস।'

'তার মানে?'

'বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে কেন?' নির্বিকার মুখে কথাগুলো বলতে বলতে বাবুরাম একটা চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে ডাকলেন, 'আসুন চ্যাটার্জী সাহেব, আমরা কথাবার্তা বলি।'

সীতেশ খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল এরকম ব্যবহারে। সে একটু উত্তেজিত গলায় বলল, 'আপনি ওর সঙ্গে কি কথা বলবেন? আমাদের দুজন লোককে উণ্ডেড করেছে ও, ওই দেখুন একজন পড়ে আছে।'

'তাই নাকি? বাঃ খুব সাহসী লোক তো!' বাবুরাম মাথা নাড়ল।

'আপনি আমার সঙ্গে এরকমভাবে কথা বলতে পারেন না।'

'কি রকম?'

'আপনি চাকরবাকরের মত ব্যবহার কেন করছেন বুঝতে পারছি না। আমাকে চটিয়ে আপনার কি লাভ হবে?'

'দ্যাখো আমি ব্যবসায়ী, কোনটে করলে লোকসান হবে তা আমি বুঝি। তাছাড়া আমরা ভারতীয়রা দাদাকে ভাই-এর চেয়ে বেশী সম্মান দিই। আসুন চ্যাটার্জী সাহেব, আপনি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন।' কথা শেষ করে বাবুরাম সীতেশের দিকে হাতের ইশারা করল চলে যাওয়ার জন্যে।

সীতেশ চাপা গলায় কিছু বলে বারান্দা ছেড়ে নেমে যেতেই শিবাজী এগিয়ে এসে একটা চেয়ার টেনে নিল। বাবুরাম হাসল, 'খামোকা এইসব ঝঞ্ঝাট আসছে। লাভবার্ড চা-বাগানটাকে আমি প্রাণের চেয়ে ভালবাসি। আমি চাই আপনি আমার সঙ্গে একটা বন্দোবস্তে আসুন।'

Banglapdf.net Exclusive!

'কি বলতে চাইছেন ?'

'আপনি রেগে আছেন ! আরে মশাই বাগান বিক্রী করে দিয়েছি ঠিক কিন্তু মনটাকে তো বিক্রী করিনি। আপনি আপনার কোম্পানির হয়ে বাগান চালান কিন্তু আমাকে মুনাফা নিতে দিন। কিছু ভাববেন না, এই কুত্তাগুলোকে আমি ঠাণ্ডা করে দিতে জানি। আপনার মায়ের পেটের ভাই আপনার বড় শত্রু।' বাবুরাম কথা শেষ করা মাত্র লনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সীতেশ চিৎকার করে বলল, 'তাড়াতাড়ি কথা শেষ করুন।'

বাবুরাম হাসল, 'তুমি মিছিমিছি উত্তেজিত হচ্ছ সীতেশ। মাথা ঠাণ্ডা রাখো, বুদ্ধিটা খেলতে পারবে তাহলে। একটু কফি খাবেন চ্যাটার্জী সাহেব ?

শিবাজী মাথা নাড়ল, 'না, ধন্যবাদ।' সে বুঝতে পারল অত্যন্ত ধুরন্ধর মানুষের সামনে বসে আছে। এই লোকটা ইচ্ছে করলেই তাকে সরিয়ে ফেলতে পারে অথচ সেটা না করে বিনীত ভঙ্গী করছে।

আগরওয়ালা মাথা নাড়ল, 'এত রাত্রে কফি অনেকের সহ্য হয় না। আপনার ভাই-এর পেটে ভূটানি হুইস্কি আছে তাই মাথা গরম। আজকালকার ইয়ং ছেলেদের কথা আর বলবেন না, মদ পেলেই হামলে পড়ে।' কথা শেষ করেই এক হাত জিভ বের করল লোকটা, 'ছি ছি ছি খুব ভুল হয়ে গেল। আমি আপনাকে আঘাত করতে চাইনি। অবশ্য আপনি এখনকার ছেলেদের মত ফালতু নন।'

শিবাজী গায়ে মাখল না। তার চোখ এখন সীতেশের দিকে। ফুলের বেড়াটার পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে এদিকে তাকিয়ে আছে। তার ভাই, এক মায়ের পেটের সন্তান। অথচ ওর আজকের আচার ব্যবহার সম্পূর্ণ অচেনা তার। ওর দাঁড়াবার ভঙ্গীটাও পাল্টে গিয়েছে। হঠাৎ মনটা নরম হয়ে আসছিল শিবাজীর, হঠাৎ যেন সে ঝাঁকুনি খেল। এই ছেলে তার মাকে হত্যা করেছে।

বাবুরাম আগরওয়ালা তাকে লক্ষ্য করছিল। এবার বলল, 'জীবনটা বড় বিচিত্র জিনিস চ্যাটার্জী সাহেব। এক একটা দিন যায় আর তার চেহারা বদলায়। ছেড়ে দিন ভাই-এর চিন্তা। ও এখন আমার হাতের মুঠোয়। যা বলব তা শুনতে বাধ্য। আসুন, আপনার সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করি।'

'কি কথা থাকতে পারে আপনার সঙ্গে ?'

'মানুষের সঙ্গেই মানুষের কথা হয়। আপনি আবার সীতেশের মত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন ? আমি তো কোন খারাপ ব্যবহার করছি না। যাক, আগে আমি আপনার বক্তব্য শুনি। কিছু বলার আছে ?' বাবুরাম পকেট থেকে ছোট ডিবে বের করে সেটা হাতের ওপর উপুড় করে খানিকটা জর্দা মেশানো পানবাহার ঢেলে নিয়ে মুখে ফেলল।

শিবাজী লোকটাকে খুঁটিয়ে দেখল। খুব তৃপ্ত দেখাচ্ছে এই মুহূর্তে। সে একটু নড়েচড়ে বলল, 'শুনুন। আমি চাই চা-বাগান স্বাভাবিক হয়ে উঠুক।'

'আমিও চাই।'

Banglapdf.net Exclusive!

'কিন্তু আপনি সেটা করতে দিচ্ছেন না। আপনার ভয়ে এখানকার শ্রমিকরা কাঁটা হয়ে আছে। চা-বাগানটার সর্বনাশ করে ছেড়েছেন আপনি। মিঃ সোমকে খুন করে এই বাংলোর তলায় পুঁতে রেখেছেন আবার আমার খানসামাটাকে বিনা দোষে হত্যা করেছেন। আমি জানতে চাই এসব আপনি করছেন কেন?' প্রশ্নগুলো করার সময় শিবাজীর উত্তেজনা চাপা থাকল না।

বাবুরাম আগরওয়ালা চোখ মেললেন। তারপর মাথা নাড়লেন, 'স্বীকার করছি, বড় সাহস আপনার। আমার মুখের ওপর আমাকেই দোষী করছেন। কিন্তু সোমের খবরটা ভুল।'

'অস্বীকার করে লাভ নেই, আপনার দালাল আমাকে বলেছে।'

'তাই নাকি!' বাবুরাম চকিতে মাঠে দাঁড়ানো সীতেশকে দেখল, 'শালা হারামি।' তারপর মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ ঠিক, ওকে সরাতে হয়েছিল। আমি কখনও কাউকে কৈফিয়ত দিই না চ্যাটার্জী সাহেব। আপনার কপাল ভাল তাই এতক্ষণ এখানে কথা বলতে পারছেন।'

'এই অবস্থায় বাগান কি করে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরবে?'

'ফিরবে, ফিরবে। এই জন্যেই তো আলাপ করতে বসেছি। আরে মশাই এইসব ঝামেলা বেশীদিন চালাতে কার ইচ্ছে করে? আপনি বাগান চালাতে চান?'

'সেই জন্যেই আমি এসেছি।'

'গুড। তাহলে আপনি আমার সঙ্গে রফায় আসুন।'

'কি রকম?'

'না, কোন বেআইনি কাজ করতে বলব না। শুধু বাগান চালাতে গেলে আপনাকে আমার সঙ্গে হাত মেলাতে হবে।'

শিবাজী শীতল হওয়ার চেষ্টা করল, 'কি ভাবে?'

বাবুরাম হাসল, 'বাগানে যা যা জিনিস লাগবে সেগুলো আমি সাপ্লাই দেব।'

'আপনি সাপ্লাই দেবেন?'

'হ্যাঁ। আর কেউ না। বাগানের তো এখন খুবই দুরাবস্থা। ঢেলে সাজাতে গেলে প্রচুর মাল লাগবে। ভাল মাল দেব ন্যায্য দামে। অতএব কাউকে কোন কৈফিয়ৎ দিতে হবে না আপনাকে। ডান্?'

'তারপর?'

'আপনার কোম্পানির টাকা বাঁচাতে চাই। কুলিদের কোন রকম এরিয়ার দিতে হবে না। শুধু ওদের এক মাসের মাইনেটা আমার হাতে দিয়ে দেবেন। বোনাসের দাবী মানবার কোন দরকার নেই। সাড়ে আট পার্সেন্ট হিসেব করে দিয়ে দিলেই চলবে।' তারপর গলা নামিয়ে বলল, 'যদি বাগানে কোন প্রব্লেম কখনও হয় তাহলে চুপচাপ আমাকে জানিয়ে দেবেন, আমি এক ঘণ্টার মধ্যেই সেটা সল্‌ভ

Banglapdf.net Exclusive!

করে দেব।'

শিবাজী লোকটির লোভী চোখ দুটোর দিকে তাকাল। তারপর একটু চিন্তিত এমন ভঙ্গীতে জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু কুলিদের সামলাবেন কি করে? ওরা এতদিন ধরে যে কষ্ট করল, এখন আন্দোলনের যদি এই পরিণতি হয় তাহলে ছেড়ে দেবে? ছিঁড়ে খাবে না আপনাদের?

বাবুরাম হাত নাড়ল, 'কেউ শব্দ করার সাহস পাবে না। আন্দোলন ওরা করেনি, আমিই করিয়েছি। ওটা আমার ওপর ছেড়ে দিন।'

'আপনি লেবার য়ুনিয়নের লিডার?'

'না। সে যোগ্যতা আমার কোথায়। তবে লিডার আমার চাকর। ওই যে ওখানে দাঁড়িয়ে ফুলের শোভা দেখছে লিডার। আপনাকে নিশ্চয়ই ও বলেছে সোম কোথায় শুয়ে আছে? থাক, সোমের কথা থাক। এবার, আপনি বলুন।'

শিবাজী ভেবে পাচ্ছিল না কি করা উচিত। এই লোকটা সাপের চেয়েও বেশী শয়তান এবং পিচ্ছিল। এর সঙ্গে ঝগড়া করে কোন লাভ নেই। শঠের সঙ্গে শঠতাই মানানসই। বাবুরাম তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করল, 'বুঝলাম। কিন্তু এই যে দুটো মানুষ খুন হল তার জবাব কে দেবে?'

বাবুরাম এবার স্বস্তিতে শরীরটা চেয়ারে এলিয়ে দিল, 'চ্যাটার্জী সাহেব, মানুষের জীবন হল একটা পয়সার মতন। একটা পয়সার কোন দাম আছে? নেই। অথচ তাতে সরকারী ছাপ থাকে, পয়সা বলে কথা। স্বার্থ না থাকলে ওই খুনের ব্যাপারে কেউ মাথা ঘামাবে না। সে বন্দোবস্ত করব।' তারপর হেসে বলল, 'ওই যে ফুলের গাছগুলো দেখছেন, ওরা আরও সুন্দর ফুল ফোটাবে, কেউ ওগুলোর তলা খুঁড়তে যাবে না। আপনি জানেন কি, মানুষের মাংসে চমৎকার সার হয়?'

শিবাজীর শরীরে একটা কনকনে শ্রোত বয়ে গেল যেন। সে মুখ ফিরিয়ে দেখল সীতেশ দ্রুত পায়ে এদিকে আসছে। বাবুরাম আবার সোজা হয়ে গলা তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার?'

'সারা রাত কি জেগেই কাটাব?' সীতেশ সিঁড়ির মুখে দাঁড়াল।

'ঘুমুতে চাও, ঘুমোও। যে ঘুমিয়ে থাকে তার ভাগ্যও ঘুমিয়ে থাকে।'

'জ্ঞান দেবেন না। এসব প্ল্যান আমাকে আগে বলেননি কেন?'

'কি সব প্ল্যান?'

'আপনি ওর সঙ্গে আঁতাত করতে চান?'

'বললে কি করতে?'

'আমি আপনার সঙ্গে থাকতাম না। শুনুন। হয় আমাকে বেছে নিন নয় ছেড়ে দিন।' সীতেশের মুখ কঠিন।

'দেড়ে দিলে যাবে কোথা?'

'সেটা আমার চিন্তা।'

Banglapdf.net Exclusive!

'আমারও। তোমাকে তো ছেড়ে দিতে পারি না সীতেশ। তুমি বরং এক কাজ করো। আমার গাড়িতে একজন রয়েছে অনেকক্ষণ, খুব কষ্ট হচ্ছে তার, তাকে নিয়ে এস। না, এখানে আনার দরকার নেই—।' বাবুরাম থামল, বোধহয় কি করা যায় চিন্তা করল, সেই সময় সীতেশ জিজ্ঞাসা করল, 'কে আছে?'

'অ্যাঁ? ওহো। চ্যাটার্জী সাহেব পুলিসের কাছে যাকে পাঠিয়েছিলেন আমাদের ধরিয়ে দিতে। সুন্দরী মহিলাটি আর সামন্তবাবুর কোয়ার্টার্স পর্যন্ত যেতে পারেননি, আমিই তুলে এনেছি। অবশ্য আনতে খুব বেগ পেতে হয়েছিল।' বাবুরাম হাসল।

শিবাজীর শরীর শিথিল হয়ে এল, 'ওঁর সঙ্গীকে কি করেছেন?'

'সঙ্গী? সঙ্গী ছিল নাকি? কে?' বাবুরামের চোখ বড় হয়ে উঠল।

শিবাজীর নার্ভাস ভাবটা সঙ্গে সঙ্গে কেটে গেল। তাহলে লাবণ্যর সঙ্গে যে মদেশিয়া মেয়েটি ছিল তাকে দেখতে পায়নি এরা। সে যদি সামন্তবাবুকে খবরটা দেয়···। শিবাজী বলল, 'বড় ভুল করে ফেললেন বাবুরামবাবু!'

'আমাকে ধোঁকা দিচ্ছেন না তো?

এবার সীতেশ মাথা নাড়ল, 'না বোধহয়। ওই মেয়েটা সব সময় লাবণ্যর সঙ্গে থাকে। আমি অনেক আগে আপনাকে বলেছিলাম সামন্তকে সরান, তখন দয়া দেখালেন। এখন যদি ও পুলিসকে—, এখনই থানায় যাওয়া উচিত।'

'ঠিক কথা। তুমি এখানে থাক, আমি থানায় যাচ্ছি।'

'না, আপনি এদিকটা দেখুন, আমি যাচ্ছি।'

'নো!' চিৎকার করে উঠল বাবুরাম, 'তোমার যাওয়া চলবে না।'

'কেন? আপনি আমাকে সন্দেহ করছেন?'

'ইয়েস।' তারপর হেসে ফেলল বাবুরাম, 'পুলিস এসে আমাদের কিছুই করতে পারবে না। ভয় পাচ্ছ কেন? চ্যাটার্জী সাহেবের সঙ্গে আমার রফা হয়ে গিয়েছে। এখন আমরা পরস্পরকে দেখব। তাই না?'

শিবাজী উঠে দাঁড়াল। এই লোকটাকে সে বুঝতে পারছে না।

হঠাৎ বাবুরামের গলার স্বর শীতল হয়ে গেল, 'চ্যাটার্জী সাহেব, আমি কোন ঝুঁকি নিতে রাজী নই। আপনি বলুন আমার প্রস্তাবে রাজী আছেন কিনা! নষ্ট করার মত সময় আমার নেই।'

'ভাবতে হবে।'

'নো। অন দি স্পট বলুন।'

'ঠিক আছে।' শিবাজী নিঃশ্বাস ফেলে বলল।

সীতেশ যেন খুব অবাক হয়ে গেল। তার গলা দিয়ে বেরিয়ে এল, 'বাঃ, চমৎকার! আদর্শবান লোক!'

'বুদ্ধিমান মানুষ।' বাবুরাম বলে উঠল, 'সীতেশ, তুমি চটপট ওই বাচ্চা আর মহিলাকে নিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যাও। সোজা সর্দারের ধাওয়ায় চলে গিয়ে

Banglapdf.net Exclusive!

জিম্মা করে দিয়ে আবার এখানে ফিরে আসবে। কুইক।'

সীতেশ যেন খুশী হল। তারপর বড় বড় পায়ে এগিয়ে গেল গাড়িটার দিকে। বাবুরাম হাত বাড়ালেন, 'আসুন, বন্ধুত্ব হোক। আরে মশাই কোম্পানি আপনাকে প্রয়োজনে চাকরি দিয়েছে। প্রয়োজন মিটে গেলে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। তা এই ফাঁকে আপনারও কিছু হোক আমারও হোক। নিন, হাত মেলান।' শিবাজী তখনও সীতেশকে দেখছিল। সে নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'ও যদি পালিয়ে যায় তাহলে কি করবেন?'

'কে, সীতেশ! আরে মশাই ওর নাড়ী নক্ষত্র আমার জানা। তাছাড়া মিসেস সোমকে কব্জা না করে ও পালাবে না। বেচারা যত পাত্তা না পাচ্ছে তত লোভ বেড়ে যাচ্ছে। আপনার ভাইকে আপনি চেনেন না?'

সীতেশ ততক্ষণে গাড়ির কাছে পৌঁছে গেছে। তারপর জিপের পেছন দিকে চলে গিয়ে লাবণ্যকে নামিয়ে আনল। লাবণ্য দাঁড়াতে পারছেন না সোজা হয়ে। তাঁর হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে হেসে হেসে কিছু বলছে। বাবুরামের সঙ্গী ড্রাইভার দূরে দাঁড়িয়ে ওদের দেখছে। মাথা নাড়ছেন লাবণ্য। হাত নেড়ে তাঁকে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করে যাচ্ছে সীতেশ। একটু আগে আটক করা মদেসিয়া ছেলেটা জিপেই রয়ে গেছে। লাবণ্য চারপাশে তাকাচ্ছেন। সীতেশ হাসিমুখে তাঁর হাত ধরতে যেতেই তিনি এক ঝটকায় সরে গেলেন। বাবুরাম হেসে বলল, 'খেলা দেখুন! শালা এখন প্রেম প্রেম খেলছে।' সে চিৎকার করে উঠল, 'সীতেশ! কি হচ্ছে কি? জলদি!'

সঙ্গে সঙ্গে লাবণ্য ঘাড় ফিরিয়ে এদিকে তাকালেন। দূরত্বটা বেশ তবু তাঁর মুখ চোখে ভয় ফুটে উঠেছে দেখা গেল। এবং তারপরেই লাবণ্য দিশেহারা হয়ে দৌড়াতে শুরু করলেন। শিবাজীর বুক থেকে একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। লাবণ্য বাচ্চাটার মত ভুল করেননি। তিনি দৌড়াচ্ছেন গেটের দিকে মুখ করে। সীতেশ এবার পিছু নিয়েছে তাঁর।

বাবুরাম এখন উত্তেজিত। সিঁড়ির মুখে ছুটে গিয়ে চিৎকার করলেন, 'ফিনিশ হার, ফিনিশ হার।'

আর সঙ্গে সঙ্গে কথাটা অদ্ভুত ভাবে নাড়িয়ে দিল শিবাজীকে। এখন এদিকটা ফাঁকা। বাবুরাম উত্তেজিত হয়ে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে। তার ঠিক পেছনে সে। শিবাজী আর দেরী করল না। আচম্বিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাবুরামের ওপর। উত্তেজনায় এই ধরনের সম্ভাবনার কথা খেয়াল ছিল না বাবুরামের। হতভম্ব ভাবটা কাটবার আগেই শিবাজী তাকে বারান্দায় শুইয়ে ফেলল। প্রাণপণে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে বাবুরাম বলল, 'বেইমান, শালা বেইমান!' তার একটা হাত ওই অবস্থায় পকেটের দিকে যাচ্ছিল। শিবাজী সমস্ত শক্তি জড় করে বাবুরামের মুখে ঘুষি মারল। কেঁপে উঠল বাবুরামের শরীর, তার পরই মুখের একপাশ দিয়ে রক্ত চলকে উঠল। এবং তখনই শিবাজী দেখল বাবুরামের ডান হাত রিভল-

Banglapdf.net Exclusive!

বারটাকে আঁকড়েছে। সে আর একটা আঘাত করতেই বাবুরাম অসাড় হয়ে গেল। সন্তর্পণে রিভলবার তুলে নিল শিবাজী। তারপর ঘর থেকে পড়ে থাকা দড়িটা তুলে নিয়ে জুত করে বাবুরামকে বেঁধে ফেলল সে। এই দড়ি দিয়ে ওরা ছেলেটাকে বেঁধেছিল।

জ্যোৎস্নার রঙ এখন ঘোলাটে। শিবাজী বারান্দায় দাঁড়িয়ে নিঃশ্বাস ফেলল। বাবুরামের গাড়িটার পাশে দাঁড়িয়ে তার ড্রাইভার দাঁত বের করে হাসছে। ওপাশে গেটের কাছে সীতেশ লাবণ্যকে টেনে নিয়ে আসছে। শাড়ি খুলে গেছে লাবণ্যর। শরীরের অর্ধেক মাটিতে লুটোচ্ছে। সীতেশ চিৎকার করে ড্রাইভারকে কিছু বলতেই ড্রাইভার তড়াক করে গাড়িতে উঠে বসে সেটাকে ঘুরিয়ে গেটের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। শিবাজী বুঝতে পারল এবার সীতেশ লাবণ্যকে জোর করে গাড়িতে তুলে নিয়ে যাবে। শিবাজী রিভলবার গাড়িটার দিকে টিপ করতে গিয়ে একটু নার্ভাস হল। কারণ সে এর আগে কখনও এই অস্ত্র ছোঁড়েনি! তারপরই গুলির শব্দ হল। বাবুরাম যে এটাকে প্রস্তুত করে রেখেছিল এইটে আবিষ্কার করে খুশী হল শিবাজী।

গুলির শব্দ হওয়ামাত্র জিপটা থেমে গেল। শিবাজী বুঝতে পারল তার লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়েছে। কিন্তু ড্রাইভার সিট ছেড়ে নেমে এসে অবাক হয়ে বাংলোর দিকে তাকাতেই শিবাজী কাঠের বিমের আড়ালে সরে এল। সীতেশ চিৎকার করে ড্রাইভারকে কিছু বলতেই ড্রাইভার হাত নেড়ে বাংলোটাকে দেখাল। তারপর দৌড়ে গিয়ে লাবণ্যকে ধরল। সীতেশ এবার চূড়ান্ত ভুলটা করে বসল। সে লাবণ্যকে ড্রাইভারের ভরসায় রেখে সোজা এগিয়ে আসতে লাগল বাংলোর দিকে। যখন সে ফুলের বেড়ের কাছাকাছি তখন আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল শিবাজী, 'মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়া সীতেশ।'

সীতেশ যেন ভূত দেখল। সে যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না বারান্দার সিঁড়িতে শিবাজী রিভলবার হাতে দাঁড়িয়ে আছে। শিবাজী আবার বলল, 'দ্বিতীয়বার গুলি করতে আমি দ্বিধা করব না, তুই আমার মাকে খুন করেছিস। হাত তোল।'

এবার সীতেশের হাত ধীরে ধীরে মাথার ওপর উঠল। ওর মুখ রক্তশূন্য। শিবাজী ধীরে ধীরে নিচে আসতেই ড্রাইভার দৃশ্যটাকে দেখতে পেল। বাবুরামকে দেখা যাচ্ছে না এবং সীতেশ ফাঁদে পড়েছে এটা বুঝতেই তার হাত শিথিল হয়ে গেল। এক মুহূর্ত দেরী করল না লোকটা। লাবণ্যকে সেখানেই ছেড়ে দিয়ে চোঁ চোঁ দৌড়াল গেট ছাড়িয়ে জঙ্গলের রাস্তায়।

শিবাজী রিভলবারটাকে সীতেশের বুকের দিকে লক্ষ্য করে বলল, 'এবার হাঁটু গেড়ে বস্। তারপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়্। চালাকির চেষ্টা করবি না।'

সীতেশ এতক্ষণে ধাতস্থ হয়েছে, 'দাদা!'

'আমি দ্বিতীয়বার অনুরোধ করব না।'

Banglapdf.net Exclusive!

সীতেশ হাঁটু গেড়ে বসে ধীরে ধীরে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তেই শিবাজী তার পাশে এসে দাঁড়াল। তারপর আড়চোখে লাবণ্যর দিকে তাকাল। লাবণ্য এগিয়ে আসছেন। সমস্ত দৃশ্যটা তাঁর চোখের সামনে ঘটেছে। কাছাকাছি হতেই শিবাজী বলল, 'একে বাঁধতে হবে! আপনি একটা কাজ করবেন? ওপরের ঘরে দড়ি আছে, নিয়ে আসবেন?'

লাবণ্য কোন কথা বলল না। সিঁড়ি দিয়ে সোজা উঠে গেল ওপরে। উঠেই চিৎকার করে উঠল। শিবাজী বলল, 'ভয় পাবেন না, মরেনি, অজ্ঞান হয়ে গেছে?

সীতেশ মুখ তুলল, 'দাদা, আমি ক্ষমা চাইছি।'

শিবাজী উত্তর দিল না। তার রিভলবারটা স্থির।

দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়ে গেলে শিবাজী রিভলবারটাকে সরাল, 'মাফ করবেন, আপনাকে আমি ঝামেলায় ফেলেছি। কিন্তু এখন আর চিন্তার কিছু নেই। শুধু একটা স্বীকারোক্তি ওকে দিয়ে করাতে হবে?'

শিবাজী সীতেশের দিকে ঝুঁকে বলল, 'বাবুরাম বলেছে তুই মিষ্টার সোমকে খুন করেছিস।'

'না, মিথ্যে কথা। ও-ই করিয়েছে।'

সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলেন লাবণ্য। তাঁর দু হাত মুখ ঢেকেছে।

শিবাজী বলল, 'না, বিশ্বাস করি না। বাবুরাম বলেছে তুই ওকে খুন করে জলে ফেলে দিয়েছিস। সত্যি কিনা বল্?'

'আমি খুন করিনি।'

'তাহলে কোথায় আছে ওর ডেডবডি?'

'জানি না।'

'তুই তখন বলেছিলি এই বাংলোর মাটিতে আছে।'

সীতেশ মাথা নাড়ল। তারপর বলল, 'ওই ফুলের বেডের নিচে।'

লাবণ্য তখনও কাঁদছিলেন। কথাটা কানে যাওয়ামাত্র ছুটে গেলেন ফুলের গাছগুলোর দিকে। শিবাজী ওঁর পাশে দাঁড়াল, 'আপনি স্থির হন।'

লাবণ্যর মুখ সাদা, থর থর করে কাঁপছেন। কোনরকমে বললেন, 'আমি জানি না, জানি না।' চূড়ান্ত সত্য আবিষ্কৃত হওয়ার পর এতদিনের লড়াই করা মনটা চুরমার হয়ে যাচ্ছিল তাঁর। তারপরেই হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন, 'আমি কি করব! আমার যে কিছুই রইল না!'

BANGLAPDF.NET

কুঠির মাঠে জমায়েত হয়েছে। লাভবার্ডের মানুষ ভেঙে পড়েছে আজ। একটি মঞ্চ তৈরি হয়েছে, মাইক এসেছে। সামন্তবাবু উদ্যোগী হয়ে সব ব্যবস্থা পাকা করেছেন। আজ লাভবার্ড চা-বাগান আনুষ্ঠানিক ভাবে চালু হবে। টমসন এণ্ড হিউসের চেয়ারম্যান টি. কে. সেন সোজা কোলকাতা থেকে উড়ে এসেছেন শর্মাকে সঙ্গে নিয়ে এই দিন। শ্রমিকরা তাঁর বক্তৃতা শুনছিল, 'আমি কোম্পানির হয়ে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে প্রতিটি শ্রমিকের সুস্থ জীবনযাত্রা যাতে সম্ভব হয় তার দিকে আমরা লক্ষ্য রাখব। আশা করি এই বাগানে আর কারো কালো হাত স্পর্শ করবে না। শ্রমিকের বাসস্থান সুনির্মিত হবে, তারা যাতে অন্য বাগানের শ্রমিকদের সমান হারে বেতন ও সুবিধা পায় তার ব্যবস্থা করা হবে। আজ এই চা-বাগানে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্যে আমি আমাদের ম্যানেজার শিবাজী চ্যাটার্জীর কাছে কৃতজ্ঞ। নিজের জীবন বিপন্ন করে তিনি যেভাবে এখানে প্রাণ আনলেন তার জন্যে কোম্পানি তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে আমি আমাদের প্রাক্তন ম্যানেজার মণীশ সোমের বীরত্বের কথা স্মরণ করছি।'

ঠিক সেই সময় একজন শ্রমিক ছুটতে ছুটতে সামন্তবাবুর কাছে কিছু বলতেই সামন্তবাবু মঞ্চে উঠে এসে শিবাজীকে সেটা নিবেদন করলেন। শিবাজী সেন সাহেবের দিকে উঠে এল, 'স্যার!' মিসেস সোম বাগান ছেড়ে চলে যাচ্ছেন!'

'আই সি! কিন্তু আমরা কি করতে পারি!' মাইকে তাঁর গলা ভেসে গেল।

'আমাদের বাগানে একজন মানুষ দরকার যিনি শ্রমিকদের সুবিধে অসুবিধে দেখবেন, তাদের পাশে থাকবেন। আমরা প্রডাকশন নিয়ে ব্যস্ত থাকব। কিন্তু ভাল কাজ পেতে গেলে ওদের জন্যে একজনকে চাই।' শিবাজী বলল।

সেন সাহেবের চোখ ছোট হয়ে এল। তিনি হাসলেন, 'বেশ তো, এই প্রস্তাবটা ওঁকে দিয়েছ?'

'হ্যাঁ। কিন্তু উনি কিছুতেই শুনছেন না। আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন অথচ ওঁর যাওয়ার জায়গা নেই। মানবিকতার খাতিরেই—।'

হাত নেড়ে ওকে থামিয়ে সেন সাহেব ঘুরে শর্মার দিকে তাকালেন, 'শর্মা, তুমি পারবে—?'

শর্মা মাথা নাড়ল, 'নো স্যার। আমি ঠিক মেয়েদের—!'

সেন সাহেব আবার মাইকটা টেনে নিলেন, 'এইমাত্র খবর পেলাম মিসেস্ সোম এই বাগান ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। যেহেতু তিনি মনে করেন এখানে আর তাঁর

Banglapdf.net Exclusive!

থাকার অধিকার নেই তাই তিনি চলে যাচ্ছেন। কিন্তু কোম্পানী মনে করে যে তিনি যদি কোম্পানির হয়ে লেবার অফিসারের দায়িত্ব নেন তাহলে আপনাদের উপকার হবে আমরাও নিশ্চিন্ত হব। আপনারা কি তাঁকে চান?'

আকাশ কাঁপিয়ে চিৎকার উঠল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ।' অজস্র হাত একসঙ্গে আন্দোলিত হতে লাগল। সেনসাহেব বললেন, 'কিন্তু আমাদের অনুরোধ উনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। আপনারা ওঁকে অনুরোধ করতে পারেন। আজকের মত সভা এখন শেষ করছি। দুপুর একটায় যে যার কাজে যোগ দেবেন।'

সঙ্গে সঙ্গে জনস্রোতের মত মানুষ ছুটল বাংলোর দিকে। তাদের উল্লসিত চিৎকার দেওয়াল হয়ে বাংলোটাকে ঘিরে ফেলেছিল। মঞ্চে দাঁড়িয়ে শিবাজী দেখল এত মানুষের ভালবাসার ঢেউ লাবণ্যকে চঞ্চল করে দিচ্ছে। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে লাবণ্য স্তব্ধ হয়ে গেছে। শ্রমিকরা ওকে চলে যেতে দেবে না।

সেন সাহেবকে সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি খুশী স্যার?'

সেন সাহেব বললেন, 'কেন?'

শিবাজী বলল, 'এবার আমাকে ছুটি দিতে পারেন আপনি!'

সেন সাহেব বললেন, 'মাথা খারাপ! তোমার কাজ শেষ না হলে ছুটি পাবে কি করে। এই চা-বাগানকে ঢেলে সাজাতে হবে, অনেক কাজ তোমার। বাই দ্য বাই, তোমার পোলাট্রি ফার্মের দাম কত?'

শিবাজী হাসল। তারপর ঘাড় ঘোরাতেই দেখল শ্রমিকদের উল্লাস-ধ্বনির মধ্যে লাবণ্য ধীরে ধীরে বাংলোর দিকে ফিরে যাচ্ছেন।

BANGLAPDF.NET